গঠন ও নিয়ম

তফসিল–এক

বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস
গঠন ও নিয়ম
তফসিল–এক

স্বত্ব ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রকাশক ঃ জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ মনন কম্পিউটার
১১২/২, ফকিরাপুল (পানির ট্যাংকির গলি)
ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৩৩০২৮৪

মুদ্রণে ঃ **দাগ** প্রিন্ট মিডিয়া
১৪২/১ আরামবাগ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
০১৮১৭ ০৭৬১৩৬

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
২য় সংস্করণ ঃ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

গত ২৬ আশ্বিন ১৪২২ (১১ অক্টোবর ২০১৫) তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউসের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়।

মূল্য ঃ ৪০/- (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

প্রস্তাবনা

স্কাউটিং যুব কিশোর কিশোরীদের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। এ আন্দোলন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, বয়স নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। যুব কিশোর কিশোরীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ প্রজন্মকে সঠিক দিক নির্দেশনা এবং নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের জন্য স্কাউটিং এ রয়েছে আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম, উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং আইন ও প্রতিক্ষার প্রতিফলন।

সময়ের প্রয়োজনে এসব প্রোগ্রাম প্রশিক্ষণের নিয়ম কানুন পরিবর্তন পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন হয়ে পরে। তাই দিন বদলে স্কাউটিং মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে স্কাউটরা যাতে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারে সে উদ্যোগকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর গঠন ও নিয়ম তফসিল "এক" এর ব্যাপক সংশোধন করা হয়েছে।

২০০০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ স্কাউটস এর গঠন ও নিয়ম তফসিল-"এক" প্রথম প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৩তম, ৪৪তম ও ৪৫তম বার্ষিক কাউন্সিল সভায় অনুমোদিত সংশোধনীসহ বাংলাদেশ স্কাউটস এর গঠন ও নিয়ম তফসিল এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর গঠন ও নিয়ম তফসিল-"এক" বাংলাদেশ স্কাউটস এর লিখিত সংবিধানের একটি অংশ। গঠন ও নিয়ম এর এই অংশে ইউনিফর্ম, পতাকা ও অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৩তম, ৪৪তম ও ৪৫তম জাতীয় কাউন্সিল সভায় সংশোধিত এই গঠন ও নিয়ম তফসিল-"এক" অনুমোদিত হয়।

স্কাউট আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে ইউনিফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে পতাকার মর্যাদা ও তার ব্যাখ্যা আন্দোলনের সকল সদস্যের জানা ও তার যথাযথ প্রয়োগে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। এতে বয়স্ক লিডারদের ভাল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে করণীয় বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। আশা করি স্কাউটিং কর্মকান্ডে গঠন ও নিয়ম তফসিল-"এক" বইটি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য খুবই উপযোগী হবে।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর গঠন ও নিয়ম তফসিল-"এক" এর সংশোধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশ করায় আমি জাতীয় কমিশনার (বিধি)সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যক্রমের সম্প্রসারণে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে গঠন ও নিয়ম তফসিল-"এক" এর যথাযথ প্রয়োগে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

(ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান)
প্রধান জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

ভূমিকা

২১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৩তম ৪৪তম ও ৪৫তম জাতীয় কাউন্সিল সভায় গঠন ও নিয়ম তফসিল-"এক" এর সংশোধন প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হয়। অঞ্চল, জেলা, উপজেলা, গ্রুপ সংগঠনসহ সকল ক্ষেত্রে গঠন ও নিয়ম এবং গঠন ও নিয়ম তফসিল-এক এর বিধি বিধান বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিকতা ও সক্রিয় সহযোগিতার ফলে তা সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

গঠন ও নিয়ম তফসিল-"এক" এর সংশোধনী চূড়ান্তকরণ এবং নতুন সংস্করণ প্রকাশে সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্মকর্তাবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহায়তা করেছেন' তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গঠন ও নিয়ম তফসিল-"এক", এর ২য় সংস্করণ নির্ভুল ও শুদ্ধভাবে প্রকাশ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে তা চিহ্নিত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে।

(ড. শরীফ আশরাফউজ্জামান)
জাতীয় কমিশনার (বিধি)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অংশ (ক) পোশাক	৯
❑	স্কাউট পোশাক নিয়মাবলী	৯-৩৪
❑	কাব স্কাউট, স্কাউট, নৌ স্কাউট, এয়ার স্কাউট ● রোভার স্কাউট, নৌ রোভার, এয়ার রোভার পোশাক, ● বিশেষ স্কাউটদের পোশাক, কমিউনিটি স্কাউট ● ইউনিট লিডার পোশাক ● কমিশনারদের পোশাক, সনদবিহীন সদস্যদের পোশাক ● মাদ্রাসা ছাত্র/ছাত্রীদের পোশাক	
❑	স্কাউট টুপি, কেডস, কালোজুতা, স্কাউট স্কার্ফ	৩৪-৩৬
❑	পদমর্যাদার ব্যাজ/Rank Badge	৩৭-৩৮
❑	বিভিন্ন পদ মর্যাদার ব্যক্তিগণের পরিচিতি ক্যাপ	৩৮
❑	এল টি ও এ এল টি দের রেপ্লিকা	৩৯-৪০
❑	অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ	৪০-৪২
❑	ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার্স পরিচিতি ব্যাজ	৪২
❑	ব্যাজঃ ব্যাজ সম্পর্কীয় নিয়মাবলী ● বিভিন্ন ব্যাজের মূল্যায়ন গ্রহণের নিয়মাবলী ● ব্যাজ পরার নিয়মাবলী	৪৩ ৪৩-৪৫
❑	স্যাশ/SASH	৪৫
❑	র‍্যালি, ক্যাম্পুরী, মুট ও জাম্বুরী ব্যাজ	৪৫-৪৬
❑	স্কাউট মনোগ্রাম	৪৬
❑	কাব, স্কাউট ও রোভারদের অ্যাওয়ার্ড	৪৭-৫০
❑	উডব্যাজ, তাঁবুবাস	৫০-৫১
❑	বিদেশ ভ্রমণ, গ্রুপ পরিচালনা, দীক্ষাদান	৫১-৫২
	দ্বিতীয় অংশ (খ) পতাকা	
❑	পতাকার ইতিবৃত্ত	৫৩
❑	বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ইতিহাস	৫৪
❑	জাতীয় পতাকা ও স্কাউট পতাকাসমূহ	৫৪-৬০
❑	জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান ও ব্যবহার পদ্ধতি	৫৮-৬২

তৃতীয় অংশ (গ) অ্যাওয়ার্ড

- ❑ নিয়মাবলী ৬৩
- ❑ উডব্যাজ, কমিশনার'স সার্টিফিকেট ৬৪
- ❑ ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড, কমিশনার'স মেডেল ৬৪-৭২

কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ড, ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, মেডলে অব
মেরিট, বার টু দি মেডেল অব মেরিট, লং সার্ভিস ডেকোরেশন,
লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, সভাপতি অ্যাওয়ার্ড, রৌপ্য ইলিশ, রৌপ্য ব্যাঘ্র

- ❑ রাষ্ট্রীয়/বিদেশী অ্যাওয়ার্ড বা পদক পরার নিয়মাবলী ৭৩
  - ● সার্টিফিকেট, পদক/অ্যাওয়ার্ড বিতরণের নিয়মাবলী ৭৩-৭৪
  - ● রেপ্লিকা পরার নিয়মাবলী ৭৫
  - ● বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড বা পদকের তালিকা ৭৬

বাংলাদেশ স্কাউটস
গঠন ও নিয়ম (ORGANIZATION & RULES)
তফসিল-এক (SCHEDULE-ONE)
প্রথম অংশ {ক}
পোশাক

১। **স্কাউট পোশাক ঃ**

(ক) যোগ্যতা ঃ কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, ইউনিট লিডার, গ্রুপ স্কাউট লিডার এবং অন্যান্য সনদপ্রাপ্ত পদের অধিকারী সদস্যগণ স্কাউট পোশাক পরবেন। Non Warranted বা সনদবিহীন সদস্যগণ যেমন সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও কমিটির সদস্যগণ দীক্ষা গ্রহণের পর স্কাউট পোশাক পরতে পারবেন। তাঁরা ইউনিট লিডারদের অনুরূপ পোশাক পরবেন। তবে নির্ধারিত স্কার্ফ, সদস্য ব্যাজ ও (গঠন ও নিয়ম তফসিল এক-এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী) প্রাপ্ত সম্মানীয় পদক বা অ্যাওয়ার্ড ছাড়া অন্য কিছু পরতে পারবেন না।

(খ) নিয়মাবলী ঃ

১. স্কাউট পোশাক সঠিক মাপ ও নমুনার হতে হবে।

২. বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাজ ও ডেকোরেশন ছাড়া অন্য কোন প্রতীক, অলংকার বা সৌখিন সাজ-সজ্জা স্কাউট পোশাকের সাথে ব্যবহার করা যাবে না।

৩. যে কোন স্কাউট অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় পরিপূর্ণ ও পরিপাটি স্কাউট পোশাক পরতে হবে।

৪. বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল সদস্য-তাঁদের স্বীকৃত যোগ্যতা, দক্ষতা, পারদর্শিতা, সম্মানসূচক পদক ও পদমর্যাদার প্রতীক স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য নির্ধারিত ব্যাজ বা পদকগুলো স্কাউট পোশাকের সাথে পরতে পারবে। একজন সদস্য একই বিষয়ের ওপর একধিক বা অন্য শাখার ব্যাজ স্কাউট পোশাকে পরতে এবং কোন ব্যাজ বা পদক হস্তান্তর করতে পারবে না।

৫. এক স্তরের ইউনিটের শাখার জন্য নির্ধারিত ব্যাজ অন্য কোন স্তরের ইউনিটের শাখার সদস্যরা স্কাউট পোশাকে পরতে পারবে না।

৬. বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত স্কাউট ব্যাজ, বই, রেপ্লিকা, পদক ও অ্যাওয়ার্ডসমূহ জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত, নিয়ন্ত্রিত এবং সংরক্ষিত।

২. কাব স্কাউট পোশাক ঃ

(ক) কাব স্কাউট (ছেলে) ঃ

১. টুপি ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের পিকযুক্ত বেইস বল (Base Ball) টুপি (টুপি পরা বাধ্যতামূলক নয়, পরলে ইউনিটের সকলকে একত্রে পরতে হবে।)

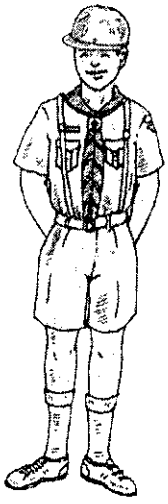

২. শার্ট ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের দুই পকেটওয়ালা ঢাকনা যুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ বা ফুল শার্ট (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল শার্ট পরতে হবে ।)

৩. প্যান্ট ঃ গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের (প্যান্টের সাথে যুক্ত ফিতা যা কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে প্যান্টের সাথে লাগানো যায়) হাফ অথবা ফুল প্যান্ট । (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল প্যান্ট পরতে হবে ।)

৪. বেল্ট ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস এর মনোগ্রাম সম্বলিত Buckle ওয়ালা কালো রংয়ের চামড়া বা কাপড়ের বেল্ট ।

৫. মোজা ঃ সাদা অথবা কালো রংয়ের মোজা । প্রত্যেক ইউনিটকে একই রং এর মোজা ও জুতা পরিধান করতে হবে ।

৬. জুতা ঃ সাদা বা কালো রং এর জুতা । প্রত্যেক ইউনিটকে একই রকমের জুতা পরিধান করতে হবে ।

৭. স্কার্ফ ঃ লাল রংয়ের স্কার্ফ (স্কার্ফের শীর্ষে হলুদ পটভূমিতে স্কাউট মনোগ্রাম খচিত ব্যাজ)

৮. ষষ্ঠক পরিচিতি ব্যাজ ঃ ষষ্ঠক পরিচিতি রংয়ের ৩.৮১ সেঃ মিঃ সমবাহু বিশিষ্ট ত্রিকোণাকৃতির কাপড়ের ব্যাজ । বাম কাঁধের নীচে হাতার উপরের অংশে শীর্ষকোণ উপরে রেখে সেলাই করে পরতে হবে ।

৯. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে ।

১০. নাম ফলক ঃ **লাল** রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় **হলুদ** রংয়ে (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) লেখা প্লাস্টিক অথবা কাপড়ে নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে । (প্রত্যেক ইউনিটে একই ধরনের অর্থাৎ প্লাস্টিক বা কাপড় এর তৈরী নাম ফলক ব্যবহার করতে হবে)

১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে ।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বর্ণনা অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে ।

১৩. শার্টের পেটি বা শোল্ডার থাকবে ।

২. (খ) কাব স্কাউট (মেয়ে) ঃ

১. টুপি ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের পিকযুক্ত বেইস বল (Base Ball) টুপি (টুপি পরা বাধ্যতামূলক নয়, পরলে ইউনিটের সকলকে একত্রে পরতে হবে ।)

২. শার্ট ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের দুই পকেটওয়ালা ঢাকনাযুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ বা **ফুল শার্ট**। (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল শার্ট পরতে হবে।)

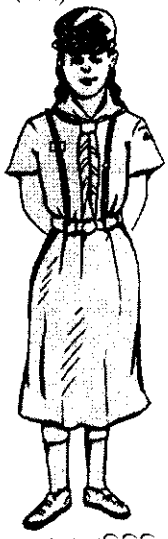

৩. স্কার্ট ঃ গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের (স্কার্টের সাথে যুক্ত ফিতা যা কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে স্কার্টের সাথে লাগানো যায়) স্কার্ট।

৪. বেল্ট ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস এর মনোগ্রাম সম্বলিত Buckle ওয়ালা কালো রংয়ের চামড়া বা কাপড়ের বেল্ট।

৫. মোজা ঃ সাদা অথবা কালো রংয়ের মোজা। প্রত্যেক ইউনিটকে একই রং এর মোজা পরিধান করতে হবে।

৬. জুতা ঃ সাদা অথবা কালো রংয়ের জুতা। প্রত্যেক ইউনিটকে একই রং এর জুতা পরিধান করতে হবে।

৭. স্কার্ফ ঃ লাল রংয়ের স্কার্ফ (স্কার্ফের শীর্ষে হলুদ পটভূমিতে স্কাউট মনোগ্রাম খচিত ব্যাজ)

৮. ষষ্ঠক পরিচিতি ব্যাজ ঃ ষষ্ঠক পরিচিতি রংয়ের ৩.৮১ সেঃ মিঃ সমবাহু বিশিষ্ট ত্রিকোণাকৃতির কাপড়ের ব্যাজ। বাম কাঁধের নীচে হাতার উপরের অংশে শীর্ষ কোণ উপরে রেখে সেলাই করে পরতে হবে।

৯. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১০. নাম ফলক ঃ লাল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় হলুদ রংয়ে (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) লেখা প্লাস্টিক অথবা কাপড়ে নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে। (প্রত্যেক ইউনিটকে একই ধরনের অর্থাৎ প্লাস্টিক বা কাপড়ের তৈরী নাম ফলক ব্যবহার করতে হবে)

১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৪৮(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. শার্টের পেটি বা শোল্ডার থাকবে।

৩. নৌ কাব স্কাউট (ছেলে) ঃ

১। টুপিঃ সাদা রংয়ের নৌ স্কাউট টুপি/ ডাক ক্যাপ বা জকি ক্যাপ। ক্যাপের রীবনে নৌ স্কাউট মনোগ্রাম সহ "নৌ কাব স্কাউট" লেখা থাকবে।

২। শার্ট ঃ নেভী ব্লু রংয়ের দুই পকেটওয়ালা ঢাকনাযুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ হাতা শার্ট।

৩। প্যান্ট ঃ নেভী ব্লু রংয়ের (প্যান্টের সাথে যুক্ত ফিতা যা কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে প্যান্টের সাথে লাগানো যায়) হাফ প্যান্ট।

৪। বেল্ট ঃ নৌ স্কাউট এর মনোগ্রামযুক্ত Buckle বিশিষ্ট গাঢ় নীল রংয়ের নাইলন/কাপড়ের বেল্ট

৫। জুতা ঃ কালো রংয়ের চামড়ার ফিতা যুক্ত জুতা।

৬। মোজা ঃ নীল/কালো রংয়ের মোজা।

৭। স্কার্ফঃ নেভী ব্লু রংয়ের কাপড়ে সাদা বর্ডার যুক্ত স্কার্ফ।

৮। ষষ্ঠক পরিচিতিঃ ষষ্ঠক পরিচিতি রংয়ের ৩.৮১ সেঃ মিঃ সমবাহু বিশিষ্ট ত্রিকোনাকৃতির কাপড়ের ব্যাজ। বাম কাধের নীচে হাতার উপরের অংশে শীর্ষকোণ উপরে রেখে সেলাই করে পরতে হবে।

৯। গ্রুপ পরিচিতিঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির সাদা পটভূমিতে কালো রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১০। নাম ফলক ঃ সাদা রংয়ের পটভূমিতে নেভী কালো রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ এবং কাপড়ের) নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

১১। জাতীয় পতাকার রেপ্লিকাঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা {৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী} পরতে হবে।

১২। অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩। শার্টে পেটি বা শোল্ডার থাকবে।

১৪। বাঁশিঃ ষষ্ঠক নেতা ও সিনিয়র ষষ্ঠক নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।

১৫। শীতের পোশাক ঃ নেভী ব্লু রংয়ের ফুলহাতা ভি কলারের জার্সি। জার্সির উপরে অর্জিত ব্যাজ, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ, জাতীয় পতাকা রেপ্লিকা, নাম ফলক পরতে হবে।

৪. নৌ কাব স্কাউট (মেয়ে) ঃ

১। টুপিঃ সাদা রংয়ের নৌ স্কাউট টুপি/ডাক ক্যাপ বা জকি ক্যাপ। ক্যাপের রীবনে নৌ স্কাউট মনোগ্রাম সহ "নৌ কাব স্কাউট" লেখা থাকবে।

২। শার্ট ঃ নেভী ব্লু রংয়ের দুই পকেটওয়ালা ঢাকনাযুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ হাতা শার্ট।

৩। প্যান্ট ঃ নেভী ব্লু রংয়ের (প্যান্টের সাথে যুক্ত ফিতা যা কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে প্যান্টের সাথে লাগানো যায়) হাফ প্যান্ট।

৪। বেল্ট ঃ নৌ স্কাউট এর মনোগ্রামযুক্ত Buckle বিশিষ্ট গাঢ় নীল রংয়ের নাইলন/কাপড়ের বেল্ট।

৫। জুতা ঃ কালো রংয়ের চামড়ার ফিতা যুক্ত জুতা।

৬। মোজা ঃ নীল/কালো রংয়ের মোজা।

৭। স্কার্ফঃ নেভী ব্লু রংয়ের কাপড়ে সাদা বর্ডার যুক্ত স্কার্ফ।

৮। ষষ্ঠক পরিচিতিঃ ষষ্ঠক পরিচিতি রংয়ের ৩.৮১ সেঃ মিঃ সমবাহু বিশিষ্ট ত্রিকোনাকৃতির কাপড়ের ব্যাজ। বাম কাধের নীচে হাতার উপরের অংশে শীর্ষকোণ উপরে রেখে সেলাই করে পরতে হবে।

৯। গ্রুপ পরিচিতিঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির সাদা পটভূমিতে কালো রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১০। নাম ফলক ঃ সাদা রংয়ের পটভূমিতে নেভী কালো রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ এবং কাপড়ের) নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

১১। জাতীয় পতাকার রেপ্লিকাঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা {৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী} পরতে হবে।

১২। অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বর্ণনা অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩। শার্টে পেটি বা শোল্ডার থাকবে।

১৪। বাঁশিঃ ষষ্ঠক নেতা ও সিনিয়র ষষ্ঠক নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।

১৫। শীতের পোশাক ঃ নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের জার্সি। জার্সির উপরে অর্জিত ব্যাজ, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ, জাতীয় পতাকা রেপলিকা, নাম ফলক পরতে হবে।

৫. নৌ কাব স্কাউট আনুষ্ঠানিক পোশাক ঃ

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের সিংলেট, প্যান্ট, টুপি, জুতা, মোজা, এবং ৩ ধারার ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং উপ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বেল্ট, স্কার্ফ, গ্রুপ পরিচিতি, নাম ফলক জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা পরা যাবে।

শার্ট,প্যান্ট ও মোজা হবে ঃ

শার্ট ঃ সাদা রংয়ের দুই পকেট ওয়ালা ঢাকনাযুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ হাতা শার্ট।

প্যান্ট ঃ সাদা রংয়ের (প্যান্টের সাথে যুক্ত ফিতা যা কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে প্যান্টের সাথে লাগানো যায়) হাফ প্যান্ট।

মোজা ঃ কালো রংয়ের মোজা।

শীতের পোশাক ঃ নেভী ব্লু রংয়ের ফুলহাতা জার্সি। জার্সির উপরে অর্জিত ব্যাজ, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ, জাতীয় পতাকা রেপ্লিকা, নাম ফলক পরতে হবে।

৬. এয়ার কাব স্কাউট পোশাক ঃ

এয়ার কাব স্কাউট (ছেলে) ঃ

১. টুপিঃ গাঢ় নীল রং এর এয়ার স্কাউট টুপি এবং সাইড ক্যাপ, বামে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে সাইড ক্যাপ।

২. শার্ট ঃ আকাশী রংয়ের দুই পকেটওয়ালা ঢাকনাযুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ বা ফুল হাতা শার্ট (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল শার্ট পরতে হবে।)

৩. প্যান্ট গাঢ় নীল রংয়ের (প্যান্টের সাথে যুক্ত ফিতা যা কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে প্যান্টের সাথে লাগানো যায়) হাফ বা ফুল প্যান্ট। (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল প্যান্ট পরতে হবে।)

৪. বেল্ট ঃ এয়ার স্কাউট এর মনোগ্রাম খচিত Buckle বিশিষ্ট কালো চামড়া/গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৫. মোজা ঃ গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

৬. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা।

৭. স্কার্ফঃ জেলা এয়ার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

৮. ষষ্ঠক পরিচিতিঃ ষষ্ঠক পরিচিতি রংয়ের ৩.৮১ সেঃ মিঃ সমবাহু বিশিষ্ঠ ত্রিকোনাকৃতির কাপড়ের ব্যাজ। বাম কাধের নীচে হাতার উপরের অংশে শীর্ষকোণ উপরে রেখে সেলাই করে পরতে হবে।

৯. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির নীল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১০. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ এবং কাপড়ের) নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকাঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা {৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী} পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. শার্টে পেটি বা শোল্ডার থাকবে।

১৪. বাঁশিঃ ষষ্ঠক নেতা ও সিনিয়র ষষ্ঠক নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।

১৫. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রং এর ভি কলারের ফুলহাতা সোয়েটার পরতে হবে।

৭. এয়ার কাব স্কাউট (মেয়ে) ঃ

১. টুপিঃ গাঢ় নীল রং এর এয়ার স্কাউট টুপি এবং সাইড ক্যাপ, বামে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম সাইড ক্যাপ থাকবে

২. শার্ট ঃ আকাশী রংয়ের দুই পকেট ওয়ালা ঢাকনাযুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ বা ফুল হাতা শার্ট (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল শার্ট পরতে হবে।)

৩. প্যান্ট গাঢ় নীল রংয়ের (প্যান্টের সাথে যুক্ত ফিতা যা কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে প্যান্টের সাথে লাগানো যায়) হাফ বা ফুল প্যান্ট। (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল প্যান্ট পরতে হবে।)

৪. বেল্ট ঃ এয়ার স্কাউট এর মনোগ্রাম খচিত Buckle বিশিষ্ট কালো চামড়া/গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৫. মোজা ঃ গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

৬. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা।

৭. স্কার্ফঃ জেলা এয়ার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

৮. ষষ্ঠক পরিচিতিঃ ষষ্ঠক পরিচিতি রংয়ের ৩.৮১ সেঃ মিঃ সমবাহু বিশিষ্ট ত্রিকোনাকৃতির কাপড়ের ব্যাজ বাম কাধের নীচে হাতার উপরের অংশে শীর্ষকোণ উপরে রেখে সেলাই করে পরতে হবে।

৯. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির নীল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১০. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ এবং কাপড়ের) নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকাঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা {৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী} পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. শার্টে পেটি বা শোল্ডার থাকবে।

১৪. বাঁশিঃ ষষ্ঠক নেতা ও সিনিয়র ষষ্ঠক নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।

১৫. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রং এর ফুলহাতা ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে।

৮. স্কাউট পোশাক ঃ

(ক) স্কাউট (ছেলে) ঃ

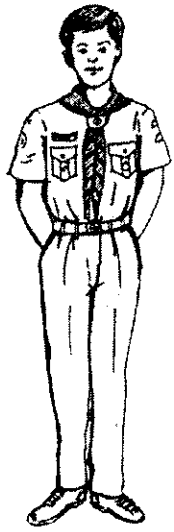

১. টুপি ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের পিকযুক্ত বেইস বল (Base Ball) টুপি (টুপি পরা বাধ্যতামূলক নয়,পরলে ইউনিটের সকলকে একত্রে পরতে হবে।)

২. শার্ট ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের কাঁধে পেটিসহ দুই পকেটওয়ালা ঢাকনাযুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ বা ফুল শার্ট (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল শার্ট পরতে হবে।)

৩. প্যান্ট ঃ গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের ফুল প্যান্ট, স্ট্রেট কাট, নীচের মহুরী ৪০ থেকে ৪৫ সেঃ মিঃ এর মধ্যে হতে হবে।

৪. বেল্ট ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত Buckle ওয়ালা কালো রংয়ের চামড়া বা কাপড়ের বেল্ট।

৫. জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা

৬. মোজা ঃ প্যান্টের রং অর্থাৎ নেভী ব্লু রংয়ের মোজা

৭. স্কার্ফঃ নিজ ইউনিটের জন্য উপজেলা স্কাউট কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত স্কার্ফ।

৮. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯. দড়ি ঃ এক সেঃ মিঃ ব্যাস বিশিষ্ট ২.৭৫ মিটার লম্বা সূতা/ছন/পাটের দড়ি স্কাউটিং পদ্ধতিতে গোছনো অবস্থায় কোমরের বেল্টের হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখা যাবে।

১০. নাম ফলক ঃ সবুজ রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় লাল রংয়ে (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) লেখা প্লাস্টিক অথবা কাপড়ে নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. বাঁশিঃ উপদল নেতা ও সিনিয়র উপদল নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে

১৪. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রংয়ের ফুলহাতা ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে।

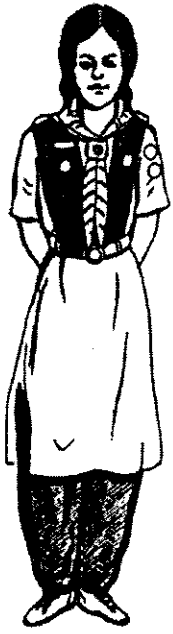

৮. (খ) স্কাউট (মেয়ে) ঃ

১. টুপি ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের পিকযুক্ত বেইস বল (Base Ball) টুপি (টুপি পরা বাধ্যতামূলক নয়, পরলে ইউনিটের সকলকে একত্রে পরতে হবে।)

২. কামিজ ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের কাঁধে পেটিসহ লম্বা কামিজ হাটুর চার আঙ্গুল নীচ পর্যন্ত হাফ বা ফুলহাতা কামিজ । ওড়না হবে গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের ।

(একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল হাতা কামিজ পরতে হবে।)

৩. সালোয়ার ঃ গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের সালোয়ার।।

৪. জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা

৫. মোজা ঃ সালোয়ারের রংয়ের অর্থাৎ নেভী ব্লু রংয়ের মোজা

৬. স্কার্ফ ঃ নিজ ইউনিটের জন্য উপজেলা স্কাউট কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত স্কার্ফ।

৭. বেল্ট ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত Buckle ওয়ালা কালো রং এর চামড়া বা কাপড়ের বেল্ট

৮. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯. দড়ি ঃ এক সেঃ মিঃ ব্যাস বিশিষ্ট ২.৭৫ মিটার লম্বা সূতা/ ছন/ পাটের দড়ি স্কাউটিং পদ্ধতিতে গোছানো অবস্থায় কোমরে বেল্টের হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখা যাবে।

১০. নাম ফলক ঃ সবুজ রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় লাল রংয়ে (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) লেখা প্লাস্টিক অথবা কাপড়ে নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. বাঁশিঃ উপদল নেতা ও সিনিয়র উপদল নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে

১৪. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রং এর ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে।

৯. নৌ স্কাউট পোশাক ঃ ছেলেঃ

১. টুপি ঃ সাদা রংয়ের নৌ স্কাউট টুপি/ডাক ক্যাপ বা জকি ক্যাপ। ক্যাপের রীবনে নৌ স্কাউট মনোগ্রামসহ 'নৌ স্কাউট' লেখা থাকবে।

২. শার্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের কাঁধে পেটিসহ সিংলেট।

৩. প্যান্ট ঃ ষ্ট্রেটকাট গাঢ় নীল রংয়ের ফুল প্যান্ট নীচের মহুরী ৪০ থেকে ৪৫ সেঃ মিঃ হবে।

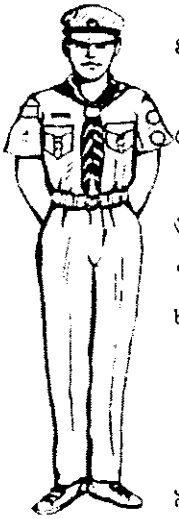

৪. বেল্ট ঃ নৌ স্কাউটসের মনোগ্রাম যুক্ত Buckle বিশিষ্ট গাঢ় নীল রংয়ের নাইলন/কাপড়ের বেল্ট।

৫. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা বা বুট।(একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ জুতা অথবা বুট পরতে হবে।)

৬. মোজা ঃ নীল/ কালো রংয়ের মোজা।

৭. স্কার্ফ ঃ নৌ জেলা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত গ্রুপ স্কার্ফ

৮. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

১০. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১১. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বর্ণনা অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১২. বাঁশিঃ উপদল নেতা ও সিনিয়র উপদল নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।

১৩. শীতের পোশাক ঃ নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের জার্সি। জার্সির উপরে অর্জিত ব্যাজ, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ, জাতীয় পতাকা রেপ্লিকা, নাম ফলক পরতে হবে।

১০. নৌ স্কাউট আনুষ্ঠানিক পোশাক (ছেলে) ঃ

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের সিংলেট, প্যান্ট, টুপি, কালো রংয়ের জুতা এবং মোজা, শীতের পোশাক এবং ৯ নং ধারার ৪,৭,৮,৯,১০,১১ ও ১২ নং উপ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বেল্ট, স্কার্ফ, গ্রুপ পরিচিতি, নাম ফলক জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা পরতে হবে।

১১. নৌ স্কাউট পোশাক ঃ (মেয়ে)

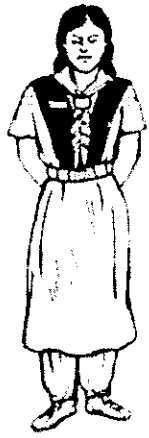

১. টুপিঃ সাদা রংয়ের নৌ স্কাউট টুপি/ডাক ক্যাপ বা জকি ক্যাপ। ক্যাপের রীবনে নৌ স্কাউট মনোগ্রাম সহ "নৌ স্কাউট" লেখা থাকবে।

২. কামিজ ঃ গাঢ় নীল রংয়ের কাঁধে পেটিসহ কামিজ।

৩. ওড়না ঃ গাঢ় নীল রংয়ের ওড়না।

৪. সালোয়ার/প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের সালোয়ার/স্ট্রেট কাট ফুল প্যান্ট।

৫. বেল্ট ঃ নৌ স্কাউট এর মনোগ্রামযুক্ত Buckle বিশিষ্ট গাঢ় নীল রংয়ের নাইলন/কাপড়ের বেল্ট

৬. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা বা বুট।
(একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ জুতা অথবা বুট পরতে হবে।)

৭. মোজা ঃ নীল/কালো রংয়ের মোজা

৮. স্কার্ফঃ নেভী জেলা স্কাউট কর্তৃক অনুমোদিক নির্ধারিত গ্রুপ স্কার্ফ।

৯. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১০. নাম ফলক ঃ হালকা নীল পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান কাধ থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নীচে নাম ফলক পরতে হবে।

১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকাঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা {৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী} পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. বাঁশিঃ উপদল নেতা ও সিনিয়র উপদল নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।

১৪. শীতের পোশাক ঃ নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের জার্সি। জার্সির উপরে অর্জিত ব্যাজ, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ, জাতীয় পতাকা রেপ্লিকা, নাম ফলক পরতে হবে।

১১ক. নৌ স্কাউট আনুষ্ঠানিক পোশাক (মেয়ে) ঃ

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের কামিজ, সালোয়ার/প্যান্ট, ওড়না, টুপি, কালো রংয়ের জুতা এবং মোজা, শীতের পোশাক এবং ১০ নং ধারার ৫,৮,৯,১০,১১, ১২ ও ১৩ নং উপ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বেল্ট, স্কার্ফ, গ্রুপ পরিচিতি, নাম ফলক জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা পরতে হবে।

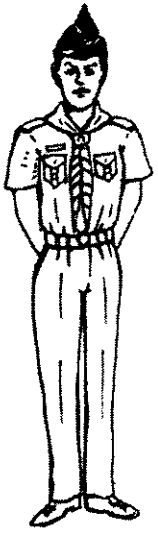

১২. এয়ার স্কাউট পোশাক ঃ (ছেলে)

১. টুপিঃ গাঢ় নীল রং এর এয়ার স্কাউট টুপি এবং সাইড ক্যাপ, বামে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

২. শার্টঃ আকাশী রংয়ের দুই পকেটওয়ালা ঢাকনা যুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ বা ফুল হাতা শার্ট।

(একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল শার্ট পরতে হবে।)

৩. প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের ষ্ট্রেটকাট ফুল প্যান্ট, নীচের মুহুরী ৪০ হতে ৪৫ সেঃ মিঃ হবে।

৪. বেল্ট ঃ এয়ার স্কাউটসের মনোগ্রাম খচিত Buckle বিশিষ্ট কালো চামড়া/গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৫. মোজা ঃ গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

৬. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতাযুক্ত চামড়া জুতা।

৭. স্কার্ফ ঃ জেলা এয়ার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

৮ গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

১০. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১১. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১২. এয়ার উইং: ১২টি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করার পর এয়ার উইং পরতে হবে।

১৩. বাঁশিঃ উপদল নেতা ও সিনিয়র উপদল নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।

১৪. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রং এর ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে।

১৩. এয়ার স্কাউট পোশাক (মেয়ে) ঃ

১. টুপিঃ গাঢ় নীল রং এর এয়ার স্কাউট টুপি এবং সাইড ক্যাপ, বামে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

২. কামিজঃ আকাশী রংয়ের হাফ বা ফুল হাতা কামিজ। (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল কামিজ পরতে হবে।)

৩. ওড়নাঃ গাঢ় নীল রংয়ের ওড়না ।

৪. সালোয়ার/প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল সালোয়ার/ স্ট্রেট কাট ফুল প্যান্ট।

৫. বেল্ট ঃ এয়ার স্কাউট এর মনোগ্রাম খচিত Buckle বিশিষ্ট কালো চামড়া/গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৬. মোজা ঃ গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

৭. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা।

৮. স্কার্ফঃ জেলা এয়ার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

৯. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১০. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান কাধ থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নীচে নাম ফলক পরতে হবে।

১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকাঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. এয়ার উইং: ১২টি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করার পর এয়ার উইং পরতে পারবে।

১৪. বাঁশিঃ উপদল নেতা ও সিনিয়র উপদল নেতার বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে

১৫. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রং এর ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে।

১৪. রোভার স্কাউট পোশাক ঃ

ক. রোভার স্কাউট (ছেলে) ঃ

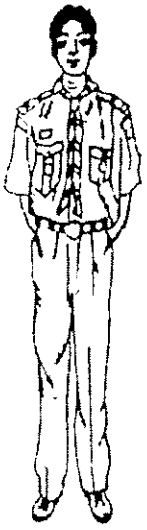

১. টুপি ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের পিকযুক্ত বেইস বল (Base Ball) টুপি

২. শার্টঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের অ্যাপুলেটসহ দুই পকেটওয়ালা ঢাকনা যুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ/ফুল হাতা শার্ট। (একই ইউনিটের সকল সদস্যকে এক ধরনের অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল হাতা শার্ট পরতে হবে)

৩. প্যান্ট ঃ ষ্ট্রেটকাট গাঢ় নেভীব্লু রংয়ের ফুল প্যান্ট, নীচের মুহুরী ৪০-৪৫ সেঃ মিঃ হবে।

৪. বেল্ট ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস এর মনোগ্রামযুক্ত Buckle ওয়ালা কালো রং এর চামড়ার বেল্ট পরতে হবে।

৫. শোল্ডার অ্যাপুলেটঃ দীক্ষা প্রাপ্ত রোভার স্কাউট দুই কাধের পেটিতে স্তর অনুযায়ী অ্যাপুলেট পরবে।

৬. জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা

৭. মোজা ঃ নেভী ব্লু রংয়ের মোজা

৮. স্কার্ফ ঃ জেলা রোভার কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ

৯. গ্রুপ পরিচিতিঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১০. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ে (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) লেখা প্লাস্টিক অথবা কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে। (একই ইউনিটের সকল সদস্যকে একই ধরনের নাম ফলক পরতে হবে)

১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বর্ণনা অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. বাঁশিঃ রোভার মেট ও সিনিয়র রোভার মেটের বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।

১৪. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রং এর ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে।

১৪. খ. রোভার স্কাউট (মেয়ে) ঃ

১. টুপি ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের পিকযুক্ত বেইস বল (Base Ball) টুপি

২. কামিজ ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের লম্বা কামিজ (হাটুর চার আঙ্গুল নীচ পর্যন্ত) এবং যার দুই কাধে অ্যাপুলেট পড়ার জন্য পেটি থাকবে। (প্রত্যেক ইউনিটে একই রকম অর্থাৎ হাফ বা ফুল কামিজ পরতে হবে।)

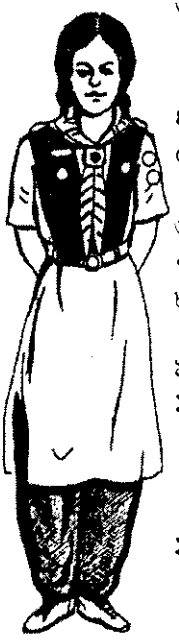

৩. ওড়না ঃ গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের ওড়না। (যদি কোন মেয়ে মাথায় স্কার্ফ পরতে চায়; তবে তাকে কামিজের রংয়ের কাপড়ের স্কার্ফ পরতে হবে।)

৪. সালোয়ারঃ গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের সালোয়ার

৫. বেল্ট: বাংলাদেশ স্কাউটস এর মনোগ্রামযুক্ত Buckle ওয়ালা সালোয়ার রংয়ের কাপড়/চামড়ার বেল্ট পরতে হবে।

৬. জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা

৭. মোজা ঃ নেভী ব্লু রংয়ের মোজা

৮. শোল্ডার অ্যাপুলেটঃ দীক্ষা প্রাপ্ত রোভার স্কাউট দুই কাধের পেটিতে স্তর অনুযায়ী অ্যাপুলেট পরবে।

৯. স্কার্ফ ঃ জেলা রোভার কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

১০. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১১. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ে (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) লেখা কাপড়ে নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে। (একই ইউনিটের সকল সদস্যকে একই ধরনের নাম ফলক পরতে হবে)

১২. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১৩. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৪. বাঁশিঃ রোভার মেট ও সিনিয়র রোভার মেটের বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।

১৫. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রংএর ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে।

১৫. নৌ রোভার স্কাউট পোশাক ঃ (ছেলে)

১. টুপি ঃ সাদা রংয়ের পি-ক্যাপ, কালো রিবনের সাথে রূপালী রংয়ের জরির নৌ-স্কাউট মনোগ্রামসহ ক্যাপ ব্যাজ থাকবে।

২. শার্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের দুই পকেটওয়ালা (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ/ফুল হাতা শার্ট, দুই কাধে অ্যাপুলেট পরার জন্য লুপ/পেটি থাকবে। (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল শার্ট পরতে হবে।)

৩. প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের ফুল প্যান্ট নীচে মহুরী ৪০-৪৫ সেঃ মিঃ হবে।

৪. বেল্ট ঃ নৌ স্কাউটস এর মনোগ্রাম যুক্ত Buckle বিশিষ্ট গাঢ় নীল রংয়ের নাইলন/কাপড়ের বেল্ট।

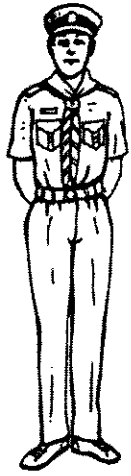

৫. জুতা ঃ কালো রংয়ের চামড়ার ফিতাযুক্ত জুতা।
৬. মোজা ঃ নীল/কালো মোজা।
৭. স্কার্ফ ঃ জেলা নৌ স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত গ্রুপ স্কার্ফ।
৮. শোল্ডার অ্যাপুলেট ঃ দীক্ষা প্রাপ্ত রোভার স্কাউট কালো পটভূমিতে সাদা জরির নৌ স্কাউটসের মনোগ্রামসহ 'রোভার স্কাউট' লেখা অ্যাপুলেট পরবে।
৯. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে ।
১০. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।
১১. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী পরতে হবে।
১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বর্ণনা অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।
১৩. বাঁশিঃ রোভার মেট ও সিনিয়র রোভার মেটের বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে।
১৪. শীতের পোশাক ঃ নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের জার্সি। জার্সির উপরে অর্জিত ব্যাজ, অ্যাপুলেট, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ, জাতীয় পতাকা রেপ্লিকা, নাম ফলক পরতে হবে।

১৬. নৌ রোার স্কাউট আনুষ্ঠানিক পোশাক (ছেলে) ঃ

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের সিংলেট, শার্ট, প্যান্ট, টুপি, জুতা, কালো রংয়ের মোজা, শীতের পোশাক এবং ১০ নং ধারার ৪, ৭, ৮ , ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং উপধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বেল্ট , স্কার্ফ, শোল্ডার অ্যাপুলেট, গ্রুপ, পরিচিতি ব্যাজ, নাম ফলক, অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ ও জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা পরা যাবে।

১৭. নৌ রোভার স্কাউট পোশাক (মেয়ে) ঃ

১. টুপিঃ সাদা রংয়ের পি-ক্যাপ, কালো রিবনের সাথে রূপালী রংয়ের জরির নৌ-স্কাউট মনোগ্রামসহ ক্যাপ ব্যাজ থাকবে।
২. কামিজঃ গাঢ় নীল রংয়ের হাফ/ফুল হাতা কামিজ; দুই কাঁধে অ্যাপুলেট পরার জন্য লুপ/পেটি থাকবে। (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল কামিজ পরতে হবে।)
৩. ওড়নাঃ গাঢ় নীল রংয়ের ওড়না (যদি কোন মেয়ে মাথায় স্কার্ফ পরতে চায় তবে তাকে কামিজের রংয়ের কাপড়ের স্কার্ফ পরতে হবে।

৪. সালোয়ার/প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের সালোয়ার/ স্ট্রেট কাট ফুল প্যান্ট ।

৫. বেল্ট ঃ নৌ স্কাউটস এর মনোগ্রাম যুক্ত Buckle বিশিষ্ট গাঢ় নীল রংয়ের নাইলন/কাপড়ের বেল্ট ।

৬. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা ।

৭. মোজাঃ নীল/কালো রংয়ের মোজা ।

৮. স্কার্ফ ঃ জেলা নৌ স্কাউট কর্তৃক অনুমোদিক গ্রুপ স্কার্ফ ।

৯. শোল্ডার অ্যাপুলেটঃ দীক্ষা প্রাপ্ত রোভার স্কাউট কালো পটভুমিতে সাদা জরির নৌ স্কাউটসের মনোগ্রামসহ 'রোভার স্কাউট' লেখা অ্যাপুলেট পরবে ।

১০. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে ।

১১. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান কাধ থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নীচে পরতে হবে ।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বর্ণনা অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে । বাঁশিঃ রোভার মেট ও সিনিয়র রোভার মেটের বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি থাকবে ।

১৪. শীতের পোশাক ঃ নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের জার্সি । জার্সির উপরে অর্জিত ব্যাজ, অ্যাপুলেট, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ, জাতীয় পতাকা রেপ্লিকা, নাম ফলক পরতে হবে ।

১৮. নৌ রোভার স্কাউট আনুষ্ঠানিক পোশাক (মেয়ে)ঃ

নৌ স্কাউসের অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের সিংলেট, কামিজ, সালোয়ার/প্যান্ট, ওড়না, টুপি, জুতা, কালো রংয়ের মোজা, শীতের পোশাক এবং ১৭ নং ধারার ৫, ৮ , ৯, ১০, ১১,১২ ও ১৩ নং উপধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বেল্ট, স্কার্ফ, শোল্ডার অ্যাপুলেট, গ্রুপ, পরিচিতি ব্যাজ, নাম ফলক ও জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা পরা যাবে ।

১৯. এয়ার রোভার স্কাউট পোশাক (ছেলে) ঃ

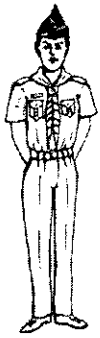

১. টুপি ঃ গাঢ় নীল রং এর এয়ার স্কাউট টুপি **এবং সাইড ক্যাপ**, বামে এয়ার স্কাউট লেখা মনোগ্রাম থাকবে ।

২. শার্ট ঃ আকাশী রংয়ের ঢাকনা যুক্ত দুই পকেটওয়ালা (মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ/ফুল হাতা শার্ট । (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল শার্ট পরতে হবে ।)

৩. প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের ষ্ট্রেটকাট ফুল প্যান্ট নীচের মহুরী ৪০-৪৫ সেঃ মিঃ হবে ।

৪. বেল্ট ঃ এয়ার স্কাউটসের মনোগ্রাম খচিত Buckle বিশিষ্ট কালো চামড়া/গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট ।

৫. মোজা ঃ গাঢ় নীল রংয়ের মোজা ।

৬. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতাযুক্ত চামড়ার জুতা।

৭. স্কার্ফ ঃ জেলা এয়ার স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত গ্রুপ স্কার্ফ।

৮. শোল্ডার অ্যাপুলেট ঃ কাঁধের পেটিতে দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভার স্কাউটকে এয়ার রোভার লেখা দক্ষতা স্তর সম্বলিত শোল্ডার অ্যাপুলেট পরতে হবে।

৯. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১০. নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরা যেতে পারে।

১১. জাতীয় পতাকা রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. এয়ার উইং: ৪টি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করার পর এয়ার উইং পরতে পারবে।

১৪. বাঁশিঃ সিনিয়র রোভার মেট ও রোভার মেট বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি রাখতে পারবে।

১৫. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের সোয়েটারে ব্যাজ, নামফলক, জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা, অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংযোজন করে পরতে হবে।

২০. এয়ার রোভার স্কাউট পোশাক (মেয়ে) ঃ

১. টুপিঃ গাঢ় নীল রং এর এয়ার স্কাউট টুপি এবং সাইড ক্যাপ, বামে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

২. কামিজঃ আকাশী রংয়ের (হাটুর চার আঙ্গুল নীচ পর্যন্ত) হাফ/ফুল হাতা কামিজ। (একটি ইউনিটের সকলেই একই রকম অর্থাৎ হাফ অথবা ফুল কামিজ পরতে হবে।)

৩. মথার স্কার্ফ ওড়নাঃ নেভী ব্লু রংয়ের ওড়না (যদি কোন মেয়ে মাথায় স্কার্ফ পরতে চায় তবে তাকে কামিজের রংয়ের কাপড়ের স্কার্ফ পরতে হবে।

৪. সালোয়ার/প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের সালোয়ার ফুল প্যান্ট ।

৫. বেল্ট ঃ বাংলাদেশ স্কাউট এর মনোগ্রাম খচিত Buckle বিশিষ্ট কালো চামড়া/গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট

৬. মোজা ঃ গাঢ় নীল রং এর মোজা

৭. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতাযুক্ত চামড়ার জুতা।

৮. স্কার্ফঃ জেলা এয়ার স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত গ্রুপ স্কার্ফ।

৯. শোল্ডার অ্যাপুলেটঃ কাঁধের পেটিতে দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভার স্কাউটকে "এয়ার রোভার" লেখা দক্ষতা স্তর সম্বলিত শোল্ডার অ্যাপুলেট পরবে।

১০. গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা স্ক্রীন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারী করা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

১১. নাম ফলকঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান কাধ থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নীচে পরতে হবে।

১২. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বর্ণনা অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১৩. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকাঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী)পরতে হবে।

১৪. এয়ার উইং: ৪টি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করার পর এয়ার উইং পরতে পারবে।

১৫. বাঁশিঃ সিনিয়র রোভার মেট ও রোভার মেট বাম কাঁধে কর্ডসহ বাঁশি রাখতে পারবে।

১৬. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের সোয়েটারে ব্যাজ, নাম ফলক, জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা, অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংযোজন করে পরতে হবে।

২১. বিশেষ স্কাউটদের পোশাক ঃ

(ক) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট ঃ যে সকল ছেলে-মেয়ে দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের মত সকল কাজে অংশগ্রহন করতে পারে না সে সকল ছেলে মেয়েদের নিয়ে গঠিত বিশেষ স্কাউট গ্রুপ এবং সদস্যদের বিশেষ কাব স্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট ছেলে/মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে তাদের চলাফেরা এবং ব্যবহারে সহজ হয় এমন ধরনের পোশাক তৈরী করা যাবে। তবে পোশাক তৈরী ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক স্কাউটদের শাখাভিত্তিক পোশাকের ধারা সমূহ অনুসরণ করে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক ব্যবহার করতে হবে। (এখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বলতে প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে বুঝানো হয়েছে)

(খ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বা সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গঠিত স্কাউট ইউনিটসমূহকে কমিউনিটি স্কাউট ইউনিট এবং সদস্যদেরকে কমিউনিটি স্কাউট হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। কমিউনিটি স্কাউটদের পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তবে তাদেরকে অনুমোদিত গ্রুপ স্কার্ফ ও যোগ্যতা অনুসারে ব্যাজ পরতে হবে।

(গ) বিশেষ স্কাউটদের পোশাক সাধারন কাব, স্কাউট ও রোভারদের পোশাকের অনুরূপ অভিন্ন হতে হবে। তারা যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যাজ পরবে।

২২. ইউনিট লিডার পোশাক (পুরুষ) ঃ

১. টুপি ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের পিকযুক্ত বেইস বল (Base Ball) টুপি

২. শার্ট ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের ঢাকনাযুক্ত দুই পকেটওয়ালা (মাঝখানের প্লেটসহ) হাফ বা ফুল হাতা শার্ট। নিজ ইউনিটের স্কাউট সদস্যদের অনুরূপ শার্ট হতে হবে।

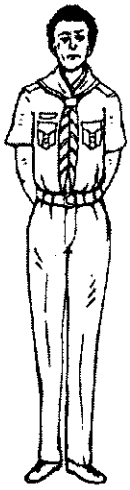

৩. প্যান্ট ঃ গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের ফুল প্যান্ট। নীচের মহুরী ৪০-৪৫ সেঃ মিঃ হবে।

৪. বেল্ট ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত Buckle ওয়ালা কালো রং এর চামড়ার বেল্ট

৫. জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা ও গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

৬. স্কার্ফ ঃ ইউনিট লিডারগণ দলীয় স্কার্ফ, উডব্যাজারগণ উডব্যাজ স্কার্ফ, জাতীয় স্কার্ফ পরার যোগ্য ব্যক্তিগত জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

৭. নাম ফলক ঃ গাঢ় বেগুনী রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ে (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) লেখা কাপড়ে নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

৮. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ জাতীয় পতাকার রেপ্লিকাঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী)পরতে হবে।

৯. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারা বর্ণনা অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১০. **শীতের পোশাকঃ** শীতকালে স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে। সোয়েটারের বুকের বাম পার্শ্বে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে; উপরে কোন পকেট থাকবে না।

২৩. ইউনিট লিডার পোশাক (মহিলা)

১. টুপি ঃ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রংয়ের পিকযুক্ত বেইস বল (Base Ball) টুপি

২. শাড়ী ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের শাড়ী।

৩. ব্লাউজ ঃ গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের ফুল/হাপ হাতাওয়ালা (কাঁধে পেটিসহ) ব্লাউজ।

৪. জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা এবং নীল রংয়ের মোজা।

৫. স্কার্ফ ঃ ইউনিট লিডারগণ দলীয় স্কার্ফ, উডব্যাজারগণ উডব্যাজ স্কার্ফ এবং জাতীয় স্কার্ফ পরার যোগ্যগণ জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

৬. নাম ফলক ঃ গাঢ় বেগুনী রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ে (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) লেখা কাপড়ে নিজ নাম ফলক ডান কাঁধ থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

৭. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

৮. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

৯. **মাথার স্কার্ফ ঃ** কোন মহিলা লিডার যদি মাথায় স্কার্ফ পরতে চান; তবে কামিজের রংয়ের কাপড়ের স্কার্ফ পরতে হবে।

১০. **এপ্রোনঃ** কোন মহিলা লিডার যদি এপ্রোন পরতে চান; তবে তিনি ছাই (অ্যাশ) রংয়ের অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী এপ্রোন পরতে পারবেন। শুধুমাত্র ওয়ার্কিং ইউনিফর্ম-এর সাথে এপ্রোন পরা যাবে।

১১. শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে। সোয়েটারের বুকের বাম পাশে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে। উপরে কোন পকেট থাকবে না।

১২. **ওয়ার্কিং ড্রেস ঃ**

কামিজ ঃ অ্যাশ (ছাই) রং এর কলার যুক্ত ফুল হাতা হাটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা কামিজ।

সালোয়ার ঃ নেভি ব্লু রং এর মোটা কাপড়ের প্যান্ট কাট সাইড পকেটযুক্ত সালোয়ার।

ওড়না ঃ নেভি ব্লু রং এর বড় ওড়না।

জুতা ঃ কালো রঙ এর জুতা।

পরিধানের নিয়ম ঃ তাঁবুবাস, ভ্রমণ, হাইকিং, কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সময় পরিধান করতে পারবেন।

২৪. **নৌ স্কাউট লিডার পোশাক ঃ (পুরুষ) ঃ**

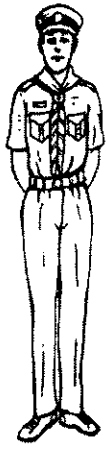

১. টুপি ঃ সাদা রংয়ের পি-ক্যাপ/ডার্ক ক্যাপ, কালো রিবনে সোনালী রংয়ের জরির সুতার নৌ স্কাউট মনোগ্রামসহ ক্যাপ ব্যাজ থাকবে।

২. শার্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের দুই পকেটে ঢাকনাযুক্ত হাফ শার্ট, কাঁধে অ্যাপুলেট ব্যবহারের জন্য পেটি থাকবে।

৩. প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের স্ট্রেটকাট ফুল প্যান্ট, নীচের মহুরী ৪০-৫০ সেঃ মিঃ হবে।

৪. বেল্ট ঃ নৌ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত Buckle ওয়ালা চামড়া / নাইলনের বেল্ট।

৫. জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা।

৬. মোজা ঃ নীল/কালো রংয়ের মোজা।

৭. স্কার্ফ ঃ ইউনিট লিডারগণ দলীয় স্কার্ফ, উডব্যাজারগণ উডব্যাজ স্কার্ফ, জাতীয় স্কার্ফ পরার যোগ্য ব্যক্তিগণ জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

৮. নাম ফলক ঃ গাঢ় বেগুনী রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় হলুদ রংয়ে লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

৯. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপর জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১০. শোল্ডার অ্যাপুলেট ঃ কালো পটভূমিতে সোনালী জরির নৌ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত "ইউনিট লিডার" লেখা অ্যাপুলেট পরতে হবে।

১১. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১২. শীতের পোশাক ঃ নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের জার্সি। জার্সির উপরে অর্জিত ব্যাজ, অ্যাপুলেট, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ, অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ, জাতীয় পতাকা রেপ্লিকা, নাম ফলক পরতে হবে।

২৫. নৌ স্কাউট লিডার আনুষ্ঠানিক পোশাক (পুরুষ) ঃ

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের সিংলেট, শার্ট, প্যান্ট, টুপি, জুতা, মোজা, শীতের পোশাক এবং ২৪ নং ধারার ৪, ৭, ৮ , ৯, ১০ ও ১১ নং উপধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বেল্ট , স্কার্ফ, শোল্ডার অ্যাপুলেট, নাম ফলক, জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ও শীতের পোশাক পরা যাবে।

২৬. নৌ স্কাউট লিডার পোশাক (মহিলা) ঃ

১. টুপিঃ সাদা রংয়ের পি-ক্যাপ/ডাক ক্যাপ,কালো রিবনে নৌ স্কাউট মনোগ্রামসহ সোনালী রংয়ের ক্যাপ ব্যাজ থাকবে।

২. শাড়ী, ব্লাউজ/কামিজ, ওড়নাঃ গাঢ় নীল রংয়ের শাড়ী, দুই কাঁধে পেটিসহ গাঢ় নীল রংয়ের ব্লাউজ অথবা গাঢ় নীল রংয়ের লম্বা কামিজ ও ওড়না।

৩. সালোয়ার/প্যান্টঃ গাঢ় নীল রংয়ের সালোয়ার/স্ট্রেটকাট ফুল প্যান্ট।

৪. বেল্ট ঃ নৌ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত Buckle ওয়ালা নাইলনের বেল্ট

৫. জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা।

৬. নাম ফলক ঃ গাঢ় বেগুনী রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় হলুদ রংয়ে লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান কাঁধ থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নীচে পরতে হবে।

৭. নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

৮. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

৯. শোল্ডার অ্যাপুলেটঃ কালো পটভুমিতে সোনালী জড়িতে নৌ স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত "ইউনিট লিডার" লেখা অ্যাপুলেট পরবে।

১০. শীতের পোশাক ঃ নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের জার্সি। জার্সির উপরে অর্জিত ব্যাজ, অ্যাপুলেট, বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ, জাতীয় পতাকা রেপ্লিকা, নাম ফলক পরতে হবে।

২৭. নৌ স্কাউট লিডার আনুষ্ঠানিক পোশাক (মহিলা) ঃ

নৌ স্কাউসের অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের নীল পাড়ের শাড়ী, সাদা রংয়ের ব্লাউজ, সাদা রংয়ের কামিজ, পায়জামা/প্যান্ট, ওড়না, টুপি, জুতা, মোজা, শীতের পোশাক এবং ২৬ নং ধারার ৪, ৭, ৮ , ৯, ১০ ও ১১ নং উপধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বেল্ট, স্কার্ফ, শোল্ডার অ্যাপুলেট, নাম ফলক, জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ও শীতের পোশাক পরা যাবে।

২৮. এয়ার স্কাউট লিডার পোশাক (পুরুষ) ঃ

১. টুপি ঃ গাঢ় নীল রংয়ের এয়ার স্কাউট পি ক্যাপ এবং সাইড ক্যাপ, বামে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

২. শার্ট ঃ আকাশী রংয়ের (মাঝখানে প্লেটসহ) ঢাকনাযুক্ত দুই পকেটওয়ালা হাফ/ফুল হাতা শার্ট।

৩. প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের ষ্ট্রেটকাট ফুল প্যান্ট নীচের মহুরী ৪০-৪৫ সেন্টিমিটার হবে।

৪. বেল্ট ঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম খচিত Buckle ওয়ালা কালো চামড়া/গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৫. জুতা ঃ ফিতাযুক্ত কালো রংয়ের চামড়ার জুতা।

৬. মোজা ঃ গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

৭. স্কার্ফ ঃ ইউনিট লিডারগণ দলীয় স্কার্ফ, উডব্যাজারগণ উডব্যাজ স্কার্ফ, জাতীয় স্কার্ফ পরার যোগ্য ব্যক্তিগণ জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

৮. নাম ফলক ঃ নীল রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ের লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে পরতে হবে।

৯. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

১০. শোল্ডার অ্যাপুলেট ঃ কাধের পেটিতে এয়ার স্কাউট মনোগ্রামসহ ইউনিট লিডার লেখা অ্যাপুলেট পরবেন।

১১. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ সংশ্লিষ্ট ধারার বর্ণনা অনুযায়ী শার্টের হাতায় পরতে হবে।

১২. এয়ার উইং: এয়ার স্কিল কোর্স সম্পন্ন করার পর এয়ার লিডারগণ এয়ার উইং পরতে পারবেন।

১৩. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে।

২৯. এয়ার স্কাউট লিডার পোশাক (মহিলা) ঃ

১. টুপিঃ গাঢ় নীল রং এর এয়ার স্কাউট টুপি পি ক্যাপ এবং সাইড ক্যাপ, বামে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

২. শাড়ী, ব্লাউজ/ কামিজ, ওড়নাঃ আকাশী রংয়ের শাড়ী, দুইকাধে পেটিসহ গাঢ় নীল রংয়ের ব্লাউজ/আকাশী রংয়ের লম্বা কামিজ ও গাঢ় নীল রংয়ের ওড়না।

৩. সালোয়ার/প্যান্টঃ গাঢ় নীল রংয়ের সালোয়ার/ স্ট্রেটকাট প্যান্ট।

৪. জুতা ও মোজাঃ কালো রংয়ের জুতা ও গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

৫. নাম ফলক ঃ নীল রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ে লেখা (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) কাপড়ের নাম ডান কাঁধ থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নীচে পরতে হবে।

৬. জাতীয় পতাকার রেপ্লিকাঃ নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা (৫৩(গ) ধারা অনুযায়ী) পরতে হবে।

৭. শোল্ডার অ্যাপুলেট : কাঁধের পেটিতে এয়ার স্কাউট মনোগ্রামসহ 'ইউনিট লিডার' লেখা শোল্ডার অ্যাপুলেট পরবেন ।

৮. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ শার্ট এর দুই হাতায় পরতে হবে।

৯. এয়ার উইংঃ এয়ার স্কিল কোর্স সম্পন্ন করার পর এয়ার লিডারগণ এয়ার উইং পরতে পারবেন।

১০. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভী ব্লু রংয়ের ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে।

৩০. কমিশনারদের পোশাক ঃ

১. স্কাউট কমিশনরাগণ দীক্ষা গ্রহণের পর স্কাউট পোশাকের অনুরূপ পোশাক পরবেন।

২. অঞ্চল থেকে উপজেলা পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কমিশনারগণ বেগুনী রংয়ের স্কার্ফ পরবেন।

৩. সদস্য ব্যাজ, বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ এবং অর্জিত উডব্যাজ স্কার্ফ, বীড ও ওয়াগল এবং প্রাপ্ত সম্মানীয় পদক বা অ্যাওয়ার্ড পরতে পারবেন।

৪. সকল পর্যায়ের কমিশনারগণকে নির্ধারিত নেভীব্লু রংয়ের নির্ধারিত টুপি পরতে হবে।

৫. কমিশনারগণ **সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী** স্কাউট পোশাকে নিজ নিজ অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ পরিধান করবেন।

৩১. নৌ স্কাউট কমিশণার পোশাক ঃ

১. নৌ বাহিনীর অফিসার নৌ স্কাউটের কমিশনার হলে নৌ বাহিনীর পদমর্যাদার পোশাকের সাথে বেগুনী রংয়ের স্কার্ফ পরতে পারবেন।

২. ক্ষেত্র বিশেষে নৌ বাহিনীর পোশাক ছাড়াও কমিশনার নৌ স্কাউট লিডারদের জন্য নির্ধারিত পোশাক, বেল্ট, জুতা, মোজা, টুপি, বেগুনী রংয়ের স্কার্ফ ও দীক্ষা গ্রহনের পর সদস্য ব্যাজ এবং বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ পরতে পারবেন।

৩. অর্জিত অ্যাওয়ার্ড বা পদক স্কাউট পোশাকে পরতে পারবেন।

৪. নৌ স্কাউটের কমিশনারগণ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী স্কাউট পোশাকে নিজ অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ পরিধান করবেন।

৩২. এয়ার স্কাউট কমিশনার পোশাক ঃ

১. বিমান বাহিনীর অফিসার কমিশনার হলে বিমান বাহিনীর পদমর্যাদার পোশাকের সাথে বেগুনী রংয়ের স্কার্ফ পরতে পারবেন।

২. ক্ষেত্র বিশেষে কমিশনার স্কাউট লিডারদের জন্য নির্ধারিত পোশাক, বেল্ট, জুতা, মোজা, টুপি, বেগুনী রংয়ের স্কার্ফ ও দীক্ষা গ্রহনের পর সদস্য ব্যাজ এবং বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ পরতে পারবেন।

৩. অর্জিত অ্যাওয়ার্ড বা পদক স্কাউট পোশাকে পরতে পারবেন।

৪. এয়ার স্কাউটের কমিশনারগণ সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী স্কাউট পোশাকে নিজ অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ পরিধান করবেন।

৩৩. সনদবিহীন বা Non Warranted পদের সদস্যদের পোশাক ঃ

১. সনদ বিহীন পদের ব্যক্তিগন দীক্ষা গ্রহনের পর স্কাউট পোশাক পরতে পারবেন। তবে স্কাউটদের জন্য নির্ধারিত সদস্য ব্যাজ এবং বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ ব্যতীত অন্য কোন ব্যাজ পরতে পারবেন না।

২. সাধারণত ঃ সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যগণ এই আওতায় পড়েন। তাদের পোশাক হবে নিম্নরূপ ঃ

ক.(১) স্কাউট পোশাকের জন্য **লিডারের** নির্ধারিত শার্ট, প্যান্ট, বেল্ট, জুতা, মোজা, উপজেলা/ জেলা/অঞ্চল কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ।

(২) মহিলা **লিডারদের** জন্য শাড়ি ব্লাউজ, জুতা, মোজা এবং উপজেলা/ জেলা/অঞ্চল কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ।

খ. সদস্য ব্যাজ এবং বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ

গ. অর্জিত সম্মানীয় অ্যাওয়ার্ড বা পদক।

ঘ. উপজেলা/জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যগণ নেভী ব্লু রংয়ের পিকযুক্ত টুপি পরবেন।

৩. প্রত্যেক সনদবিহীন সদস্য সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী স্কাউট পোশাকের সাথে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ পরিধান করবেন।

৩৪. নৌ ও এয়ার স্কাউটের সনদবিহীন বা Non Warranted পদের সদস্যদের পোশাক ঃ

১. নৌ ও বিমান বহিনীর অফিসারগণ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্য হলে নৌ ও বিমান বাহিনীর পদমর্যাদার পোশাকের সাথে জেলা বা অঞ্চল কৃর্তক অুনমোদিত স্কার্ফ পরতে পারবেন।

২. নৌ ও বিমান বাহিনীর অফিসারগন ক্ষেত্র বিশেষে নৌ ও এয়ার স্কাউট লিডারদের জন্য নির্ধারিত পোশাক, বেল্ট, জুতা, মোজা, টুপি, শাড়ী, ব্লাউজ (মহিলাদের জন্য) স্কার্ফ ও দীক্ষা গ্রহনের পর সদস্য ব্যাজ এবং বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ পরতে পারবেন।

৩. স্কাউট পোশাকে অর্জিত অ্যাওয়ার্ড বা পদক পরতে পারবেন। তবে স্কাউটদের জন্য নির্ধারিত সদস্য ব্যাজ এবং বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ ছাড়া অন্য কোন ব্যাজ বা অ্যাওয়ার্ড পরতে পারবেন না।

৪. সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পরিচিতি ব্যাজ পরিধান করবেন।

৩৫. মাদ্রাসা ছাত্র/ ছাত্রীদের পোশাক ঃ

মাদ্রাসায় গঠিত স্কাউট গ্রুপের ছেলে-মেয়েরা সাধারণ নিয়মে স্কাউট পোশাক পরবে। তবে অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা না হলে বা কোন ধারায় ব্যতিক্রম না থাকলে মাদ্রাসার ছেলেরা অ্যাশ (ছাই) রংয়ের পাঞ্জাবী, নেভী ব্লু রংয়ের পাজামা ও মেয়েরা অ্যাশ রংয়ের সেলোয়ার ও নেভী ব্লু রংয়ের পায়জামা ও নেভীব্লু ওড়না এবং অনুমোদিত ব্যাজ ও স্কার্ফ ব্যবহার করতে পারবে। ইউনিট লিডারদের ক্ষেত্রে ছাই রংয়ের পাঞ্জাবী, নেভীব্লু সেলোয়ার ও গ্রুপ স্কার্ফ পরতে পারবেন।

১. মাথার স্কার্ফ ঃ কোন মহিলা লিডার যদি মাথায় স্কার্ফ পরতে চান; তবে কামিজের রংয়ের কাপড়ের স্কার্ফ পরতে পারবেন।

২. এপ্রোনঃ কোন মহিলা লিডার যদি এপ্রোন পরতে চান; তবে তিনি ছাই (অ্যাশ) রংয়ের অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী এপ্রোন পরতে পারবেন।

৩৬. শীতের পোশাক ঃ শীতকালে স্কাউট পোশাকের সাথে মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের ভি কলারের সোয়েটার পরতে হবে। সোয়েটারের বুকের বাম পার্শ্বে স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত থাকবে; উপরে কোন পকেট থাকবে না।

৩৭. বিশেষ নাম ফলক ঃ (ক) বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণ বিশেষ নাম ফলক পরতে পারবেন। তাঁদের নাম ফলকে পর্যায়ক্রমে দুই লাইনে- নাম, স্কাউট পদ মর্যাদা ও বাংলাদেশ স্কাউটস লেখা থাকবে। যেমন-

আবুল কালাম আজাদ
সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস

তিনি বেগুনী রংয়ের উপর সাদা রংয়ে লেখা নাম ফলক ডান বুক পকেটের ডাকনার লাইনের উপর পরবেন।

খ) যদি কেউ বিশ্ব স্কাউট সংস্থা/এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক স্কাউটস-এর কমিটি ও উপ কমিটির সদস্য হন অথবা কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারনে ঐ পর্যায়ের কোন নাম ফলক পরতে হয়; তবে তিনি ঐ পর্যায়ের নিময় অনুযায়ী স্কাউট পোশাকে তা পরতে পারবেন। একই সাথে যদি কেউ ৩৭ (ক) ও (খ) ধারার অর্ন্তভূক্ত হন, তবে তিনি দুই নাম ফলকই পরতে পারবেন।

৩৮. স্কাউট টুপি ঃ

স্কাউট মনোগ্রামযুক্ত নেভীব্লু রংয়ের পিকযুক্ত বেইস বল (Base Ball) টুপি পরবেন। কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউটার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনকে এ টুপি স্কাউট পোশাকের সাথে পরতে হবে।

৩৯. সাদা কেডস ঃ

কাব স্কাউট, স্কাউট, ও রোভার স্কাউটদের ক্যাম্পুরী/ জাম্বুরী/মুটে এবং মুক্তাঙ্গনের কার্যাবলীতে স্কাউট পোশাকের সাথে কেডস পরতে হবে।

৪০. কালো জুতা ঃ

(১) স্কাউটার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্কাউট পোশাকের সাথে কালো জুতা পরতে হবে।

(২) শুধুমাত্র কাব স্কাউট সাদা অথবা কালো (ইউনিটের সকল সদস্য একই রংয়ের জুতা পরবে) এবং স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা বিশেষ অনুষ্ঠানে বা অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম ও আর্ন্তজাতিক সমাবেশে স্কাউট পোশাকের সাথে কালো জুতা পরবে।

৪১. স্কাউট স্কার্ফ ঃ

(ক) স্কাউট স্কার্ফ স্কাউট পোশাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই স্কার্ফ সমদ্বিবাহু ত্রিকোণাকৃতি কাপড়ের তৈরি। বাহুর মাপ সাধারণত ঃ ৭৫ সেন্টিমিটার। পরিচয় ভেদে স্কার্ফ বিভিন্ন রংয়ের হতে পারে। অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা না হলে বা কোন ধারায় এর ব্যতিক্রম না থাকলে স্কার্ফ কেবলমাত্র স্কাউট পোশাকের সাথেই পরা যাবে। স্কাউট সংগঠন কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ এই সংগঠনের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ পরতে পারবে না।

(খ) গ্রুপ স্কার্ফ ঃ উডব্যাজ ও জাতীয় স্কার্ফ ছাড়া উপজেলা স্কাউটস, মেট্রোপলিটন জেলা/ নৌ, এয়ার, রেলওয়ে ও রোভার জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত যেকোন একই অভিন্ন নমুনার গ্রুপ স্কার্ফ গ্রুপের সকল সদস্য/ সদস্যরা পরবে।

(গ) উডব্যাজ স্কার্ফ ঃ

(১) সবুজ বর্ণের ত্রিকোণাকৃতি কাপড়ের শীর্ষে দুটি বীড ও কাঠের গুড়িতে আবদ্ধ স্কাউট কুঠারের চিহ্ন সম্বলিত স্কার্ফ। কেবলমাত্র উডব্যাজ অর্জনকারী স্কাউটারগণ পরতে পারবেন। তারা গ্রুপ স্কার্ফের পরিবর্তে উডব্যাজ স্কার্ফ, বীড ও ওয়াগল পরতে পারবেন।

(২) **আন্তর্জাতিক/গিলওয়েল উডব্যাজ স্কার্ফ ঃ** গাঢ় পাটল (Pink) বর্ণের ত্রিকোণাকৃতি কাপড়ের শীর্ষে এক টুকরা আয়তক্ষেত্রে আকৃতির কাপড়যুক্ত স্কার্ফ। অর্জনকারী এই স্কার্ফ স্কাউট পোশাকের সাথে পরতে পারবে।

(ঘ) বিশেষ স্কার্ফ ঃ অনুমোদিত বিশেস বিশেষ অনুষ্ঠান, সমাবেশ/ ক্যাম্পুরী/ মুট/ জাম্বুরী/ কনফারেন্স/ ইন্টারন্যাশনাল গেট টুগেদারের জন্য আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষ

প্রয়োজনে স্মারক স্কার্ফ তৈরি ও বিতরণ করতে পারবেন। এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে স্মারক/ বিশেষ স্কার্ফ পরতে পারবেন।

(ঙ) জাতীয় স্কার্ফ ঃ জাতীয় স্কার্ফ গাঢ় সবুজ (Bottle Green) কাপড়ের ০.৬ সেন্টিমিটার লাল বর্ডারযুক্ত ত্রিভূজাকৃতির হবে। ত্রিকোণ শীর্ষে ১.৫ সেঃ মিঃ ব্যাসার্ধের বৃত্তাকারে সাদা কাপড়ের ওপরে ও নীচের অংশে বৃত্তাকারে যথাক্রমে "লাল রংয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস" ও সবুজ রংয়ে "BANGLADESH SCOUTS" লেখা থাকবে এবং মাঝখানে যথাযথ রংয়ে অংকিত বাংলাদেশ স্কাউটস-এর মনোগ্রাম থাকবে। নিম্নবর্ণিত সদস্য বর্ণিত বিধান অনুযায়ী জাতীয় স্কার্ফ পরতে পারবেন।

(১) জাতীয় স্কাউট কাউন্সিলের **সদস্যগণ** কাউন্সিল সদস্য মেয়াদ উত্তীর্ণ পর্যন্ত জাতীয় কাউন্সিল সভায় যোগদান কালে স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

(২) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল **সদস্যগণ** তাদের সদস্যপদের মেয়াদ উত্তীর্ণ পর্যন্ত (মেয়াদকালীন সময়ে) স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরতে পারবেন।

(৩) সকল জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণ স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

(৪) বাংলাদেশ স্কাউটসের (জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক নিযুক্ত) সার্বক্ষণিক কর্মকর্তাগণ স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

(৫) লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনারগণ স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন।

(৬) বাংলাদেশ স্কাউটসের অনুমোদিত প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ বিদেশে স্কাউট অনুষ্ঠানে যোগদানকালে অথবা বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিত্ব করাকালীন স্কাউট পোশাকের সাথে জাতীয় স্কার্ফ পরবেন। দেশে ফেরার পর তারা নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী স্কার্ফ পরবেন।

(৭) বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় স্কার্ফ স্কাউট পোশাক ছাড়া পরা যাবে না।

৪২. বিদেশী স্কাউট অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বাংলাদেশ স্কাউটসের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের স্কাউট পোশাকে ব্যবহৃত ডেকোরেশনসমূহ ঃ

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় স্কার্ফ বিদেশে ভ্রমণকালীন সময়ে পরা যাবে। দেশে ফেরার পর স্ব-স্ব পদমর্যাদার স্কার্ফ পরতে হবে।

(খ) বিদেশে স্কাউট অনুষ্ঠানে যোগদানকালে (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত) কন্টিনজেন্ট ব্যাজ বা অন্য কোন পরিচিতি ব্যাজ স্কাউট পোশাকে ব্যবহার করা যাবে। দেশে ফেরার পর এগুলো পরা যাবে না।

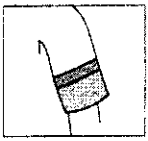

পদমর্যাদার ব্যাজ/ Rank Badge :

স্কাউটের সকল দক্ষতা ও পদমর্যাদার ব্যাজ সাধারণত ঃ পোশাকের বাম অংশে পরা হয়। এ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে ব্যাজ পরতে হবে।

৪৩. কাব শাখা ঃ

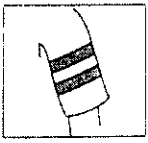

ক. সহকারী ষষ্ঠক নেতা ব্যাজ ঃ সহকারী ষষ্ঠক নেতা তার স্কাউট পোশাকের শার্টের নাম হাতের কনুই এর ৪.০ সেঃ মিঃ ওপরে ১.৫ সেমিঃ মাপের চওড়া ও ১০ সেঃ মিঃ লম্বা হলুদ রংয়ের একটি ফিতা সেলাই করে পরবে।

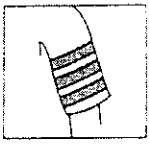

(খ) ষষ্ঠক নেতা ব্যাজ ঃ ষষ্ঠক নেতা তার স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম হাতার কনুইয়ের ৪.০ সেঃ মিঃ ওপরে ১.৫ সেঃ মিঃ মাপের চওড়া ও ১০ সেঃ মিঃ লম্বা হলুদ রংয়ের দুটি ফিতা পরবে। ফিতা দুইটি একটির নীচে অপরটি সমান্তরালভাবে সেলাই করে পরতে হবে।

(গ) সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা ব্যাজ ঃ

সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা তার স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম হাতার কনুইয়ের ৪.০ সেঃ মিঃ ওপরে ১.৫ সেঃ মিঃ মাপের চওড়া ও ১০ সেঃ মিঃ লম্বা হলুদ রংয়ের তিনটি ফিতা পরবে। ফিতা তিনটি ক্রমান্বয়ে সমন্তরালভাবে সেলাই করে পরতে হবে।

৪৪. স্কাউট শাখা ঃ

(ক) সহকারী উপদল নেতা ব্যাজ ঃ

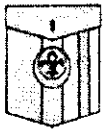

সহকারী উপদল নেতা তার স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজের বাম বুক পকেটের সদস্য ব্যাজের বাম পার্শ্বে এক সেঃ মিঃ মাপের চওড়া সাদা কাপড়ের একটি ফিতা সেলাই করে পরবে : সহকারী উপদল নেতা মেয়ে হলে বাম পার্শ্বে ওড়নায় এই ব্যাজ পরতে হবে।

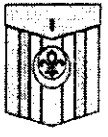

(খ) উপদল নেতা ব্যাজ ঃ উপদল নেতা তার স্কাউট পোশাক শার্ট/কামিজের বুক পকেটের সদস্য ব্যাজের দুই পার্শ্বে এক সেঃ মিঃ মাপের চওড়া সাদা কাপড়ের দুটি ফিতা সেলাই করে পরবে। উপদল নেতা মেয়ে হলে বাম পার্শ্বে ওড়নায় এই ব্যাজ পরতে হবে।

(গ) সিনিয়র উপদল নেতা ব্যাজ ঃ সিনিয়র উপদল নেতা স্কাউট ইউনিটে সর্বোচ্চ পদমর্যদার অধিকারী স্কাউট। তার স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজের বাম বুক পকেটের মাঝখানে প্লেটের ওপরে একটি এবং উভয় পার্শ্বে একটি করে মোট তিনটি ১ সেঃ মিঃ মাপের চওড়া সাদা কাপড়ের ফিতা সেলাই করে পরবে। সিনিয়র উপদল নেতা মেয়ে হলে বাম পার্শ্বে ওড়নায় এই ব্যাজ পরতে হবে।

৪৫. রোভার শাখা ঃ

(ক) সহকারী রোভার মেট ব্যাজ ঃ স্কাউট পোশাকের শার্ট/ কামিজের বাম বুক পকেটে সদস্য ব্যাজের উভয় পার্শ্বে ১.২৫ সেঃমিঃ মাপের চওড়া লাল কাপড়ের একটি ফিতা সেলাই করে পরবে। সহকারী রোভার মেট মেয়ে হলে বাম পার্শ্বে ওড়নায় এই ব্যাজ পরতে হবে।

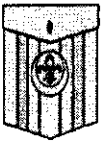

(খ) রোভার মেট ব্যাজ ঃ রোভার মেট তার স্কাউট পোশাকে শার্ট কামিজের বামবুক পকেটের সদস্য ব্যাজের উভয় পার্শ্বে একটি করে মোট দুটি ১.২৫ সেঃ মিঃ মাপের চওড়া লাল কাপড়ের ফিতা সেলাই করে পরবে। রোভার মেট মেয়ে হলে বাম পার্শ্বে ওড়নায় এই ব্যাজ পরতে হবে।

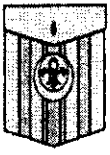

(গ) সিনিয়র রোভার মেট ব্যাজ ঃ সিনিয়র রোভার মেট রোভার ইউনিটে সর্বোচ্চ পদমর্যদার অধিকারী রোভার। তার স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজের বামবুক পকেটের মাঝখানে প্লেটের ওপর একটি এবং উভয় পার্শ্বে একটি করে মোট তিনটি ১.২৫ সেঃ মিঃ মাপের চওড়া লাল কাপড়ের ফিতা সেলাই করে পরবে। সিনিয়র রোভার মেট মেয়ে হলে বাম পার্শ্বে ওড়নায় এই ব্যাজ পরতে হবে।

৪৬. বিভিন্ন পদমর্যাদার ব্যক্তিগণের পরিচিতি ক্যাপ ঃ

(ক) নেভী ব্লু রংয়ের পিকযুক্ত স্কাউট টুপির সামনে মাঝখানে (হলুদ পটভূমিতে সবুজ ত্রি-পত্র ও লাল ক্রিসেন্ট সম্বলিত) মনোগ্রাম থাকবে। বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল সদস্যকে স্কাউট পোশাকের সাথে স্কাউট টুপি পরতে হবে।

(খ) নিম্নবর্ণিত পদমর্যাদার ব্যক্তিগণের স্কাউট টুপিতে রিবন ও ডেকোরেশন হবে নিমরূপ ঃ

১। চীফ স্কাউট ঃ রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউটের স্কাউট টুপির সাইড ব্যাণ্ডে রিবনের রং হবে (ওপর থেকে নীচে) লাল, সবুজ ও হলুদ এবং টুপির পিকের ওপরে সোনালী রংয়ের লীফের মাঝখানে রীফনট থাকবে।

২। সরকার/ রাষ্ট্র প্রধানের স্কাউট টুপির সাইড ব্যান্ডে রিবনের রং হবে (ওপর থেকে নীচে) লাল, সবুজ ও হলুদ এবং টুপির পিকের ওপরে সোনালী রংয়ের লীপের মাঝখানে রীফনট থাকবে।

৩। সভাপতি ঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতির টুপির সাইড ব্যাণ্ডে রিবনের রং হবে (ওপর থেকে নীচে) হলুদ, সবুজ ও লাল এবং টুপির পিকের ওপরে রূপালী রংয়ের লীফ ও মাঝখানে রীফনট থাকবে।

৪। সহ-সভাপতি ঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ-সভাপতির স্কাউট টুপির সাইড ব্যাণ্ডে রিবনের রং হবে হলুদ, সবুজ ও লাল এবং টুপির পিকের ওপরে রূপালী রংয়ের লীফ থাকবে।

৫। কোষাধ্যক্ষ ঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষের টুপির সাইড ব্যাণ্ডে রিবনের রং হবে ব্লু ও Purple বা রক্ত বর্ণের এবং টুপির পিকের ওপরে রূপালী রংয়ের একটি ক্লোভ হীচ নট থাকবে।

৬। প্রধান জাতীয় কমিশনার ঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্কাউট টুপির সাইড ব্যান্ডে রিবণের রং হবে মাঝে লাল এবং উভয় পার্শ্বে সবুজ ও লাল এবং টুপির পিকের ওপরে সোনালী রংয়ের রীফের মাঝে একটি শীটবেণ্ড নট থাকবে।

৭। জাতীয় কমিশনার ঃ বাংলাদশে স্কাউটসের সকল জাতীয় কমিশনারদের স্কাউট টুপির সাইড ব্যাণ্ডে রিবনের রং হবে মাঝখানে হালকা সবুজ ও উভয় পার্শ্বে গাঢ় সবুজ এবং টুপির পিকের ওপর সোনালী রংয়ের লীফ থাকবে।

৮। আঞ্চলিক কমিশনার ঃ সকল আঞ্চলিক কমিশনারের স্কাউট টুপির সাইড ব্যাণ্ডে রিবনের রং হবে মাঝখানে হালকা সবুজ ও উভয় পার্শ্বে গাঢ় সবুজ এবং টুপির পিকের মাঝখানে রূপালী রংয়ের লীফ থাকবে।

৯। জাতীয় উপ কমিশনার ঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল জাতীয় উপ-কমিশনারের স্কাউট টুপির সাইড ব্যান্ডে রিবনের রং হবে মাঝখানে গাঢ় সবুজ ও উভয়পার্শ্বে হালকা সবুজ এবং টুপির পিকের মাঝখানে রূপালী রংয়ের একটি বোলাইন নট থাকবে।

১০। লিডার ট্রেনার ঃ বাংলাদশে স্কাউটসের সকল লিডার ট্রেনারের স্কাউট টুপির সাইড ব্যাণ্ডে রিবনের রং হবে পাশাপাশি হলুদ, সবুজ, হলুদ, লাল ও হলুদ।

(গ) ৪৬)এর খ-এ বর্ণিত পদমর্যাদার ব্যক্তিগণ তাঁদের দায়িত্বের মেয়াদকালীন সময়ে নির্ধারিত রিবনমুক্ত স্কাউট টুপি স্কাউট পোশাকের সাথে পরতে পারবেন।

(ঘ) ৩৬- এর ১-৯ উপধারায় বর্ণিত পদমর্যাদার কোন ব্যক্তি লিডার ট্রেনার হলে তিনি লিডার ট্রেনারদের অথবা নিজ পদমর্যাদার যেকোন একটি নির্ধারিত স্কাউট টুপি পরতে পারবেন।

৪৭. এল,টি ও এ, এল টিদের রেপলিকা ঃ

এল টি ও এ এল টিগণ বিভিন্ন শাখায় উডব্যাজ অর্জন করে থাকেন। তাঁদের শাখাভিত্তিক উডব্যাজ অর্জনের যোগ্যতা চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন রংয়ের কাপড়ের এমব্রয়ডারী/ স্ক্রীন প্রিন্টের রেপ্লিকা পরবেন। রেপ্লিকা স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার ওপরে পরতে হবে।

(ক) কাব স্কাউট শাখার রেপ্লিকা ঃ একজন এল টি ও এ এল টি শুধুমাত্র কাব স্কাউট শাখায় উডব্যাজার হলে তিনি ২×১.৫ সেঃ মিঃ মাপের হলুদ পটভূমিতে দুটি বীড অংকিত রেপ্লিকা পরবেন।

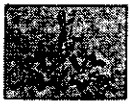

(খ) স্কাউট শাখার রেপ্লিকা ঃ

একজন এল,টি বা এ এল টি শুধুমাত্র স্কাউট শাখায় উডব্যাজার হলে তিনি ২.X১.৫ সেঃ মিঃ মাপের সবুজ পটভূমিতে দুটি বীড অংকিত রেপ্লিকা পরবেন।

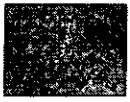

(গ) রোভার স্কাউট শাখার রেপ্লিকা ঃ

একজন এল টি ও এ এল টি শুধুমাত্র রোভার স্কাউট শাখায় উডব্যাজার হলে তিনি ২×১.৫ সেঃ মিঃ মাপের লাল পটভূমিতে দুটি বীড অংকিত রেপ্লিকা পরবেন।

৪৮. একাধিক শাখার রেপ্লিকা ঃ

একজন এল টি বা এল এল টি একাধিক শাখায় উডব্যাজার হলে তিনি একাধিক শাখার রেপ্লিকা পরতে পারবেন যেমন ঃ

১. **কাব স্কাউট** ও স্কাউট শাখার জন্য ২×১.৫ সেঃ মিঃ মাপের সমান অংশে হলুদ ও সবুজ পটভূমিতে দুটি বীড অংকিত রেপ্লিকা পরবেন।

২. স্কাউট ও **রোভার স্কাউট** শাখার জন্য ২×১.৫ সেঃ মিঃ মাপের সমান অংশে সবুজ ও লাল পটভূমিতে দুটি বীড অংকিত রেপ্লিক পরবেন।

৩. কাব স্কাউট ও **রোভার স্কাউট** শাখার জন্য ২×১.৫ সেঃ মিঃ মাপের সমান অংশে হলুদ ও লাল পটভূমিতে দুটি বীড অংকিত রেপ্লিকা পরবেন।

৪. কাব স্কাউট, স্কাউট ও **রোভার স্কাউট** শাখার জন্য অর্থাৎ তিন শাখায় উডব্যাজার এল টি ও এ এল টিগণ ২×১.৫ সেঃ মিঃ মাপের সমান তিন অংশে হলুদ, সবুজ ও লাল পটভূমিতে দুটি বীড অংকিত রেপ্লিকা পরবেন।

৫. **শাপলা, পিএস, পিআর এস রেপ্লিকা ঃ** শাপলা কাব, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীগণ অ্যাডাল্ট লিডার হলে বাম বুক পকেটের উপরে রেপ্লিকা পরতে পারবেন। শাপলা অ্যাওয়ার্ড রেপ্লিকা বর্গাকৃতির শাপলা অ্যাওয়ার্ড মেডেলের রিবনের মাঝে ধাতব কাঠামোতে তৈরি মেডেলের প্রতীক সম্বলিত হবে এবং পিএস পিআর এস অ্যাওয়ার্ড রেপ্লিকা হবে- পিএস,পিআরএস অ্যাওয়ার্ডের অনুরূপ বর্গাকৃতির কাপড়ের এমব্রয়ডারী/ স্ক্রীন পিন্টের। রেপ্লিকা গুলি পৃথক হবে, যা ডান থেকে শাপলা, পিএস পিআর এস এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী পারতে হবে।

৪৯. অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ ঃ

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ তৈরি ও ব্যবহার করা যাবে। এ ব্যাজ জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। স্ব স্ব অঞ্চলের তালিকাভুক্ত কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউটার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম হাতার উপরের অংশে কাঁধের নীচে প্রথমে অর্ধবৃত্তাকারে বাংলাদেশ লেখা ব্যাজ অতঃপর তার নীচে প্রায় অনুরূপ সাইজের অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ সেলাই করে পরতে হবে। মহিলা/মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্লাউজ/কামিজ/জামার বাম হাতার ওপরের অংশে একই নিয়মে পরতে হবে। জাতীয় সদর দফতর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পৃথক পৃথক আঞ্চলিক পরিচিতি ব্যাজের ডিজাইন প্রনয়ন, তৈরি ও সরবরাহ করতে পারবে।

(খ) নিম্নবর্ণিত নকশা/ ডিজাইনে অঞ্চলসমূহের পরিচিতি ব্যাজ থাকবে ঃ

১। ঢাকা অঞ্চল ঃ কালো পটভূমিতে টিয়ে রংয়ের দুটি ছুটন্ত ঘোড়ায় (একটি সাদা রংয়ের) টেনে নেয়া একটি ঘোড়ার গাড়িতে একজন চালক ও দুইজন যাত্রী। গাড়ির ওপরে মাঝখানে স্কাউট মনোগ্রাম তার বামে "ঢাকা অঞ্চল" ডানে BANGLADESH SCOUTS লেখা এবং চতুর্দিকে হলুদ রংয়ের বেষ্টনী থাকবে।

২। রাজশাহী অঞ্চল ঃ খয়েরী পটভূমিতে দুটি গরুতে (একটি কালো অন্যটি কমলা) টেনে নেয়া একটি গরুর গাড়ি। ওপরে বামে "রাজশাহী অঞ্চল" ও ডানে BANGLADESH SCOUTS লেখা, গাড়ির পেছনে স্কাউট মনোগ্রাম এবং কমলা রংয়ের বেষ্টনী থাকবে।

৩। খুলনা অঞ্চল ঃ নীল পটভূমিতে সোনালী রংয়ের চার জন বেয়ারা কর্তৃক নিয়ে যাওয়া একটি পালকি, ওপরে বামে "খুলনা অঞ্চলঃ ডানে BANGLADESH SCOUTS লেখা এবং মাঝখানে স্কাউট মনোগ্রাম ও ছাই রংয়ের বেষ্টনী দেয়া থাকবে।

৪। চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ হালকা ছাই রংয়ের পটভূমিতে কালো রংয়ে একজন চালকসহ একটি সাম্পান, ওপরে স্কাউট মনোগ্রাম বামে "চট্টগ্রাম অঞ্চল" ডানে BANGLADESH SCOUTS এবং সবুজ রংয়ের বেষ্টনী থঅকবে।

৫। কুমিল্লা অঞ্চল ঃ বেগুনী পটভূমিতে কালো রংয়ে চালকসহ একটি রিক্সা-এর পেছনে স্কাউট মনোগ্রাম বামে লাল রংয়ে লেখা "কুমিল্লা অঞ্চল" ডানে BANGLADESH SCOUTS এবং সবুজ রংয়ের বেষ্টনী থাকবে।

৬। সিলেট অঞ্চল ঃ গাঢ় ছাই রংয়ের পটভূমিতে কালো রংয়ের চালকবিহীন একটি ট্যাক্সি, উপরে স্কাউট মনোগ্রাম, বামে লাল রংয়ে লেখা "সিলেট অঞ্চল" ডানে BANGLADESH SCOUTS এবং সাদা রংয়ের বেষ্টনী থাকবে।

৭। বরিশাল অঞ্চল ঃ হালকা আকাশী পটভূমিতে নীল রংয়ের একটি লঞ্চ, সবুজ রংয়ে বামে "বরিশাল অঞ্চল" ডানে BANGLADESH SCOUTS লেখা মাঝে স্কাউট মনোগ্রাম এবং নীল রংয়ের বেষ্টনী থাকবে।

৮। দিনাজপুর অঞ্চল ঃ গাঢ় ছাই রংয়ের পটভূমিতে কালো রংয়ের একটি বাইসাইকেল, উপরে স্কাউট মনোগ্রাম বামে "দিনাজপুর অঞ্চল" ডানে BANGLADESH SCOUTS লেখা এবং ব্লু রংয়ের বেষ্টনী থাকবে।

৯। রোভার অঞ্চল ঃ হালকা লাল পটভূমিতে লাল বেষ্টনীর মাঝে কালো রংয়ে চালকসহ একটি ছুটন্ত ঘোড়া, সামনে স্কাউট মনোগ্রাম সবুজ রংয়ে বামে "রোভার অঞ্চল" ও ডানে BANGLADESH SCOUTS লেখা থাকবে।

১০। রেলওয়ে অঞ্চল ঃ গাঢ় সবুজ পটভূমিতে হলুদ রংয়ে চলন্ত রেলগাড়ির ইঞ্জিন, ওপরে বামে "রেলওয়ে অঞ্চল" ও ডানে BANGLADESH SCOUTS লোখা মাঝে স্কাউট মনোগ্রাম এবং সাদা রংয়ের বেষ্টনী থাকবে।

১১। নৌ অঞ্চল ঃ ছাই রংয়ের পটভূমিতে নেভী ব্লু রংয়ের বেষ্টনীসহ একটি পাল তোলা জাহাজের ওপরে বামে লাল রংয়ের "নৌ অঞ্চল" ও ডানে BANGLADESH SCOUTS লেখা এবং জাহাজের পেছনে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

১২। এয়ার অঞ্চল ঃ ছাই রংয়ের পটভূমিতে কালো রংয়ের একটি উড়োজাহাজ ওপরে বামে "এয়ার অঞ্চল" ডানে BANGLADESH SCOUTS লেখা মাঝে স্কাউট মনোগ্রাম এবং নীল রংয়ের বেষ্টনী দেয়া থাকবে।

৫০. ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টারস পরিচিতি ব্যাজ ঃ

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের সাথে বিভিন্ন কর্মকান্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণ যেমন সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনারগণ এবং কর্মরত সার্বক্ষনিক কর্মকর্তাগণ " ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টারস" পরিচিতি ব্যাজ পরবেন।

(খ) ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টারস ব্যাজ সাদা পটভূমিতে অর্ধ ডিম্বাকৃতির মাঝখানে ওভেন /লেভেল/ এমব্রয়ডারী (বামে নির্দেশিত) অ্যারো/ তীর অংকিত থাকবে। তীরের উপরে স্কাউট মনোগ্রাম এবং ওপরে ও নীচে যথাক্রমে বাংলায় 'জাতীয় সদর দফতর' ও ইংরেজীতে 'NATIONAL HEADQUARTERS' লেখা থাকবে। এ ব্যাজ স্কাউট পোশাকের শার্ট/ব্লাউজ/কামিজের বাম হাতার কাঁধের নীচে "বাংলাদেশ" লেখা ব্যাজের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

(গ) **অ্যাটাস (ATAS) ব্যাজ ঃ** প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট এবং প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট কিংবা স্বাধীনতাপূর্ব সমমানের স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীগণ (Association of Top Achiever Scouts -ATAS) অ্যাটাস-এর সদস্য হলে বাম হাতের কনুই-এর উপরে অ্যাটাস (ATAS) ব্যাজ পরতে পারবেন।

ব্যাজ সম্পর্কীয় নিয়মাবলী

৫১. ব্যাজঃ

১. বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল সদস্য তাঁদের যোগ্যতা, দক্ষতা, পারদর্শিতা, সম্মানসূচক পদক ও পদমর্যাদার প্রতীকস্বরূপ বিভিন্ন স্তরের জন্য নির্ধারিত ব্যাজসমূহ স্কাউট পোশাকের সাথে পরতে পারবে। একজন সদস্য একই বিষয়ের একাধিক ব্যাজ স্কাউট পোশাকে পরতে পারবেনা এবং কোন স্কাউট ব্যাজ হস্তান্তর করতে পারবে না।

২. কোন অবস্থাতেই এক স্তরের ইউনিটের শাখার জন্য নির্ধারিত ব্যাজ অন্য কোন স্তরের ইউনিটের শাখার সদস্যরা পরতে পারবে না।

৩. বাংলাদেশ স্কাউটস কতৃক তৈরিকৃত ব্যাজ, সম্মানসূচক পদক ও পদমর্যাদার প্রতীকসমূহ জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত, নিয়ন্ত্রিত এবং সংরক্ষিত।

৪. জাতীয় সদর দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া কেউ স্কাউট ব্যাজের অনুরূপ কোন ব্যাজ, বই বা অনুরূপ কোন দ্রব্য তৈরি কিংবা ব্যবহার করতে পারবে না।

৫. উপজেলা/ জেলা/ আঞ্চলিক সম্পাদকের সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডারগণ নিজে অথবা তাঁর পাঠানো প্রতিনিধি জাতীয় সদর দফতর বা স্কাউট শপ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কাউট ব্যাজ সংগ্রহ করতে পারবেন।

৬. স্কাউটের যেকোন অনুষ্ঠান/ সমাবেশে ব্যবহারের জন্য স্মারক ব্যাজ, বই বা অনুরূপ কোন দ্রব্য স্কার্ফ, কর্মসূচী (প্রোগ্রাম) ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পূর্বে আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সংশিল্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করাতে হবে।

৫২. বিভিন্ন ব্যাজের মূল্যায়ণ গ্রহণের নিয়মাবলী ঃ

(ক) বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কাব স্কাউট ইউনিট লিডার কাব স্কাউট শাখার সদস্য ও তারা ব্যাজের মূল্যায়ণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(১) বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কাব স্কাউট ইউনিট লিডার কাব স্কাউট শাখার সদস্য ও তারা ব্যাজের মূল্যায়ণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(২) বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্কাউট ইউনিট লিডার স্কাউট শাখার সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজের মূল্যায়ণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(৩) বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার রোভার স্কাউট শাখার রোভার সহচর পর্যায় ও সদস্য স্তরের মূল্যায়ণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) সকল শাখার পরবর্তী উচ্চতর স্তরের দক্ষতা ব্যাজসমূহের মূল্যায়ণ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডারকে অবশ্যই শাখা ভিত্তিক উডব্যাজধারী হতে হবে।

(গ) যে সকল ইউনিট লিডার উডব্যাজধারী নন তারা নিজ শাখার সদস্যদের উচ্চতর ধাপের মূল্যায়ণ গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য নিজ উপজেলা/ জেলা লিডারদের নিকট লিখিত আবেদন করবেন। উপজেলা/ জেলা কাব/ স্কাউট/ রোভার লিডার সংশ্লিষ্ট

শাখার উডব্যাজধারীরা যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা মূল্যায়ণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।

(ঘ) বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের মূল্যায়ণ গ্রহন করতে পারবেন কেবলমাত্র সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ।

(ঙ) প্রতিটি উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের মূল্যায়ণ বা মান যাচাইয়ের জন্য রিভিউ কমিটি থাকবে।

(১) উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে উপজেলা/ জেলা কাব/ স্কাউট/ রোভার লিডারের নেতৃত্বে শাখা ভিত্তিক অভিজ্ঞ উডব্যাজার, সহকারী লিডার ট্রেনার, লিডার ট্রেনার, পরিচালক, উপ পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত রিভিউ কমিটি প্রয়োজনীয় মূল্যায়ণ /মান যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করবেন।

(২) আঞ্চলিক পর্যায়ে আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) এর তত্ত্বাবধানে শাখা ভিত্তিক অভিজ্ঞ উডব্যাজার, এ.এল.টি, এল.টি, বিশেষজ্ঞ, আঞ্চলিক পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত রিভিউ কমিটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মূল্যায়ণ ও মান যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করবেন।

(৩) জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) বা সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিশনারের তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত রিভিউ কমিটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মূল্যায়ণ ও মান যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করবেন।

৫৩. ব্যাজ পরার নিয়মাবলী ঃ

(ক) সদস্য ব্যাজ ও বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ দীক্ষাপ্রাপ্ত কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউটার ও কর্মকর্তাগণ পরতে পারবেন। অন্যান্য দক্ষতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট শাখার কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউটরা অর্জন করে পরতে পারবে।

(খ) সদস্য ব্যাজ অর্জনের পর তা স্কাউট পোশাকের শার্টের বামবুক পকেটের মাঝখানে বা শাড়ী/কামিজ/জামার বাম পার্শ্বে সেলাই করে পরতে হবে। রোভাররা অনুরূপ সদস্য ব্যাজ অর্জনের পর কাধে সদস্য স্তরের শোল্ডার অ্যাপুলেট পরবে। বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ শার্টের ডানবুক পকেটের মাঝখানে বা শাড়ী/কামিজ/জামার ডান পার্শ্বে সেলাই করে পরতে হবে।

(গ) সকল দীক্ষাপ্রাপ্ত কাব, স্কাউট, রোভার, স্কাউটার ও কর্মকর্তাগণ স্কাউট পোশাকের শার্টের ডান পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা পরবে। মেয়ে স্কাউট, রোভার স্কাউট ওড়নার ডান দিকে এবং মহিলা স্কাউটার ও কর্মকর্তাগণ শাড়ী/ওড়নার ডান দিকে নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা পরবেন। রেপ্লিকা পরার সময়ে এর অগ্রভাগ বাম দিকে রেখে পরতে হবে।

(ঘ) বাংলা ও ইংরেজিতে বাংলাদেশ লেখা পরিচিতি ব্যাজ সকল সদস্যকে পরতে হবে। বাংলায় লেখা ব্যাজ বাম হাতের বাহুর ওপরে এবং ইংরেজি লেখা ডান হাতের বাহুর ওপরের অংশে কাঁধের নীচে সেলাই করে পরতে হবে।

(ঙ) অর্জিত তারা/ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম হাতার কনুই ও কাঁধের মাঝখানে পরতে হবে।

(চ) অর্জিত চাঁদ/ প্রোগ্রেস ব্যাজ, পূর্বে অর্জিত তারা/ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাজ সরিয়ে সে স্থানে পরতে হবে।

(ছ) অর্জিত চাঁদ তারা/ সার্ভিস ব্যাজ, পূর্বে অর্জিত চাঁদ/ প্রোগ্রেস ব্যাজ সরিয়ে সে স্থানে পরত হবে।

(জ) রোভারদের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও সেবাস্তরের যোগ্যতা অর্জিত হলে পূর্বে ব্যবহৃত সদস্য স্তরের অ্যাপুলেট সরিয়ে সে স্থানে ক্রমান্বয়ে যথাক্রমে এক লাল ও দুই লাল দাগ চিহ্নিত প্রশিক্ষণ ও সেবাস্তর শোল্ডার অ্যাপুলেট পরতে হবে।

(ঝ) শাখা ভিত্তিক অর্জিত সকল পারদর্শিতা ব্যাজ স্কাউট পোশাকের শার্টের ডান হাতার কনুই ও কাঁধের মাঝখানে পরতে হবে। দশটির অধিক অর্জিত ব্যাজ পরার জন্য SASH ব্যবহার করা যাবে।

৪৫. SASH (স্যাশ) ঃ

SASH (স্যাশ) ঃ এক কাঁধের ওপর ঝোলানো কাপড়ের দীর্ঘ ফালি এর ওপরে অর্জিত পারদর্শিতা ব্যাজ পরা যাবে। SASH স্কাউট পোশাকের শার্টের ওপরে ডান কাধে ঝুলিয়ে দেহের উভয় দিকে ঘুরিয়ে এনে কোমরের বাম পার্শ্বে যুক্ত করে পরতে হবে। SASH ব্যবহারকারীর ডান কাঁধ থেকে সামনে ও পিছনে উভয় দিকে রেখে কোমরের বাম পার্শ্ব পর্যন্ত লম্বা এবং ১২ সেঃমিঃ প্রস্থ সমান ছাই রংয়ের পটভূমিতে তৈরী হবে। প্রস্থের দুই পার্শ্বে নেভী ব্লু রংয়ের কাপড়ের বর্ডার থাকবে, SASH এর সম্মুখ ভাগের ওপর অংশে ডান কাঁধের নীচে ডান বুক পকেটের ঢাকনার ওপরের লাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমান্তরাল প্রথমে নামফলক অতঃপর নীচের দিকে কোমর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অর্জিত পারদর্শিতা ব্যাজসমূহ সেলাই করে পরতে হবে। দশটির অধিক পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনকারী স্কাউট SASH ব্যবহার করবে। SASH ডান কাঁধে আটকানোর জন্য হুক ব্যবহার করা যাবে।

৫৫. র‍্যালী, ক্যাম্পুরী, মুট ও জাম্বুরী ব্যাজ ঃ

(ক) র‍্যালী, ক্যাম্পুরী, মুট ও জাম্বুরী, কনফারেন্স, ইন্টারন্যাশনাল গেটটুগেদার-এর উদ্যোগী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে র‍্যালী, ক্যাম্পুরী, মুট ও জাম্বুরী, কনফারেন্স, গেটটুগেদারের ব্যাজ তৈরি ও অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে বিতরণ করতে পারবেন।

(খ) (১) কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট যথাক্রমে ক্যাম্পুরী, র‍্যালী/ সমাবেশ, জাম্বুরী ও মুট চলাকালে ও পরে অনূর্ধ্ব তিন মাস পর্যন্ত এ সকল ব্যাজ পরতে পারবে।

(২) স্কাউটারগণ অনুষ্ঠানের পরে অনূর্ধ্ব একমাস এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টগণ শুধুমাত্র অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়েই এই সকল ব্যাজ পরতে পারবেন।

(৩) র‍্যালী, ক্যাম্পুরী, মুট, জাম্বুরী ইত্যাদির ব্যাজ স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার ওপরে অর্জিত অন্যান্য ব্যাজ বা অ্যাওয়ার্ডের ওপরে পরতে হবে।

৫৬. স্কাউট মনোগ্রাম ঃ

স্কাউট মনোগ্রাম স্কাউটদের একটি নিজস্ব প্রতীক। এ প্রতীক স্কাউট আন্দোলনের পরিচয় বহন করে। ত্রি-পত্রের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল গোলক এবং চর্তুদিকে লাল ক্রিসেন্টের সমন্বয়ে সবুজ রংয়ের বেষ্টনীতে আবদ্ধ করে স্কাউট মনোগ্রাম তৈরি হবে। মনোগ্রাম সাদা পটভূমির ওপর খচিত, ছাপানো বা সূচী কর্মের বা ধাতব দ্রব্য দ্বারা তৈরি করা থাকবে। লাল ক্রিসেন্টের বাহির ও ভেতরে বৃত্তের পাশাপাশি সবুজ রংয়ের রেখা থাকবে।

৫৭. স্কাউট মনোগ্রামের ব্যাখ্যা ঃ

স্কাউট মনোগ্রামের ব্যাখ্যা ঃ মনোগ্রামের ত্রি-পত্রের রং হবে সবুজ যা প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশের কথা স্মরন করিয়ে দেয়। মাঝখানে লাল গোলক জাতীয় পতাকার প্রতীক, লাল ক্রিসেন্ট সেবার, ত্রি-পত্রের বন্ধন স্কাউট ভ্রাতৃত্বের এবং সাদা পটভুমি শান্তির প্রতীক।

৫৮. নৌ স্কাউট মনোগ্রাম ঃ

কালে পটভূমিতে নোঙ্গরের ওপর ত্রি-পত্র অংকিত স্কাউট মনোগ্রাম।

৫৯. এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম ঃ

উড়ন্ত সোনালী রংয়ের ঈগলের দুই ডানার ওপরে স্কাউট মনোগ্রাম।

৬০. বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ ঃ

(ক) বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ বিশ্ব স্কাউট সংস্থা 'WOSM' কর্তৃক নির্ধারিত মাপের বেগুনী রংয়ের পটভূমিতে সাদা রংয়ের স্কাউট ত্রি-পত্রের প্রতীকের চতুর্দিকে অংকিত সাদা দড়ির গোলাকার বেষ্টনীর শেষে ত্রিপত্রের নীচে একটি ডাক্তারী (Reef Knot) গেরো এবং ত্রিপত্রের দুটি পত্রে তারকা খচিত থাকবে।

(খ) কাপড়ের তৈরী বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, বয়স্ক স্কাউট লিডার ও অন্যান্য পদ মর্যাদার স্কাউট কর্মকর্তাগণকে স্কাউট পোশাকের শার্টের ডান বুক পকেটের মাঝখানে পরতে হবে।

৬১. স্কাউট প্রতীক ঃ

অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা স্কাউটস ইচ্ছা করলে নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী নিজস্ব প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে ঃ

(ক) আঞ্চলিক প্রতীকে অঞ্চলের কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এ প্রতীকে ১.৫ সেঃ মিঃ ব্যাসার্ধের সাদা কাপড়ের **বৃত্তাকারের** ওপরে বাংলাদেশ স্কাউটস ও নীচে অঞ্চলের নাম এর মাঝখানে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে। এ প্রতীক অনুমোদিত স্কার্ফের শীর্ষে ব্যবহার করেতে হবে।

(খ) জেলা স্কাউট প্রতীক জেলা স্কাউট কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত, অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এ প্রতীক অত্র ধারার (ক) এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী তৈরি ও ব্যবহার করতে হবে। তবে অঞ্চলের নামের জায়গায় জেলার নাম লেখা থাকবে।

(গ) উপজেলা স্কাউটস প্রতীক উপজেলা কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত, জেলা ও অঞ্চল কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এ প্রতীক অত্র ধারার (ক) এ বর্নিত নিয়মে তৈরি ও ব্যবহার করতে হবে তবে অঞ্চলের নামের জায়গায় উপজেলার নাম লেখা থাকবে।

(ঘ) এ প্রতীকগুলো শুধুমাত্র স্ব স্ব কাউন্সিল সভায় এবং নিজ এলাকার বাইরে স্কাউট অনুষ্ঠানে পরা যাবে। এ প্রতীক কোন লেটার হেডে/প্যাডে ব্যবহার করা যাবে না।

(ঙ) স্কাউট প্রতীক বাংলাদেশ স্কাউটসের নিজস্ব সম্পত্তি। জাতীয় সদর দফতরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত এ প্রতীক কেউ তৈরি বা যেখানে সেখানে ব্যবহার করতে পারবে না।

❑ কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার রোভারদের অ্যাওয়ার্ড

স্কাউটিংয়ে শাখা ভিত্তিক ক্রমোন্নতিশীল প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছেলে ও মেয়েরা নির্ধারিত দক্ষতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনের পর স্ব স্ব শাখার অ্যাওয়ার্ড অর্জনে সচেষ্ট হবে এবং নিম্নবর্ণিত অ্যাওয়ার্ডসমূহ অর্জন করবে।

৬২. সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটসের স্কাউট ও রোভার শাখার ১২-২৫ বছর বয়সী তরুণ/ তরুণীদের একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় সম্পর্কে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে।

(খ) এ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে হলে একজন স্কাউটকে ন্যূনতম ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাজ অর্জনের পর নির্ধারিত তিনটি শিশুস্বাস্থ্য পারদর্শিতা ব্যাজের সাথে স্কাউট শাখার পারদর্শিতা ব্যাজ গ্রুপ থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক চারটি ব্যাজ অর্জন করতে হবে।

(গ) এ অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য একজন রোভার স্কাউটকে সদস্যস্তরের ব্যাজ অর্জনের পর নির্ধারিত তিনটি শিশু স্বাস্থ্য পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনসহ যেকোন চারটি সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করতে হবে।

(ঘ) জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক সরবরাহকৃত সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ফরমে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ জাতীয় সদর দফতরে পাঠালে জাতীয় সদর দফতর দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন স্কাউট ও রোভারকে অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী স্কাউটকে বাম বাহুর কনুই ও কাঁধের মাঝখানে সার্ভিস ব্যাজের উপরে এবং রোভার স্কাউটকে বাম হাতের কনুই ও কাঁধের মাঝখানে এই অ্যাওয়ার্ডটি পরতে হবে।

(চ) এই অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির **পূর্বে** অর্জন করতে হবে।

(ছ) সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড সনদে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জাতীয় কমিশনার (সঃউঃ) ও প্রধান জাতীয় কমিশনার এর স্বাক্ষর থাকবে।

৬৩. শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড কাবদের ক্রমোন্নতিশীল প্রোগ্রামে পঞ্চম ধাপে দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতিদানের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। এ অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পূর্বে একজন কাব স্কাউটকে সদস্য, তারা, চাঁদ ও চাঁদতারা ব্যাজ পুনঃপাশ করে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডের নির্ধারিত বিষয়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করে কাব স্কাউট লিডার বা মূল্যায়নকারীর আস্থাভাজন হতে হবে। চাঁদ তারা ব্যাজ অর্জনের অন্ততঃ তিন মাস পরে একজন কাব স্কাউটকে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য জাতীয় সদর দফতর থেকে সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড সুপারিশ ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুরের জন্য সুপারিশ করবেন।

(খ) জাতীয় সদর দফতর অ্যাওয়ার্ড ফরমে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কাব স্কাউটকে অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষরে এ অ্যাওয়ার্ডের সনদ প্রদান করা হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(গ) শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী কাব স্কাউট তার স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার সেলাইয়ের উপরে এ অ্যাওয়ার্ড পরবে। পরবর্তীতে স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখায় সক্রিয় সদস্য থাকাকালীন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড স্কাউট পোশাকে (বর্ণিত স্থানে) পরতে পারবে। অ্যাডাল্ট লিডার হিসেবে সক্রিয় ভাবে দায়িত্ব পালনকালীন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড রেপ্লিকা স্কাউট পোশাকে (বর্ণিত স্থানে) পরতে পারবেন।

৬৪. প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) স্কাউটদের ক্রমোন্নতিশীল প্রোগ্রামে পঞ্চম স্তরে দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতিদানের জন্য প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তন করা হয়েছে। এ অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পূর্বে একজন স্কাউটকে সদস্য, স্ট্যান্ডার্ড, প্রোগ্রেস ও সার্ভিস ব্যাজ এর মূল্যায়নে পুনঃপাশ করতে হবে এবং সেই সাথে অ্যাওয়ার্ড অর্জনের বিষয়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করে স্কাউট লিডার বা মূল্যায়নকারীর আস্থাভাজন হতে হবে।

প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার পরে একজন স্কাউটকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত অ্যাওয়ার্ড সুপারিশ ফরম পুরনের মাধ্যমে আবেদন পাঠাতে হবে; এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুরের জন্য সুপারিশ করবেন।

(খ) জাতীয় সদর দফতর, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ফরমে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন স্কাউটকে অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষরে এ অ্যাওয়ার্ড সনদ প্রদান করা হবে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(ঘ) প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী স্কাউট অ্যাওয়ার্ড স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজ এর বাম হাতার কনুই ও কাঁধের মাঝখানে সার্ভিস ব্যাজের ওপরে পরবে।

(ঙ) পরবর্তীতে রোভার স্কাউট শাখায় সক্রিয় সদস্য থাকাকালীন প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড স্কাউট পোশাকে (বর্ণিত স্থানে) পরতে পারবে। অ্যাডাল্ট লিডার হিসেবে সক্রিয় ভাবে দায়িত্ব পালনকালীন পিএস রেপ্লিকা স্কাউট পোশাকে (বর্ণিত স্থানে) পরতে হবে।

৬৫. প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) একজন রোভার স্কাউট সেবাস্তর অতিক্রম করার পর ক্রমোন্নতিশীল প্রোগ্রামের চতুর্থ স্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করলে নিয়মানুযায়ী তাকে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

এ অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পূর্বে একজন রোভার স্কাউটকে অর্জিত দক্ষতা স্তর ও পারদর্শিতা ব্যাজ সমূহের মূল্যায়ণে পুনঃপাশ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে দক্ষতা অর্জনের পর নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় সদর দফতর দক্ষতা ও যোগ্যতা যাচাইপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য একজন রোভার স্কাউটকে জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট অ্যাওয়ার্ড সুপারিশ ফরম সংগ্রহ করে জেলায় নাম নিবন্ধনের জন্য (প্রথম পৃষ্ঠা পূরণ করে) এক কপি জমা দিতে হবে। অতঃপর রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও যোগ্যতা অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ফরমে বর্নিত নিয়মানুযায়ী জাতীয় সদর দফতরে সুপারিশ পাঠাবে। একজন রোভার স্কাউট তাঁর শাখার নির্ধারিত বয়স সীমার মধ্যে এ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে পারবে।

(খ) জাতীয় সদর দফতর অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রোগ্রামে ও অ্যাওয়ার্ড ফরমে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী যাচাইপূর্বক দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন রোভারকে অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড সনদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষর থাকবে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(ঘ) প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী রোভার স্কাউট তার স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজ এর কাঁধে অ্যাওয়ার্ড সম্বলিত শোল্ডার অ্যাপুলেট পরবে।

(ঙ) পরবর্তীতে অ্যাডাল্ট লিডার হিসেবে সক্রিয় ভাবে দায়িত্ব পালনকালীন পিআরএস রেপ্লিকা স্কাউট পোশাকে (বর্ণিত স্থানে) পরতে পারবে।

৬৬. উডব্যাজ ঃ

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটস এর ট্রেনিং স্কীমের পঞ্চম স্তর সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করার পর নির্ধারিত ফরম সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর অনুমোদনক্রমে জাতীয় সদর দফতর থেকে শাখা ভিত্তিক উডব্যাজ (পার্চমেন্ট, স্কার্ফ, বীড) প্রদান করা হবে।

(খ) সকল শাখার উডব্যাজ অর্জনকারীকে জাতীয় সদর দফতরে নির্ধারিত রেজিষ্ট্রেশন ফি জমা দিয়ে নাম রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। উডব্যাজ জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত , নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত।

(গ) স্কাউট পোশাকে কালো সরু চামড়ার ফিতা/ কালো ***সুতার*** রিবনের সাথে উডব্যাজ গলায় পরতে হবে।

(ঘ) দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী লিডার ট্রেনারগণ শাখাভিত্তিক প্রাপ্ত উডব্যাজের সাথে অতিরিক্ত একটি বীড পরবেন এবং লিডার ট্রেনারগণ উডব্যাজের সাথে অতিরিক্ত দুটি বীড পরবেন।

৬৭. তাঁবু বাস ঃ

(ক) কোন কাব স্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট গ্রুপ তাঁবু বাসে যেতে চাইলে উপজেলা/জেলা স্কাউট/জেলা রোভার কমিশনারের লিখিত অনুমোদন নিতে হবে এবং তাঁবু বাসের (উপযোগী দ্রব্যাদিসহ) যোগ্যতা সম্পন্ন কাব স্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাঁবু বাসে অ্যাডাল্ট লিডারকে গ্রুপের সাথে থাকতে হবে।

(খ) পথ চলার নিয়ম, যানবাহনের ভ্রমণ পদ্ধতি এবং সাঁতার জানে না এমন কোন স্কাউটকে তাঁবু বাসের অনুমতি দেয়া যাবে না। তাঁবু বাস এলাকায় ব্যক্তিগতভাবে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বে নিয়োজিত স্কাউটার কোন স্কাউটকে পানিতে নামতে, রাস্তা অতিক্রম করতে বা ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনে ভ্রমণের অনুমতি দিতে পারবেন না।

(গ) কোন রোভার স্কাউট ইউনিট বা রোভার স্কাউট পরিভ্রমণে যেতে চাইলে নিয়মানুযায়ী জেলা রোভার স্কাউট কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং যে স্থানে যাবে সেখানকার কমিশনার বা সংশ্লিষ্টদের পূর্বাহ্নে বিষয়টি অবহিত করতে হবে।

৬৮. বিদেশ ভ্রমণ ঃ

(ক) স্কাউট সংগঠনের কোন ব্যক্তি বা ইউনিট স্কাউট **কার্যপোলক্ষ্যে** বা স্কাউট পরিচয়ে বিদেশ ভ্রমণে যেতে চাইলে জাতীয় সদর দফতরের অনুমতি গ্রহণের জন্য **প্রেরিত আবেদনপত্রটি** সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা, অঞ্চলের স্কাউট কমিশনার কর্তৃক যথাযথভাবে সুপারিশকৃত হতে হবে। কোন দল, ব্যক্তিকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমোদন দেয়া বা বাতিল করার ক্ষমতা শুধুমাত্র জাতীয় সদর দফতর সংরক্ষণ করবে।

(খ) জাতীয় সদর দফতর ছাড়া অন্য কেউ বিদেশী স্কাউট দল/ ব্যক্তিকে বাংলাদেশে পরিদর্শন বা তাঁবু বাসের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে না।

৬৯. গ্রুপ পরিচালনা ঃ

গঠন ও নিয়মের বিধান অনুযায়ী গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন ও **কার্যক্রম** পরিচালিত হবে। শাখাভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত ইউনিট লিডারগণ সহকারী ইউনিট লিডারদের সহায়তায় ইউনিট পরিচালনা করবেন। অন্য কোন ধারায় এর ব্যতিক্রম না থাকলে অন্য কোন ইউনিট লিডার কোন শাখা ইউনিট পরিচালনা বা **রেজিস্ট্রেশনে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে** পারবেন না। তিনি শুধুমাত্র উল্লেখিত শাখা ইউনিট পরিচালনায় সহায়তা করতে পারবেন।

৭০. দীক্ষাদান ঃ

(ক) শাখাভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশে অঞ্চল কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত ইউনিট লিডার ইউনিটের সদস্যদের ক্রমোন্নতিশীল প্রোগ্রাম পরিচালনা করবেন এবং নিজে সহকারী ইউনিট লিডারদের সহায়তায় প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ দেবেন। ইউনিট লিডার ইউনিটে নবাগত সদস্যদের নির্ধারিত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের পর তাদেরকে দীক্ষাদান করাবেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

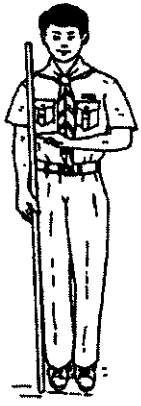

(খ) কাব ইউনিটের কাব স্কাউট দীক্ষা প্রার্থীরা প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় স্কাউট সালাম প্রদর্শন করে দীক্ষা গ্রহণ করবে। কাব স্কাউট লিডার স্কাউট চিহ্ন দেখিয়ে প্রতিজ্ঞা পাঠ করাবেন। স্কাউট, রোভার স্কাউট ও সকল এডাল্ট লিডারের ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় দীক্ষাদানকারীর সাথে বাম হাত দিয়ে দীক্ষাগ্রহণকারীগণ স্কাউট পতাকা স্পর্শ করে ডান হাতে স্কাউট চিহ্ন প্রদর্শন করে দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করবে। দীক্ষা গ্রহণ সময়ে পূর্বে দীক্ষাগ্রহণকারীগণ সকলকে দাঁড়িয়ে স্কাউট চিহ্ন প্রদর্শণ করতে হবে।

৬৫. স্কাউট স্টাফ/ লাঠি বহনকালে স্কাউটরা (চিত্র অনুযায়ী) ডানহাতে লাঠি নিয়ে শরীরের সাথে সোজা করে ধরে দাঁড়াবে এবং বাম হাতে স্কাউট সালাম দেখিয়ে কোমর বরাবর লাঠিতে বাম হাত স্পর্শ অবস্থায় থাকবে। এ পদ্ধতিতে হাতে লাঠি নিয়ে চলার সময়ে স্কাউট সালাম দেয়া যাবে।

দ্বিতীয় অংশ [খ]

পতাকা

❑ পতাকার ইতিবৃত্তঃ

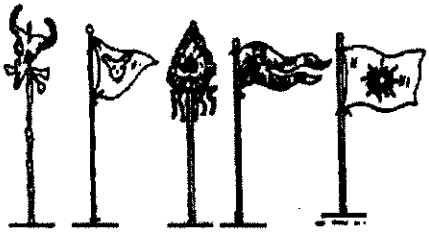

পতাকা একটি জাতির প্রতীক ও গর্ব। যখন কোন জাতীয় পতাকা বাতাসে উড়তে থাকে তখন তার আন্দোলিত প্রকৃতি, তার উজ্জ্বলতা এবং মনোরম রংয়ে আকর্ষণীয় নকশা সেই দেশের ভূমি, মানুষ, সরকার ও আদর্শের প্রতীক বহন করে।

কবে কোন তারিখে সর্বপ্রথম পতাকার প্রচলন হয়েছিল তার সঠিক তথ্য না জানলেও একথা সত্য যে, যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধারা নিজেদের প্রয়োজনে সর্বপ্রথম পতাকা ব্যবহার করেছিল। যোদ্ধাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একত্রিত করার জন্য একটি লাঠির মাথায় এক টুকরো রঙ্গীন কাপড় বেঁধে লাঠিটি পুতে দেয়া হত। ঐ কাপড় দেখেই দলের সব যোদ্ধারা একত্রিত হত। সেকালের অ্যাসীরীয় আর পারসিকদের মধ্যে এরকম পতাকা ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। কাপড় দিয়ে তৈরি পতাকা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় রোম সাম্রাজ্যে। রোমানরা বর্শার ডগায় আয়তাকার বস্ত্র খণ্ড বেঁধে পতাকা হিসেবে ব্যবহার করতে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে, গোত্রে ও জাতিতে নিজস্ব পরিচিতি বহনের বাহক হিসেবে এবং পরবর্তীতে একটি দেশের প্রতীক স্বরূপ জাতীয় পতাকার প্রচলন ঘটে। জাতীয় পতাকা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পতাকার প্রচলন আছে। কোন কোন দেশ তাদের দূতাবাসে এবং সরকারি ভবনে বিশেষ ধরনের পতাকা উড়ায়। রাষ্ট্রপতি, রাজা, রাণী অথবা অন্য সরকারি নেতাগণের নিজস্ব পতাকা থাকে। কোন কোন পতাকা আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতীকরুপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ইত্যাদি। আবার কোন কোন আঞ্চলিক জোটের নিজস্ব পতাকা আছে, যেমন আফ্রিকান ইউনিট, আরব লীগ ইত্যাদি। এমনকি কোন কোন প্রদেশ এবং শহরেরও নিজস্ব পতাকা আছে। যুব গোষ্ঠির পরিচিতির জন্যও পতাকা আছে যেমন বিশ্ব স্কাউট সংস্থার পতাকা। কোন কোন পতাকা শান্তি ও খেলাধুলায় ব্যবহার হয় যেমন অলিম্পিক পতাকা। বিশেষ উদ্দেশ্য বা সংকেত প্রয়োগেও পতাকা ব্যবহৃত হয় যেমন আবহাওয়া নির্দেশক ও বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত পতাকা। অবস্থান ভেদে পতাকার গুরুত্ব নির্ধারিত হয়, তবে জাতীয় পতাকার গুরুত্ব সর্বাধিক।

একটি দেশের পতাকা সেই দেশের মানুষের মনকে আনন্দিত, সাহস এবং ত্যাগের মহিমায় উদ্বেলিত করে। জাতীয় পতাকার সম্মান এবং এর ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য বহু দেশের বহু মানুষের জীবন উৎসর্গের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এজন্য নিজ ও অন্যদেশের জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম কানুন জানা প্রয়োজন।

৭১ (ক) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ইতিহাস ঃ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দেশ ও জাতির প্রতীক। একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ

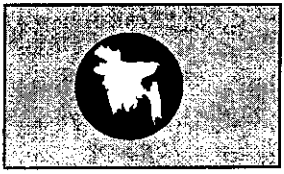

স্বাধীনতা লাভ করেছে। লেখ্য প্রমাণ অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা লগ্নে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ঐতিহাসিক ভাষণের সময় প্রথম বাংলাদেশের পতাকা প্রদর্শন করা হয়। এর আগে ২ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন চত্তরে ছাত্র-জনতার বিশাল সমাবেশে স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন ডাকসুর তৎকালীন ভিপি জনাব আ. স. ম. আবদুর রব। এই পতাকার ডিজাইনার জনাব কামরুল হাসান।

বর্তমানে আমরা যে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করি তার থেকে প্রথম তৈরীকৃত পতাকার নকশা ছিল ভিন্ন। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রবাসী সরকার ও যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনী এ পতাকা দেশের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছে। পতাকার নকশা ছিল সবুজ পটভূমিতে লাল ভরাট বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশের হলুদ রংয়ের মানচিত্র। লাল ভরাট বৃত্ত উদীয়মান সূর্য এবং হলুদ মানচিত্র সোনালী আশের প্রতীক স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর প্রথম জাতীয় সংসদে গণপ্রজাতন্ত্রী **বাংলাদেশের** পতাকা অনুমোদন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি সকাল ১১-৩০ মিনিটে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের সভায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ব্যবহৃত জাতীয় পতাকার মাঝে হলুদ রংয়ে অংকিত মানচিত্র **পরিহার** করে লাল বৃত্তের পতাকা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সবুজ পটভূমিতে উদীয়মান লাল সূর্যের প্রতীক সম্বলিত **বর্তমান পতাকাই** আমাদের জাতীয় পতাকা।

(খ) জাতীয় পতাকা ঃ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হবে আয়তাকার। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হবে ১০ ঃ ৬। পতাকার মাঝের লালবৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে পতাকার

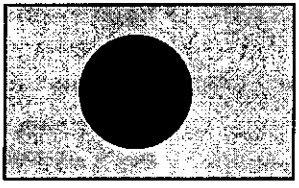

দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সমান। পতাকার দৈর্ঘ্যকে সমান দশ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগকে একটি ইউনিট ধরতে হবে। পতাকার প্রস্থকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে একটি রেখা টানতে হবে। পতাকার উত্তোলন প্রান্তের (যে প্রান্তদন্ডের সাথে থাকবে) দিকে সাড়ে চার ইউনিট এবং উড়ন্ত প্রান্তের দিকে সাড়ে পাঁচ ইউনিট রেখে একটি লম্বা রেখা টানতে হবে। এ দুটি রেখা যেখানে মিলিত হবে সেটাই হবে লাল বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু। এখন এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। এই বৃত্তটি হবে লাল রংয়ের। পতাকার বাকী অংশ হবে গাঢ় সবুজ (Bottle Green) রংয়ের।

(গ) **পতাকার রং এবং তাৎপর্য ঃ**

(১) **সবুজ অংশ ঃ** তারুণ্যের উদ্দীপনা এবং গ্রামবাংলার সবুজ পরিবেশের প্রতীক।

(২) লালবৃত্ত ঃ উদীয়মান সূর্য এবং রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক।

(ঘ) জাতীয় পতাকার রেপ্লিকা ঃ জাতীয় পতাকার **রংয়ের অনুরূপ** ৫ সেঃ মিঃ × ৩ সেঃ মিঃ মাপের স্কাউট পোশাকের শার্টের ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরাংশে নাম ফলকের ওপরে এর অগ্রভাগ **বুকের** বাম দিকে রেখে সেলাই করে পরতে হবে।

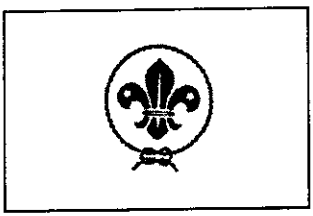

৭২. বিশ্ব স্কাউট পতাকা ঃ বিশ্ব স্কাউট পতাকা বেগুনী রংয়ের জমিনে আয়তাকার হবে। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হবে ৩ ঃ ২। পতাকার মাঝখানে সাদা রংয়ের ত্রি-পত্র স্কাউট ব্যাজের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে সাদা রংয়ের দড়ি দিয়ে ঘেরা এবং দড়ির প্রান্তে ত্রিপত্রের নীচে একটি ডাক্তারী (Reef Knot) গেরো এবং ত্রি-পত্রের দু'টি পত্রের তারকা খচিত থাকবে।

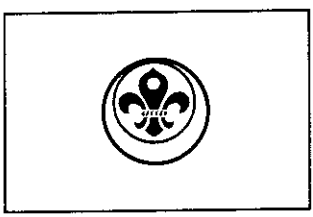

৭৩. জাতীয় স্কাউট পতাকা ঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের পতাকা গাঢ় সবুজ জমিনে আয়তাকার হবে। পতাকার আকার হবে দৈর্ঘ্য ১ মিটার ৩৬ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ হবে ৯০ সেন্টিমিটার। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাঝখানে বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম খচিত থাকবে। মনোগ্রামের বাইরের বৃত্তের ব্যাস হবে ৪৫.৫ সেঃ মিঃ এবং ভেতরের ব্যাস হবে ৫০.৫ সেঃ মিঃ। মনোগ্রামের সবুজ ত্রি-পত্র লাল ক্রিসেন্টের ভেতরের অংশ সাদা রংয়ের হবে। লাল ক্রিসেন্টের উভয় পার্শ্বের বৃত্তাকারে সবুজ রংয়ে ০.২ সেঃ মিঃ মাপের চওড়া রেখা থাকবে।

৭৪. অঞ্চলের পতাকা ঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের তালিকাভুক্ত সকল অঞ্চলের পতাকার মাপ জাতীয় স্কাউট পতাকার অনরূপ হবে। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাঝখানে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে এবং তার নীচে সোজা লাইনে ৭.৫ সেঃ মিঃ মাপে অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে।

ক. রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার এই বিশেষ অঞ্চলসমূহের পতাকার ও লেখার রং হবে নিম্নরূপ ঃ

(১) রোভার অঞ্চলের পতাকার কাপড় হবে লাল রংয়ের এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রংয়ে "রোভার অঞ্চল" লেখা থাকবে। পতাকার মাঝে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

(২) রেলওয়ে অঞ্চলের পতাকার কাপড়ের রং হবে রেল ব্লু এবং অঞ্চলের নাম "রেলওয়ে অঞ্চল" সোনালী রংয়ে লেখা থাকবে। পতাকার মাঝে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

(৩) নৌ অঞ্চলের পতাকার কাপড়ের রং হবে, নেভী ব্লু। সোনালী রংয়ে অঞ্চলের নাম "নৌ অঞ্চল" লেখা থাকবে। পতাকার মাঝখানে নৌ স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

(৪) এয়ার অঞ্চলের পতাকার কাপড়ের রং হবে আকাশী নীল। সোনালী রংয়ে অঞ্চলের নাম "এয়ার অঞ্চল" লেখা থাকবে। পতাকার মাঝখানে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

(খ) রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার এই বিশেষ অঞ্চল ব্যতীত প্রশাসনিক বিভাগ ও শিক্ষা বোর্ড নিয়ে গঠিত অঞ্চলসমূহের পতাকার কাপড়ের রং হবে গাঢ় সবুজ (Bottle Green) এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রংয়ে লেখা থাকবে। যেমন-ঢাকা অঞ্চল, চট্টগ্রাম অঞ্চল, রাজশাহী অঞ্চল, খুলনা অঞ্চল, বরিশাল অঞ্চল, সিলেট অঞ্চল, কুমিল্লা অঞ্চল ও দিনাজপুর অঞ্চল।

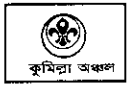

৭৫. (ক) জেলা/উপজেলা ও মেট্রোপলিটন স্কাউটস পতাকা ঃ অঞ্চলের পতাকার অনুরূপ হবে। অঞ্চলের নামের স্থানে সোনালী রংয়ে উপজেলা/জেলার নাম লেখা থাকবে। যেমনঃ "গাজীপুর জেলা"/"কালিয়াকৈর উপজেলা" বা ঢাকা মেট্রোপলিটন।

(খ) রোভার রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার জেলাসমূহের পতাকার কাপড়ের রং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পতাকার রংয়ের অনুরূপ হবে। সোনালী রংয়ে জেলার নাম লেখা থাকবে। যেমন- "মাদারীপুর জেলা"

৭৬. **ইউনিট/গ্রুপ পতাকা ঃ** অঞ্চলের পতাকার অনুরূপ হবে। স্কাউট মনোগ্রামের নীচে সোজা লাইনে ৭.৫ সেঃ মিঃ মাপে গ্রুপের নম্বরসহ সংক্ষিপ্ত নাম ও উপজেলার নাম লেখা থাকবে। যেমনঃ ১২নং বন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব স্কাউট গ্রুপ, নারায়ণগঞ্জ বা ১০৪ নং হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, কিশোরগঞ্জ বা ১০নং সরকারী বাঙলা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।

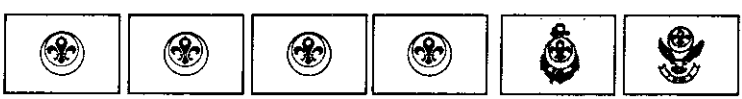

(ক) কাব ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হলুদ ও সবুজ রংয়ের লেখা।
(খ) স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং গাঢ় সবুজ (Bottle Green) ও রংয়ে লেখা।
(গ) রোভার ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং গাঢ় লাল ও লেখা সোনালী রংয়ের।
(ঘ) রেলওয়ে স্কাউট ইউনিটের পতাকার রং রেলব্লু ওলেখার রং সোনালী।
(ঙ) নৌ স্কাউট ইউনিটের পতাকার রং হবে নেভী ব্লু ও লেখার রং সোনালী।
(চ) এয়ার স্কাউট ইউনিটের পতাকার রং আকাশী নীল ও লেখার রং হবে সোনালী।

৭৭। **উপদল পতাকা ঃ** উপদল পতাকা উপদলের পরিচয় বহন করে। এ পতাকা ত্রিকোণাকৃতি সাদা পটভূমিতে তৈরি হবে। পতাকার মাঝখানে উপদলের নামের প্রাণী/পাখীর মুখমন্ডল বা প্রতীক আঁকা থাকবে। উপদল পতাকার পরিমাপ ৩০ সেন্টিমিটার x ২০ সেন্টিমিটার হবে। উপদল পতাকার দন্ডের মাপ স্কাউট লাঠির সমান হবে।

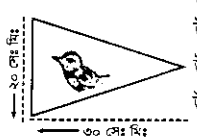

৭৮. **(ক) জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান ঃ** প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব তাঁর নিজ দেশের জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং কিভাবে পতাকা উড়ানো ও সম্মান প্রদর্শন করতে হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। যথাযথভাবে পতাকা উড়ানো, প্রদর্শন ও এর প্রতি সম্মান দেখালে দেশের প্রতি একজন দেশপ্রেমিকের অনুভূতির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

অধিকাংশ দেশ একমত পোষণ করে যে, পাশাপাশি অবস্থানে একদেশের জাতীয় পতাকা অন্য দেশের পতাকার উপরে উড়ানো ঠিক নয়। বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ বিষয় সমঝোতার ভিত্তিতে কার্যকর করা হচ্ছে। ব্যতিক্রমধর্মী নীতিও লক্ষ্যণীয়। নিউইয়র্ক সিটিতে জাতিসংঘ অফিসে সকল দেশের পতাকার উপরে জাতিসংঘের পতাকা উড়ানো হয়। জাতিসংঘের পতাকা ব্যবহারের নীতিমালা রয়েছে। অনেক দেশে পতাকার নীতিমালা রয়েছে বা জাতীয় পতাকার প্রতি **সম্মান প্রদর্শনে** নিয়ম মেনে চলে। কোন কোন দেশে জাতীয় পতাকা ব্যবহারের কোন নীতিমালা নেই। সাধারণত তারা ঐ দেশের নাগরিক হিসেবে জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করে।

(খ) জাতীয় পতাকা প্রদর্শন পদ্ধতি ঃ জাতীয় পতাকা সাধারনত বাইরে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রদর্শন করা হয়। কিছু দেশে বিশেষ প্রয়োজনে যেমন কুচকাওয়াজ এবং বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানকে অভ্যর্থনা জানাতে রাতে পতাকা উড়ানো হয়ে থাকে। এক দেশ থেকে অন্য দেশের পতাকা প্রথা অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে। তথাপি প্রাথমিকভাবে উড়ানো/প্রদর্শনের **পদ্ধতির ক্ষেত্রে** বিশ্বের সর্বত্র একই ধরনের নিয়ম মেনে চলা হয়।

৭৯. **বাহিরে জাতীয় পতাকা উড়ানো পদ্ধতিঃ** পতাকা উড়ানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ একই মাপ ও উচ্চতার **দন্ড ব্যবহার করে**। পতাকার মাপও প্রায় একই ধরনের। অধিকাংশ দেশ মনে করে যে, জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য এর অবস্থান অন্যান্য পতাকার মাঝখানে থাকবে। সাধারনত এর অবস্থান কোন ভবনের প্রধান প্রবেশ পথে প্রবেশকারী পর্যবেক্ষণকারীর বাম দিকে অন্য পতাকার ডান দিকে থাকে এবং একই সারিতে অনেকগুলো পতাকার মাঝখানে জাতীয় পতাকা উড়ানো হয় বা সারিতে যে কোন এক প্রান্তে অন্যান্য পতাকার উপরে থাকে।

(ক) ভবনে ঃ লম্বা পতাকা দন্ড বা দড়ির শীর্ষে জাতীয় পতাকা উড়াতে হবে যাতে পতাকার অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ না করে। পাশাপাশি দুটি পতাকা উড়াতে হলে জাতীয় পতাকা ডান পার্শ্বে থাকবে।

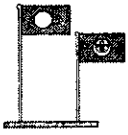

(খ) **সড়কে ঃ** জাতীয় পতাকা লম্বা দন্ডে বা উচ্চ লাইট **পোস্টের** উপরে সোজা অবস্থায় ঝোলানো থাকবে যাতে চলমান যানবাহনের ওপরে থাকে। একই পোস্টে আড়াআড়িভাবে স্থাপতি দন্ডে পতাকা উড়ানোর সময় জাতীয় পতাকা ডান পার্শ্বে থাকবে এবং জাতীয় পতাকা দন্ড অন্য পতাকার সমূহের দন্ডের উপরে থাকবে।

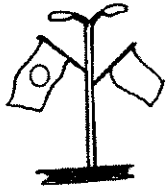

(গ) **ভূমিতে ঃ** জাতীয় পতাকা আগে উত্তোলন করতে হবে এবং অন্যান্য পতাকার উপরে থাকবে।

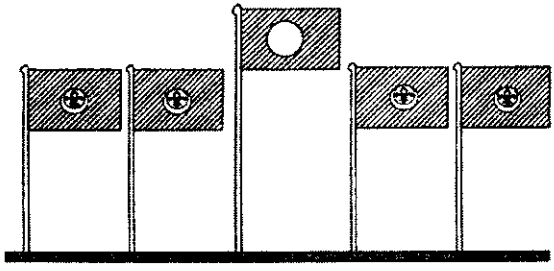

৮০. ভবনে ব্যবহৃত পতাকার মাপ ঃ

(ক) ভবনের সাইজ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত মাপের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

(১) ৩ মিটার x ১.৮০ মিটার বা ১০ x ৬

(২) ১.৫ মিটার x ৯০ মিটার বা ৫ x ৩

(৩) ১.২৫ মিটার x ৪৫ সেঃ মিঃ বা ২.৫ x ১.৫

(খ) মোটর গাড়িতে ব্যবহৃত পতাকার মাপ ঃ

(১) বড় ধরনের গাড়িতে ৩৭.৫ সেঃ মিঃ x ২২.৫ সেঃ মিঃ বা ১৫ x ৯

(২) মাঝারী বা ছোট গাড়িতে ২৫.৩ সেঃ মিঃ x ১৫ সেঃ মিঃ বা ১০ x ৬

(গ) আন্তর্জাতিক বা দ্বিপাক্ষিক সম্মেলন টেবিলে ব্যবহৃত পতাকার মাপ ঃ
২৫.৩ সেঃ মিঃ x ১৫ সেঃ মিঃ বা ১০ x ৬

৮১. যে সকল দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে ঃ

(ক) ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী দিবেস

(খ) ২৬ শে মার্চ, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

(গ) ১৬ই ডিসেম্বর, বিজয় দিবস

(ঘ) এছাড়া সরকারি প্রজ্ঞাপনে নির্দেশিত দিবসমূহে জাতীয় পতাকা উড়ানো যাবে।

৮২. যে সকল দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত (half-mast) হবে ঃ

(ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

(খ) সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী অন্যান্য দিবসমূহে।

৮৩. সরকারি ভবন, বাসভবন, গাড়ি ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা ব্যবহারের নিয়মাবলী ঃ

(ক) জাতীয় পতাকা সকল কর্মদিবসে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন ও অফিসসমূহে উত্তোলন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ভবন, জাতীয় সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাসভবন, বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রীগণের বাসভবনসমূহে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয়, উচ্চ আদালত ভবন, জেলা ও দায়রা জজের আদালতসমূহ, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনাবৃন্দের অফিসসমূহ, কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারসমূহ, পুলিশ ষ্টেশনসমূহ, কাষ্টমস অফিস এবং অন্যান্য ভবনসমূহ যাহা সময় সময় সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে অবহিত করা হবে এসব স্থান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) নিম্নবর্ণিত পদমর্যাদার ব্যক্তিগণের সরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ঃ

(১) মহামান্য রাষ্ট্রপতি (২) জাতীয় সংসদের স্পীকার (৩) প্রধানমন্ত্রী (৪) সকল মন্ত্রী পরিষদ সদস্য (৫) মন্ত্রী পরিষদ সদস্য পদমর্যাদার ব্যক্তিগণ (৬) জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার (৭) চীফ হুইপ (৮) জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা (৯) বিদেশে বাংলাদেশের প্রধান কূটনীতিক/ রাষ্ট্রদূত (১০) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি।

(গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোটর গাড়ি, জাহাজ ও উড়োজাহাজে জাতীয় পতাকা ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর মোটরগাড়ি, জাহাজ ও বিমানে জাতীয় পতাকা ব্যবহৃত হয়।

৮৪. পতাকার প্রতি সম্মান ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ

(১) সর্বদা জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে।

(২) একই লাইনে অন্যান্য পতাকার সাথে জাতীয় পতাকা দণ্ড অন্যান্য পতাকা দণ্ড থেকে অন্ততঃপক্ষে জাতীয় পতাকার প্রস্থের সমান উঁচু হবে।

(৩) কোন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা উড়াতে হলে সকল পতাকা দণ্ড একই মাপের এবং একই লাইনে উড়াতে হবে এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সবার আগে উঠবে এবং নামানোর সময় শেষে নামবে।

(৪) সোজা অবস্থায় একই পতাকা দন্ডে জাতীয় পতাকার সাথে অন্য কোন পতাকা উড়ানো যাবে না।

(৫) অন্য কোন পতাকার সাথে জাতীয় পতাকা আড়াআড়িভাবে উড়াতে হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকারীর ডানে এবং সামনে থেকে পর্যবেক্ষণকারীর বামে থাকবে এবং জাতীয় পতাকা অন্য পতাকাসমূহের দন্ডের ওপরে থাকবে।

(৬) যদি কখনো কোথাও দুটি পতাকা উড়ানো হয় সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ডান দিকে থাকবে। দুইয়ের বেশি বেজোড় সংখ্যক পতাকা উত্তোলিত হলে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ঠিক মাঝখানে থাকবে আর পতাকার সংখ্যা যদি জোড় হয় তাহলে মাঝখানের ডান দিকে রেখে প্রথমেই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়াতে হবে।

(৭) অন্যান্য পতাকার সাথে উত্তোলনকালে জাতীয় পতাকার স্বকীয় মর্যাদা বজায় রেখে সবার আগে উঠবে এবং নামানোর সময় অন্য পতাকার পরে নামবে।

(৮) শোক প্রকাশে পতাকা অর্ধনমিত করতে হলে পতাকা প্রথমে দন্ডের শীর্ষে তুলে পরে পতাকা ধীরে ধীরে দন্ডের শীর্ষ থেকে পতাকার প্রস্থ সমান নীচে এনে রাখতে হবে। নামানোর সময় পতাকা, দন্ডের শীর্ষে তুলে অতঃপর নামাতে হবে।

(৯) কোন অনুষ্ঠানে সারিবদ্ধ মার্চপাস্ট করার সময়ে অন্যান্য পতাকার সাথে জাতীয় পতাকা বহন করতে হলে জাতীয় পতাকা বহনকারী লাইনের মাঝখানে অথবা ডানপার্শ্বে থাকবে।

(১০) জাতীয় পতাকা ও বাংলাদেশ স্কাউটস পতাকা পাশাপাশি উড়াতে হলে স্কাউটস পতাকা জাতীয় পতাকার প্রস্থ সমান নীচে বাম পাশে উড়াতে হবে।

(১১) একই সারিতে পাশাপাশি জাতীয় পতাকার সাথে বিশ্ব স্কাউট পতাকা ও বাংলাদেশ স্কাউটস পতাকা উড়াতে হলে জাতীয় পতাকার বামে প্রস্থ সমান নীচে বিশ্ব স্কাউট পতাকা এবং জাতীয় পতাকার ডান পার্শ্বে প্রস্থ সমান নীচে বাংলাদেশ স্কাউটসের পতাকা উড়াতে হবে।

(১২) সাধারণভাবে পতাকা দণ্ডসহ পতাকা বহনকালীন সময়ে দন্ডের সাথে পতাকা গুটিয়ে নিয়ে ডান কাঁধে বহন করতে হবে। মার্চপাষ্টের সময় পতাকা দণ্ড এমনভাবে ধরতে হবে যেন পতাকা মুক্তভাবে উড়তে পারে এবং ভূমি স্পর্শ করতে না পারে।

(১৩) জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে জাতীয় সংগীত বাজবে এবং পতাকা দ্রুত সমানতালে দন্ডের শীর্ষে উঠাতে হবে। সংগীত ও পতাকা উত্তোলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত সকলকে পতাকার দিকে মুখ করে মনোযোগ সহকারে দাঁড়িয়ে পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

(১৪) কোন যানবাহন, রেলগাড়ি বা নৌকার আচ্ছাদনের উপরিভাগ কিংবা পিছনের দিক জাতীয় পতাকা দিয়ে আবৃত করা বা ঢেকে রাখা যাবে না।

(১৫) দণ্ডবিহীন অন্য কোন উপায়ে দেয়ালে জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হলে সমতলভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

(১৬) জাতীয় পতাকা কোন কবরে নামানো বা ভূমি স্পর্শ করানো যাবে না।

(১৭) জাতীয় পতাকা স্পর্শ, বহন, উত্তোলন বা রক্ষণাবেক্ষণের সর্বক্ষেত্রে সম্মান দেখাতে হবে।

(১৮) মিলনায়তন বা সভায় জাতীয় পতাকা ব্যবহৃত হলে তা বক্তার পেছনে উচ্চ অবস্থানে থাকবে।

(১৯) পতাকার ব্যবহার, উত্তলন, প্রদর্শন ও সংরক্ষণসহ সর্বক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে পতাকা ছিঁড়ে না যায় বা নোংরা বা নষ্ট হয়ে না যায় বা ভূমি স্পর্শ না করতে পারে।

(২০) জাতীয় পতাকার নীচে অবস্থিত ভূমি, পানি ইত্যাদি যেন পতাকার সংস্পর্শে না আসে। জাতীয় পতাকা কোনক্রমেই সমতল বা অনুভূমিক অবস্থায় বহন করা যাবে না বরং উর্ধ্বে রেখে সাবলীল ভাবে বহন করতে হবে।

(২১) কোন কিছু গ্রহণ, ধারণ, বহন অথবা প্রদান করার জন্য জাতীয় পতাকা আধার হিসেবে ব্যবাহর করা যাবে না।

(২২) জাতীয় পতাকা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেলে সে সম্পর্কে মর্যাদার সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে। সবচেয়ে উত্তম যথাযোগ্য মর্যাদায় ভুগর্ভে সমাহিত করা।

(২৩) স্কাউট ইউনিটের উপদল পতাকা উপদল নেতা বহন করবে।

৮৫. জাতীয় পতাকা ব্যবহারের সাধারণ নির্দেশাবলী ঃ

(ক) শুধুমাত্র সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। মোটর গাড়ি নৌযান এবং বিমানের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। রাত্রিকালীন সংসদ অধিবেশণ, রাষ্টপতি অথবা মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মত বিশেষ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ভবনসমূহে রাতের বেলায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে।

(খ) জাতীয় পতাকার ওপর কোন কিছু লেখা বা মুদ্রণ করা যাবে না। কোন অনুষ্ঠান বা অন্য কোন উপলক্ষে পতাকার ওপরে কোন কিছু আঁকা যাবে না।

তৃতীয় অংশ [গ]
অ্যাওয়ার্ডস

৮৬. নিয়মাবলী ঃ

(ক) গঠন ও নিয়ম তফসিল এক-এ বর্ণিত স্কাউট পোশাকে অ্যাওয়ার্ড বা পদক বা রেপ্লিকা ও ব্যাজ ছাড়া অন্য কিছু পরা যাবে না।

(খ) বিদেশী স্কাউট সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাওয়ার্ড বা পদক ও রাষ্ট্রীয় পদক স্কাউট অনুষ্ঠানে স্কাউট পোশাকে নির্ধারিত স্থানে পরা যাবে।

(গ) বাংলাদেশ স্কাউটসের গঠন ও নিয়ম তফসিল এক-এর বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে সকল প্রকার সনদ/পদক/ অ্যাওয়ার্ড আবেদনপত্র/ সুপারিশ উপজেলা ও জেলা থেকে ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে আঞ্চলিক দফতরে এবং অঞ্চল কর্তৃক যাবতীয় সুপারিশ ও অঞ্চল পর্যায়ে অনুমোদিত সনদ/ পদক/ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের পূর্ণ তালিকা প্রতিবছর ৩১শে মার্চের মধ্যে জাতীয় সদর দফতরে পৌছাতে হবে।

(ঘ) গঠন ও নিয়ম তফসিল-এ এ বর্ণিত বিধি বিধান অনুসারে অ্যাওয়ার্ড সুপারিশ, মঞ্জুর ও বিতরণ কার্যকর হবে।

(ঙ) বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত সকল প্রকার সনদপত্র, রেপ্লিকা ও অ্যাওয়ার্ড জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত, নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত।

(চ) সকল অ্যাওয়ার্ডের জন্য ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সুপারিশ পাঠাতে হবে। কোন পর্যায় বা স্তর বাদ দিয়ে উচ্চতর পর্যায়ের জন্য সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে প্রধান জাতীয় কমিশনার উপযুক্ত মনে করলে যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে না।

(ছ) প্রতি বছর উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে গঠন ও নিয়ম তফসিল এক-এর বিধি বিধান অনুসারে সার্টিফিকেট/ মেডেল/ অ্যাওয়ার্ড/ ডেকোরেশন পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের কার্যাবলী যাচাইপূর্বক প্রস্তাব/ সুপারিশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হবে যাতে কোন যোগ্য ব্যক্তির নাম বাদ না পরে।

(জ) অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সুপারিশসমূহ যাচাই, মুল্যায়ন, দক্ষতা ও যোগ্যতা নিরূপনের জন্য সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে সাব কমিটি থাকবে।

(ঝ) যে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হবে তাঁর স্কাউটিংয়ে অবদান, দায়িত্বকালীন সময়ে কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতিফলন, দায়িত্বের সময়কাল, কাজের ধরন ও সফলতা ইত্যাদি সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে সুপারিশ ফরম/ প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হবে। কোন অসম্পূর্ণ সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

(ঞ) গঠন ও নিয়ম তফসিল এক-এর বর্তমান ধারাসমূহ প্রবর্তনের পূর্বে যে সকল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে তা যথাযথ নিয়মে ব্যবহার করা যাবে।

৮৭. উডব্যাজ ঃ

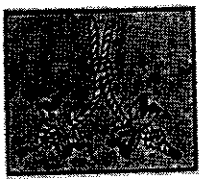

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটসের ট্রেনিং স্কীমের চতুর্থ স্তর সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করার পর নির্ধারিত ফরম সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর অনুমোদক্রমে জাতীয় সদর দফতর থেকে শাখা ভিত্তিক উডব্যাজ (পার্চমেন্ট, স্কার্ফ ও বীড) প্রদান করা হবে।

(খ) সকল শাখার উডব্যাজ অর্জনকারীকে জাতীয় সদর দফতরে নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিয়ে নাম রেজিষ্ট্রেশন করাতে হবে। উডব্যাজ জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত, নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত।

(গ) স্কাউট পোশাকে কালো সরু চামড়া বা রশির সাথে উডব্যাজ গলায় পরতে হবে।

(ঘ) দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী লিডার ট্রেনারগণ শাখাভিত্তিক প্রাপ্ত উডব্যাজের সাথে অতিরিক্ত একটি বীড পরবেন এবং লিডার ট্রেনারগণ উডব্যাজের সাথে অতিরিক্ত দুটি বীড পরবেন।

❑ অঞ্চল ও জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক অনুমোদিত অ্যাওয়ার্ড

৮৮. কমিশনার'স সার্টিফিকেট ঃ

(ক) স্কাউট আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, গ্রুপ/ ইউনিট পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে কমপক্ষে তিন বছর নিরলস শ্রমদানকারী স্কাউটার, কমিশনার/ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক পদমর্যদার বা স্কাউটিং কার্যক্রমে সহায়তাদানকারী স্কাউট দরদী ব্যক্তিকে নির্ধারিত ফরমে উপজেলা ও জেলা স্কাউটস কমিশনারের সুপারিশক্রমে আঞ্চলিক কমিশনার ও সার্টিফিকেট মঞ্জুর করবেন। আঞ্চলিক সভাপতি ও আঞ্চলিক কমিশনারের যুগ্ম স্বাক্ষরে এ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

(গ) আঞ্চলিক কমিশনার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সার্টিফিকেট অর্জনকারী ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা প্রতি বছর ৩১ মার্চের মধ্যে জাতীয় সদর দফতরে পৌছানোর পর সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের মাঝে তা বিতরণ করবে। অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে সার্টিফিকেটধারীদের তালিকাসহ যাবতীয় রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৮৯. ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) স্কাউট, রোভার, স্কাউটার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মানবকল্যাণে আত্মনিবেদিত ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম যেমন ঃ বন্যা/জলোচ্ছ্বাস/ ঝড়বাদল/ আপতকালে উদ্ধারকাজ, ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কাজে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে পরিমাপযোগ্য কল্যাণকর কার্যক্রমে ধারাবাহিক সহায়তা/শ্রম দিলে ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে।

(খ) ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ষষ্ঠ কোনাকৃতির মাঝে স্কাউট চিহ্ন ও তার দু'ধারে বৃত্তাকারে পাতা বা লীফ সম্বলিত ধাতব কাঠামোতে তৈরী হবে এবং মাঝখানে লালের দুই পার্শ্বের বামে গোলাপী, আকাশী ও লাল এবং ডানে কমলা, বেগুনী ও লাল রংয়ের রিবন যুক্ত থাকবে।

(গ) নির্ধারিত ফরমে জেলা কমিশনারের সুপারিশক্রমে আঞ্চলিক কমিশনারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশে অথবা জাতীয় কমিশনারদের সুপারিশে অথবা সরাসরি জাতীয় সদর দফতর দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান যোগ্য ব্যক্তিকে ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর ও বিতরণ করবে।

(ঘ) ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা নির্ধারিত সময় (৩১শে মার্চের মধ্যে) অঞ্চল থেকে পাওয়ার পর জাতীয় সদর দফতর এ অ্যাওয়ার্ড ও সনদ ইস্যু করবে। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের যুগ্ম স্বাক্ষরে এ অ্যাওয়ার্ডের সনদ প্রদান করা হবে।

(ঙ) ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নীচে অন্যান্য অ্যাওয়ার্ডের বামে পরতে হবে।

(চ) রেপ্লিকা ঃ ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডের রিবনের রংয়ের একটি রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। রেপ্লিকা অ্যাওয়ার্ডের স্থলে পরতে হবে।

৯০. নম্বর টু দি ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর অনুরূপ অতিরিক্ত জনকল্যাণকর কার্যাবলী সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্য নম্বর টু দি ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। নম্বর রিবনের মাঝখানে লেখা থাকবে।

(খ) রেপ্লিকা ঃ রিবনের মাঝখানে নম্বর খচিত ধাতব কাঠামোতে তৈরি অ্যাওয়ার্ডের প্রতীক সম্বলিত একটি রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। অ্যাওয়ার্ডের স্থলে রেপ্লিকা পরতে হবে।

৯১. গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) যে কোন স্কাউট, রোভার, স্কাউটার ও সংশ্লিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিকে তাঁর দুঃসাহসিক/বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য নির্ধারিত ফরমে প্রমাণপত্রসহ উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে অথবা সরাসরি জাতীয় সদর দফতর গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর ও প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

দুঃসাহসিক কর্মকান্ডে জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে সাহিসকতাপূর্ণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য এ অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর করা হবে। গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রামের মাঝে স্কাউট সালাম খচিত ধাতব কাঠামোতে তৈরি হবে এবং মাঝখানে লালের উভয় পার্শ্বে সবুজ ও সোনালী হলুদ রংয়ের রিবন যুক্ত থাকবে।

(খ) প্রাপ্ত মেডেল স্কাউট পোশাকে শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নীচে প্রাপ্ত ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডের ডানে পরতে হবে।

(গ) রেপ্লিকা ঃ গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডের সাথে মেডেলের রিবনের মাঝে ধাতব কাঠামোতে তৈরি মেডেলের প্রতীক সম্বলিত একটি রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। অ্যাওয়ার্ডের স্থলে

রেপ্লিকা পরতে হবে।

(ঘ) গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির সুপারিশ ফরমে ও আবেদনের সাথে যে কাজের জন্য অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর করা হবে সে কাজ/ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচিতি ও স্বাক্ষরসহ বিবরণ থাকতে হবে।

(ঙ) প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সভাপতির স্বাক্ষরে গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডের সনদ প্রদান করা হবে।

(চ) স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউটার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্মানীয় পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য উপজেলা স্কাউট কমিশনার এবং বিশেষ অঞ্চলের ক্ষেত্রে জেলা স্কাউট রোভার কমিশনারের প্রস্তাবের ভিত্তিতে জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশের মাধ্যমে জাতীয় সদর দফতরে অ্যাওয়ার্ড ফরম পাঠাতে হবে।

(ছ) সহকারী কমিশনার, জেলা কাবস্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট লিডার, জেলার শাখা ভিত্তিক লিডার এবং সংশ্লিষ্ট সম্মানীয় পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য জেলা স্কাউট কমিশনার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাধ্যমে সুপারিশ জাতীয় সদর দফতরে পাঠাবেন।

(জ) আঞ্চলিক কমিশনার উপজেলা ও জেলার সুপারিশের সাথে অঞ্চলের উপ-কমিশনার, এ এল টি এল টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এবং সম্মানীয় পদমর্যাদার অধিকারীগণের সুপারিশ জাতীয় সদর দফতরে পাঠাবেন।

৯২. প্রশংসাপত্র ঃ সাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ সাহসিকতা কাজের জন্য এবং যারা গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিরযোগ্য বিবেচিত হবে না তাদেরকে প্রশংসাপত্র দেয়া হবে। প্রশংসাপত্র প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষরে প্রদান করা হবে

৯৩. কমিশনার'স মেডেল ঃ

(ক) স্কাউট আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, দক্ষতার সাথে ইউনিট পরিচালনা, ক্রমোন্নতশীল প্রোগ্রামের সঠিক প্রয়োগে কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের গুণগত মানোন্নয়ন, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম কার্যাবলী বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকারী আত্মনিবেদিত স্কাউটার, কমিশনার বা সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে কমিশনার'স সার্টিফিকেট প্রাপ্তির কমপক্ষে চার বৎসর পর উপজেলা ও জেলা কমিশনারের সুপারিশক্রমে আঞ্চলিক কমিশনারের অনুমোদনে কমিশনার'স মেডেল প্রদান করা হবে।

(খ) কমিশনার'স মেডেল একটি রীফ নটের মাঝে হরিণের মাথা খচিত ষষ্ঠ কোণাকৃতির ধাতব কাঠামোতে তৈরি হবে এবং মাঝখানে সবুজের উভয় পার্শ্বে লাল, গাঢ় নীল ও সাদা রং সম্বলিত রিবনযুক্ত থাকবে।

(গ) বছরের নির্দিষ্ট সময়ে (৩১শে জানুয়ারি মধ্যে) নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ আঞ্চলিক দফতরে পৌছানোর পর আঞ্চলিক কমিশনারের অনুমোদন ক্রমে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে কমিশনার'স মেডেল প্রদান করা হবে।

(ঘ) অঞ্চল কর্তৃক অনুমোদিত কমিশনার'স মেডেল প্রাপ্যদের তালিকা বছরের নির্ধারিত সময়ে (৩১শে মার্চের মধ্যে) জাতীয় সদর দফতরে পৌছানোর পর মেডেল ও সনদ ইস্যু করা হবে। মেডেলের সনদে আঞ্চলিক কমিশনার ও সভাপতির স্বাক্ষর থাকবে এবং আঞ্চলিক সভাপতি বিতরণ করবেন। অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে মেডেল প্রাপ্তদের যাবতীয় রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে।

(ঙ) প্রাপ্ত কমিশনার'স মেডেল স্কাউট পোশাকে শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নিচে ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ও গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডের ডান পার্শ্বে পরতে হবে।

(চ) রেপ্লিকা ঃ কমিশনার'স মেডেলের সাথে রিবনের রংয়ের একটি রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। মেডেলের স্থলে রেপ্লিকা পরতে হবে।

৯৪. কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ড ঃ

বাংলাদেশ স্কাউটসের গঠন ও নিয়ম অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনা, স্কাউটিংয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রশাসনিক দক্ষতা, সঠিক নেতৃত্ব ও দায়িত্ব পালন, ইউনিট পরিচালনা ও শাখা ভিত্তিক স্কাউটদের গুণগত মানোন্নয়ন, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সঠিক নেতৃত্বদানকারী আত্মনিবেদিত স্কাউটার, কমিশনার বা সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে কমিশনার'স সার্টিফিকেট পাওয়ার পর সন্তোষজনক কাজের জন্য এবং স্কাউটিংয়ে **সহায়তা প্রদানকারী** ব্যক্তিদের সক্রিয় দায়িত্ব পালনে তিন বছরের সন্তোষজনক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ উপজেলা ও জেলা কমিশনারের সুপারিশক্রমে আঞ্চলিক কমিশনারের অনুমোদনে কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

(খ) কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ড দুই কোণ ও আয়তক্ষেত্র আকৃতির মাঝে শীপ স্যাংক নট তার ওপরে স্কাউট মনোগ্রাম ও নীচে একটি স্কয়ার বা বর্গাকৃতির রেখা চিহ্ন সম্বলিত ধাতব কাঠামোতে তৈরি হবে এবং মাঝখানে সোনালী হলুদের উভয় পার্শ্বে বেগুনী, আকাশী ও লাল রংয়ের রিবন যুক্ত থাকবে।

(গ) কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ড সনদে আঞ্চলিক সভাপতি, কমিশনার ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষর থাকবে। এ অ্যাওয়ার্ড আঞ্চলিক সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করবেন।

(ঘ) বছরের নির্দিষ্ট সময়ে (৩১ জানুয়ারির মধ্যে) নির্ধারিত ফরমে উপজেলা ও জেলা কমিশনারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অঞ্চলে পৌছানোর পর আঞ্চলিক কমিশনারের অনুমোদনক্রমে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

(ঙ) অঞ্চল কর্তৃক কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্যদের তালিকা নির্ধারিত সময়ে (৩১শে মার্চের মধ্যে) জাতীয় সদর দফতরে পৌছানোর পর অ্যাওয়ার্ড ও সনদ ইস্যু করা হবে উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের যাবতীয় রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে।

(চ) প্রাপ্ত কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ড স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নিচে পূর্বে প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ডের ডান পার্শ্বে পরতে হবে।

(ছ) রেপ্লিকা ঃ কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ডের সাথে রিবনের রংয়ের একটি রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। অ্যাওয়ার্ডের স্থলে রেপ্লিকা পরতে হবে।

৯৫. ন্যাশনাল সার্টিফিকেট ঃ

(ক) স্কাউট আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় কার্যক্রমে আত্মনিবেদিত স্কাউটার, কমিশনার/ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ন্যূনতম দুই বছর সন্তোষজনক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশক্রমে অথবা প্রধান জাতীয় কমিশনার সরাসরি ন্যাশনাল সার্টিফিকেট মঞ্জুর করতে পারবেন।

(খ) উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ফরমে ব্যক্তির অবদান বা সন্তোষজনক কাজের সুনির্দিষ্ট বিবরণসহ সুপারিশ প্রাপ্তির পর জাতীয় সদর দফতর থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সভাপতির স্বাক্ষরে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের পূর্ণ রেকর্ড সংশ্লিষ্ট দফতরে সংরক্ষিত থাকবে।

৯৬. মেডেল অব মেরিট ঃ

(ক) স্কাউট আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিশেষ করে সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম কার্যাবলীর সার্বিক বাস্তবায়ন ও গুণগত মান উন্নয়নে আত্মনিবেদিত স্কাউটার, কমিশনার বা সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে কমিশনার'স মেডেল প্রাপ্তির অন্ততঃপক্ষে এক বছর পর সন্তোষজনক কাজের জন্য উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশক্রমে অথবা সংশ্লিষ্ট সক্রিয় যে কোন ব্যক্তির কমপক্ষে সাত বছর অনুরূপ সন্তোষজনক কাজের জন্য সরাসরি জাতীয় সদর দফতর থেকে মেডেল অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

(খ) মেডেল অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম খচিত বৃত্তাকার বাংলায় "মেডেল অব মেরিট" ও ইংরেজীতে Medal of Merit লেখা ধাতব কাঠামোতে তৈরি হবে এবং পাশাপাশি গাঢ় ও হালকা সবুজ রংয়ের রিবনযুক্ত থাকবে।

(গ) প্রতিবছর ৩১ মার্চের মধ্যে নির্ধারিত ফরম যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশে জাতীয় সদর দফতরে প্রেরণ করতে হবে। প্রাপ্ত ফরম যাচাই বাছাই করে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষরে সনদ প্রদান করা হবে।।

(ঘ) প্রাপ্ত মেডেল অব মেরিট স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নিচে পূর্বে প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ডের ডান পার্শ্বে পরতে হবে।

(ঙ) রেপ্লিকা ঃ মেডেল অব মেরিটের সাথে মেডেলের রিবনের রংয়ের রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। মেডেলের স্থলে রেপ্লিকা পরতে হবে।

৯৭. বার টু দি মেডেল অব মেরিট ঃ

(ক) মেডেল অব মেরিট পাওয়ার পর ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর যাবৎ অনুরূপ অতিরিক্ত

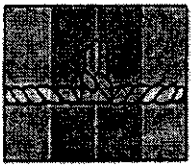

কার্যাবলী সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার পর বার টু দি মেডেল অব মেরিট প্রদান করা হবে। বার টু দি মেডেল অব মেরিট রিবনের মাঝখানে পরতে হবে।

(খ) বার টু দি মেডেল অব মেরিট সনদে সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের যুগ্ম স্বাক্ষর থাকবে।

(গ) রেপ্লিকা ঃ বার টু দি মেডেল অব মেরিট সনদ এর সাথে মেডেল অব মেরিট রিবনের ওপর সোনালী হলুদ রংয়ের একটি স্কাউট সালাম চিহ্নিত রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। মেডেল অব মেরিট রেপ্লিকার স্থলে বার এর রেপ্লিকা পরতে হবে।

৯৮. লং সার্ভিস ডেকোরেশন ঃ

(ক) স্কাউট আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে দক্ষতার সাথে ধারাবাহিক একটানা অন্যূন পনর বছর সক্রিয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লং সার্ভিস ডেকোরেশন দেয়া হবে। এ কাজে সনদধারী সকল স্কাউটার, কমিশনার বা উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলের সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক এবং সদস্যকে নির্ধারিত ফরমে উপজেলা জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় সদর দফতর থেকে লং সার্ভিস ডেকোরেশন মঞ্জুর করা হবে।

(খ) লং সার্ভিস ডেকোরেশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ **মর্যাদায়** পনের বছর সক্রিয় কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিভিন্ন দায়িত্বকালীন সময়ের কার্যকাল একত্রিত করে পনের বছরের বেশি হতে হবে। তবে কাব স্কাউট, স্কাউট বা রোভার স্কাউট হিসেবে কাজ করার কার্যকাল এ গণনায় যোগ করা যাবে না।

(গ) কোন ব্যক্তি কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য অঞ্চল বা জাতীয় সদর দফতর থেকে অন্যান্য অ্যাওয়ার্ড পেলেও লং সার্ভিসে ডেকোরেশন পাওয়ার যোগ্য হতে পারবেন।

(ঘ) লং সার্ভিস ডেকোরেশন প্রাপ্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ জেলা/ অঞ্চলে সংরক্ষিত কাজের রেকর্ড অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরমে আঞ্চলিক কমিশনারের মাধ্যমে সুপারিশ পাঠানোর পর জাতীয় সদর দফতর থেকে লং সার্ভিস ডেকোরেশন প্রদান করা হবে। সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষরে লং সার্ভিস ডেকোরেশন সনদ দেয়া হবে।

(ঙ) লং সার্ভিস ডেকোরেশন একটি বৃত্তাকার রশির মাঝখানে ভাসমান শাপলার ওপরে বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম এবং তার ওপরে অর্ধ বৃত্তাকার রেখা চিহ্নিত ধাতব কাঠামোতে তৈরি হবে এবং পাশাপাশি একাধিক হাল্কা নীল ও হাল্কা সিঁদুর লাল রংয়ের রিবন যুক্ত থাকবে।

(চ) লং সার্ভিস ডেকোরেশন স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার ওপরে মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নীচে প্রাপ্ত মেডেল অব মেরিট এর ডান পার্শ্বে পরতে হবে।

(ছ) রেপ্লিকা ঃ লং সার্ভিস ডেকোরেশনের সাথে রিবনের রংয়ের একটি রেপ্লিকা দেয়া হবে। ডেকোরেশনের স্থলে রেপ্লিকা পরতে হবে।

৯৯. লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) স্কাউট আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে দক্ষতার সাথে ধারাবাহিক

একটানা অন্যূন পঁচিশ বছর সক্রিয় সন্তোষজনক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। এ কাজে সনদধারী সকল পর্যায়ের স্কাউটার, কমিশনার, সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ সম্পাদক এবং সক্রিয় অন্যান্য সদস্যকে নির্ধারিত ফরমে উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশের ভিত্তিতে সরাসরি জাতীয় সদর দফতর থেকে লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

(খ) লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ মর্যাদায় ধারাবাহিক ভাবে পঁচিশ বছর সক্রিয় কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিভিন্ন দায়িত্বকালীন সময়ের কার্যকাল একত্র করে পঁচিশ বছর হতে হবে : তবে খন্ডকালীন বা কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট হিসেবে কার্যকাল এ গণনায় যোগ করা যাবে না।

(গ) লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্য ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা/অঞ্চল/জাতীয় সদর দফতরে সংরক্ষিত কাজের রেকর্ড অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফরমে যথাযথভাবে সুপারিশ পাওয়ার পর জাতীয় সদর দফতর থেকে লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের যুগ্ম স্বাক্ষরে এ অ্যাওয়ার্ডের সনদ দেয়া হবে। সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(ঘ) লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম ঘিরে দীর্ঘ সেবার প্রতীকস্বরূপ বৃত্তাকারে তীর অংকিত, ওপর থেকে দুধারে ছড়ানো দুফালি কাপড়ের নকশা সম্বলিত ডিম্বাকৃতির ধাতব কাঠামোতে তৈরি হবে এবং মাঝখানে সবুজ এবং উভয় পার্শ্বে সাদা, কালো ও গোলাপী রংয়ের রিবন যুক্ত থাকবে।

(ঙ) লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নীচে প্রাপ্ত লং সার্ভিস ডেকোরেশনের ডান পার্শ্বে পরতে হবে।

(চ) রেপ্লিকা ঃ লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডের সাথে রিবনের রংয়ের রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। অ্যাওয়ার্ডের স্থলে রেপ্লিকা পরতে হবে।

১০০. সি এন সি'স অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটসের সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম কার্যাবলী পরিচালনা ও মনোন্নয়ন এবং স্কাউটিংয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সঠিক নেতৃত্ব ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং বার টু দি মেডেল অব মেরিট প্রাপ্তির অন্ততঃপক্ষে তিন বছর পর অধিকতর অনন্য অবদান রাখার জন্য স্কাউটার, কমিশনার ও অন্যান্য পদমর্যাদার ব্যক্তিকে উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশক্রমে অথবা সরাসরি প্রধান জাতীয় কমিশনার এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(খ) সি, এন, সি'স অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রামের অর্ধাংশ পাতা/ লীফ দিয়ে ঘেরা ধাতব কাঠামোতে তৈরি হবে। অ্যাওয়ার্ডের পেছনে বাংলায় সিএনসি'স

অ্যাওয়ার্ড ও ইংরেজীতে CNC's Award অ্যাম্বুশ করা থাকবে এবং মাঝে হলুদ এবং উভয় পার্শ্বে সবুজ ও লাল রংয়ের রিবন যুক্ত থাকবে।

(গ) বছরের নির্দিষ্ট সময়ে (৩১শে মার্চের মধ্যে) নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত সাইটেশনসহ সুপারিশ জাতীয় সদর দফতরে পৌছানোর পর প্রধান জাতীয় কমিশনারের অনুমোদক্রমে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

(ঘ) প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ড স্কাউট পোশাকের শার্টের বামবুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নীচে পূর্বে প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ডের ডান পার্শ্বে পরতে হবে।

(ঙ) রেপ্লিকা ঃ সি এনসি'স অ্যাওয়ার্ডের সাথে রিবনের রংয়ের একটি রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। অ্যাওয়ার্ডের স্থলে রেপ্লিকা পরতে হবে।

(চ) প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং সভাপতির স্বাক্ষরিত সনদ এর মাধ্যমে প্রধান জাতীয় কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

১০১. সভাপতি অ্যাওয়ার্ড ঃ

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নে সঠিক নেতৃত্ব ও দায়িত্ব পালনে অধিকতর বিশেষ অবদান রাখার জন্য স্কাউটার ও কমিশনার পদমর্যদার ব্যক্তিদের ন্যাশনাল সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে অথবা সরাসরি বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(খ) যে কোন বাংলাদেশী অথবা বিদেশী ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ স্কাউট ফাউন্ডেশনের উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখবেন এবং বাংলাদেশ স্কাউট ফাউন্ডেশনের তহবিল উন্নয়নে যে কোন বাংলাদেশী ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অথবা বিদেশী ২৫০ ইউ এস ডলার এককালীন অনুদান হিসেবে প্রদান করলে তিনি এ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(গ) সভাপতি অ্যাওয়ার্ড গোলাকৃতির হবে। শীল্ড আকৃতির মাঝে স্কাউট মনোগ্রাম তার নীচে দুধারে ছড়ানো পাতা এবং রীফ নট গেরোসহ রশি দ্বারা বেষ্টিত ধাতব কাঠামোতে তৈরি হবে। মাঝখানে সাদা রংয়ের উভয় পার্শ্বে খয়েরী, ফিরোজা, নীল ও সবুজ রংয়ের রিবন যুক্ত থাকবে।

(ঘ) প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে (৩১ মার্চের মধ্যে) নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত সাইটেশনসহ সুপারিশ জাতীয় সদর দফতরে প্রেরণ করতে হবে। সভাপতির অনুমোদক্রমে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে এ অ্যাওয়ার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হবে।

(ঙ) বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার এই সনদে স্বাক্ষর করবেন, সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(চ) প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ড স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নীচে পূর্বে প্রাপ্ত সি এন সি'স অ্যাওয়ার্ডের ডানে পরতে হবে।

(ছ) রেপ্লিকা ঃ সভাপতি অ্যাওয়ার্ডের সাথে রিবনের রংয়ের একটি রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। অ্যাওয়ার্ডের স্থলে রেপ্লিকা পরতে হবে।

১০২. রৌপ্য ইলিশ ঃ

(ক) রৌপ্য ইলিশ বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ দ্বিতীয় অ্যাওয়ার্ড। সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির পর অন্ততঃপক্ষে ৪ (চার) বছর সন্তোষজনক স্কাউট আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও এর মনোন্নয়ন এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নসহ স্কাউট আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারন কার্যক্রমে অধিকতর অন্যান্য অবদান রাখার জন্য স্কাউটার, কমিশনার ও অন্যান্য পদমর্যাদার ব্যক্তিকে উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশক্রমে অথবা সরাসরি জাতীয় সদর দফতর হতে "রৌপ্য ইলিশ" অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর করা হবে।

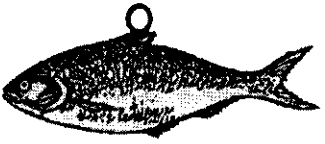

(খ) রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ড সমান মাপে মাঝে হলুদ ও দুই পাশে জলপাই সবুজ রংয়ের রিবনে যুক্ত থাকবে।

(গ) বছরের নির্দিষ্ট সময়ে (৩১ মার্চের মধ্যে) নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ জাতীয় সদর দফতরে প্রেরণ করতে হবে। যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

(ঘ) রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ডের সনদে প্রধান জাতীয় কমিশনার ও চীফ স্কাউটের স্বাক্ষর থাকবে এবং চীফ স্কাউট আনুষ্ঠানিকভাবে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(ঙ) প্রাপ্ত রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ড স্কাউট অনুষ্ঠানে স্কাউট পোশাকের সাথে গলায় ঝুলিয়ে পরতে হবে।

(চ) রেপ্লিকা ঃ রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ডের সাথে রিবনের রংয়ের রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। এ রেপ্লিকা স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নীচে অন্যান্য রেপ্লিকার ওপরে ১০২(ক) ধারায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী পরতে হবে।

১০৩. রৌপ্য ব্যাঘ্র ঃ

(ক) রৌপ্য ব্যাঘ্র বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড। রৌপ্য ইলিশ প্রাপ্তির পর অন্ততঃপক্ষে ৪ (চার) বছর সন্তোষজনক স্কাউট আন্দোলনের সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রামের মনোন্নয়ন এবং কার্যবলীর সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নসহ আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারনে অসাধারন বিশেষ কাজের জন্য যে কোন স্কাউটার, কমিশনার, সম্মানীয় পদমর্যাদাধারী ব্যক্তি উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কমিশনারের সুপারিশক্রমে অথবা সরাসরি জাতীয় সদর দফতর হতে রৌপ্য ব্যাঘ্র মঞ্জুর করা হবে। ভিন্ন দেশের বিশিষ্ট স্কাউট ব্যক্তিত্ব বা দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় স্কাউট সেবায় স্বীকৃত অবদান রাখার জন্য জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের সরাসরি জাতীয় সদর দফতর থেকে রৌপ্য ব্যাঘ্র প্রদান করা যেতে পারে।

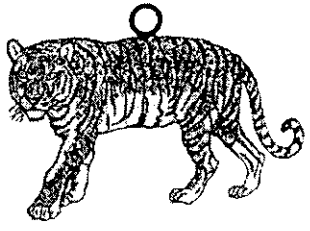

(খ) রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ডে সমান মাপে মাঝে লাল ও দুই পাশে গাঢ় সবুজ রংয়ের রিবন যুক্ত থাকবে।

(গ) বছরের নির্দিষ্ট সময়ে (৩১ মার্চের মধ্যে) নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ জাতীয় সদর দফতরে প্রেরণ করতে হবে। যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

(ঘ) রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ডের সনদে প্রধান জাতীয় কমিশনার ও চীফ স্কাউটের স্বাক্ষর থাকবে এবং চীফ স্কাউট আনুষ্ঠানিকভাবে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(ঙ) প্রাপ্ত রৌপ্য ব্যাঘ্র স্কাউট অনুষ্ঠানে স্কাউট পোশাকের সাথে গলায় পরতে হবে। পূর্বে অর্জিত "রৌপ্য ইলিশ" এ অ্যাওয়ার্ডের সাথে পরা যাবে না, তার পরিবর্তে রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ড রেপ্লিকা পরা যাবে।

(চ) **রেপ্লিকা ঃ** রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ডের সাথে রিবনের রংয়ের রেপ্লিকা প্রদান করা হবে। রেপ্লিকার মাঝখানে ধাতব কাঠামোতে তৈরি ব্যাঘ্র প্রতীক থাকবে। এ রেপ্লিকা স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নীচে রৌপ্য ইলিশ রেপ্লিকার ডান পাশে পরতে হবে।

১০৪. রাষ্ট্রীয়/বিদেশী অ্যাওয়ার্ড বা পদক পরার নিয়মাবলী ঃ

সকল প্রকার অ্যাওয়ার্ড/পদক ও সংশ্লিষ্ট রেপ্লিকা স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম পকেটের ঢাকনার লাইনের ওপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম কাঁধ থেকে সামনের দিকে ৮ সেঃ মিঃ নীচে পরতে হবে। রাষ্ট্রীয় পদক ও বিশ্ব স্কাউট সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ব্রোঞ্জ উলফ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ডের ওপরে পরতে হবে। অন্যান্য বিদেশী স্কাউট সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাওয়ার্ড/সামরিক পদক ও রেপ্লিকা ১০২(ক) ধারায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে পরতে হবে।

১০৫. সার্টিফিকেট, পদক বা অ্যাওয়ার্ড বিতরণের নিয়মাবলী ঃ

(১) **ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ঃ** জাতীয় কাউন্সিল সভায়/জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় বা পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি বা সহ-সভাপতি বা প্রধান জাতীয় কমিশনার বা জাতীয় কমিশনার ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ও সনদ প্রদান করবেন এবং নম্বর টু দি ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডের ক্ষেত্রে নম্বর, বার, রেপ্লিকা ও সনদ প্রদান করবেন।

(২) **গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড ঃ** জাতীয় কাউন্সিল সভায়/জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় অথবা পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি বা সহ-সভাপতি বা প্রধান জাতীয় কমিশনার বা জাতীয় কমিশনার গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড ও সনদ প্রদান করবেন।

(৩) **কমিশনার'স মেডেল ঃ** আঞ্চলিক কাউন্সিল সভায় আঞ্চলিক সভাপতি পদক প্রদান করবেন। কোন কারণবশত ঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে আঞ্চলিক সহ-সভাপতি বা আঞ্চলিক কমিশনার পদক প্রদান করতে পারবেন।

(৪) **কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ড ঃ** আঞ্চলিক কাউন্সিল সভায় আঞ্চলিক সভাপতি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন। কোন কারণে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বা আঞ্চলিক কমিশনার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করতে পারবেন।

(৫) **(ক) মেডেল অব মেরিট ঃ** জাতীয় কাউন্সিলর সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি বা প্রধান জাতীয় কমিশনার মেডেল অব মেরিট প্রদান করবেন। কোন কারণে জাতীয় কাউন্সিল সভায় বিতরণ করতে না পারলে পদক সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পাঠাতে হবে। অতঃপর আঞ্চলিক কাউন্সিল সভায়/ নির্বাহী কমিটির সভায় এ মেডেল আঞ্চলিক সভাপতি বা আঞ্চলিক কমিশনার প্রদান করবেন।

(খ) বার টু দি মেডেল অব মেরিট ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কাউন্সিল সভায় সভাপতি বা প্রধান জাতীয় কমিশনার বার টু দি মেডেল অব মেরিট ও সনদ বিতরণ করবেন।

(৬) **লং সার্ভিস ডেকোরেশন ঃ** জাতীয় কাউন্সিল সভায়/জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় প্রধান জাতীয় কমিশনার এই লং সার্ভিস ডেকোরেশন প্রদান করবেন। কোন কারণে জাতীয় পর্যায়ে বিতরণ করতে না পারলে লং সার্ভিস ডেকোরেশন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পাঠাতে হবে। আঞ্চলিক সভাপতি, আঞ্চলিক কাউন্সিল সভা/নির্বাহী কমিটির সভায় প্রদান করবেন।

(৭) **লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ঃ** জাতীয় কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি বা প্রধান জাতীয় কমিশনার লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন।

(৮) **সি এন সি'স অ্যাওয়ার্ড ঃ** এ অ্যাওয়ার্ড ও সনদ জাতীয় কাউন্সিল সভায়/ জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায়/ পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধান জাতীয় কমিশনার প্রদান করবেন।

(৯) **সভাপতি অ্যাওয়ার্ড ঃ** জাতীয় কাউন্সিল সভায় / জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি এ অ্যাওয়ার্ড ও সনদ প্রদান করবেন।

(১০) **রৌপ্য ইলিশ ঃ** জাতীয় কাউন্সিল সভা অথবা বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে চীফ স্কাউট আনুষ্ঠানিকভাবে রৌপ্য ইলিশ ও সনদ প্রদান করবেন।

(১১) **রৌপ্য ব্যাঘ্রঃ** জাতীয় কাউন্সিল সভা অথবা বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে চীফ স্কাউট আনুষ্ঠানিকভাবে রৌপ্য ব্যাঘ্র ও সনদ প্রদান করবেন।

(১২) **কমিশনার'স সার্টিফিকেট ঃ** এ সার্টিফিকেট আঞ্চলিক কাউন্সিল সভায়/আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটির সভায়/পৃথক কোন অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক কমিশনার বিতরণ করবেন। যদি কোন বিশেষ কারণে উক্ত সভায় সার্টিফিকেট বিতরণ করা না যায় তাহলে অঞ্চল থেকে সার্টিফিকেটগুলো সংশ্লিষ্ট জেলায় পাঠাতে হবে। অতঃপর জেলা স্কাউট/রোভার এর সভাপতি, জেলা কাউন্সিল সভায়/জেলা নির্বাহী কমিটির সভায় এ সার্টিফিকেট বিতরণ করবেন।

(১৩) **ন্যাশনাল সার্টিফিকেট ঃ** জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায়/পৃথক কোন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি বা প্রধান জাতীয় কমিশনার সার্টিফিকেট বিতরণ করবেন। যদি কোন কারণে উক্ত সভায় ন্যাশনাল সার্টিফিকেট বিতরণ করা না যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কাউন্সিল সভায়/নির্বাহী কমিটির সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের পক্ষে আঞ্চলিক সভাপতি ন্যাশনাল সার্টিফিকেট বিতরণ করবেন।

১০৬. **সাইটেশন ঃ** প্রতিটি অ্যাওয়ার্ড এর জন্য সুপারিশ ফরমের সাথে প্রার্থীর সাইটেশন থাকতে হবে এবং উক্ত সাইটেশন যথাযথ রয়েছে কি না তা সুপারিশকারীগণ কর্তৃক যাচাই বাছাই করে নিশ্চিত করতে হবে।

১০৭ (ক) রেপ্লিকা পরার নিয়মাবলী

ক (১) বাংলাদেশ স্কাউটসের অ্যাওয়ার্ডসমূহের রেপ্লিকা পরার নিয়মঃ

	১১	১০	৯
৮	৭	৬	৫
৪	৩	২	১

ক (২) বাংলাদেশ স্কাউটসের অ্যাওয়ার্ডসমূহের এবং বিশ্বস্কাউট সংস্থার অ্যাওয়ার্ড "ব্রোঞ্চ উলফ" এর রেপ্লিকা পরার নিয়ম ঃ

খ	১১	১০	৯
৮	৭	৬	৫
৪	৩	২	১

ক (৩) বাংলাদেশ স্কাউটসের অ্যাওয়ার্ড, ব্রোঞ্চ উলফ, বিদেশী স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড, বিদেশী স্কাউট সংস্থার অন্যান্য অ্যাওয়ার্ড, অন্যান্য বিদেশী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড, বাংলাদেশ সরকার/ রাষ্ট্রীয় পদক, সামরিক অ্যাওয়ার্ড/ পদক এর রেপ্লিকা এবং অন্যান্য (এএলটি ও এলটি) রেপ্লিকা পরার নিয়ম ঃ

	ক	খ	
১১	গ	১০	ঘ
৯	৮	ঙ	৭
চ	৬	৫	৪
৩	২	১	ছ

১০৭ (খ) বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড / পদকের তালিকা ঃ

১১	রৌপ্য ব্যাঘ্র	১০	রৌপ্য ইলিশ
৯	সভাপতি অ্যাওয়ার্ড	৮	সি এন সি'স অ্যাওয়ার্ড
৭	লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড	৬	লং সার্ভিস ডেকোরেশন
৫	মেডল অব মেরিট/ বার টু দি মেডেল অব মেরিট	৪	কমিশনার'স অ্যাওয়ার্ড
৩	কমিশনার'স মেডেল	২	গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড
১	ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড		
		ক	বাংলাদেশ সরকার/রাষ্ট্রীয় পদক
খ	ব্রোঞ্জ উলফ অ্যাওয়ার্ড	গ	বিদেশী স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড
ঘ	অন্যান্য বিদেশী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড	ঙ	সামরিক অ্যাওয়ার্ড/ পদক
চ	বিদেশী স্কাউট সংস্থার অ্যাওয়ার্ড	ছ	অন্যান্য রেপ্লিকা যেমন- এল টি ও এ এল টিদের রেপ্লিকা

অ্যাওয়ার্ড ফরম

বাংলাদেশ স্কাউটস .....
অঞ্চল.....

অঞ্চল কর্তৃক অনুমোদিত অ্যাওয়ার্ডের আবেদন / সুপারিশ

প্রস্তাবিত অ্যাওয়ার্ড

১।	প্রার্থীর নাম ঃ বাংলা	ঃ	
	ইংরেজী	ঃ	
২।	(ক) পিতার নাম	ঃ	
	(খ) মাতার নাম	ঃ	
৩।	জন্ম তারিখ	ঃ	
৪।	স্কাউট পদমর্যাদা	ঃ	
৫।	যোগদানের তারিখ	ঃ	
৬।	রেজিষ্ট্রেশন নম্বর	ঃ	
৭।	ঠিকানা ঃ (ক) বর্তমান	ঃ	
	(খ) স্থায়ী	ঃ	
৮।	স্কাউট গ্রুপ	ঃ	
৯।	উপজেলা স্কাউটস	ঃ	
১০।	জেলা স্কাউটস	ঃ	
১১।	আঞ্চলিক স্কাউটস	ঃ	

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা

স্কাউটার হিসাবে দায়িত্ব পালন ঃ

স্কাউট গ্রুপ/ইউনিট/ উপজেলা/জেলা	স্কাউট পদমর্যাদা	কার্যকালের মেয়াদ		মোট সময়	
		থেকে	পর্যন্ত	বছর	মাস

১। গঠন ও নিয়ম তফসিল-এক এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী অ্যাওয়ার্ডের জন্য প্রার্থীর সাইটেশন নির্ধারিত স্থানে লিখত হবে।

স্কাউট আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সেবাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিবরণী সুপারিশকারী কর্মকর্তা সংরক্ষিত অফিস রেকর্ড থেকে লিখবেন।

সাংগঠনিক কার্যক্রম ঃ

গ্রুপ সংগঠন ও পরিচালনা

এ পর্যন্ত কয়টি গ্রুপ পরিচালনা করেছেন

এ পর্যন্ত কয়টি গ্রুপ খুলেছেন

এ পর্যন্ত কয়টি গ্রুপ খুলতে সহায়তা করেছেন

গার্ল-ইন-স্কাউটিং গ্রুপ সংগঠন ও সম্প্রসারণে অবদান

এক্সটেনশন স্কাউটিং গ্রুপ সংগঠন ও সম্প্রসারণে অবদান

বর্তমানে কোনো গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা

এ পর্যন্ত কয়টি দল পরিদর্শন করেছেন

* <u>প্রোগ্রাম ও কার্যক্রম (একটিভিটি) বাস্তবায়নে অবদান</u>

* ক্রমোন্নতিশীল প্রোগ্রামের স্তরভিত্তিক সহায়তার বিবরণ

	সদস্য	তারা ব্যাজ	চাঁদ ব্যাজ	চাঁদ তারা ব্যাজ	শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড
কাব	....জন	...জন	...জন	...জন	...জন
	সদস্য	ষ্ট্যান্ডার্ড	প্রোগ্রেস	সার্ভিস	প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড
স্কাউট	....জন	...জন	...জন	...জন	...জন
	সহচর	রোভার স্কাউট	প্রশিক্ষণ স্তর	সেবা স্তর	প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড
রোভার	....জন	...জন	...জন	...জন	...জন

* **কার্যক্রমে সহায়তার বিবরণ ঃ** সমাবেশে সহায়তা / দায়িত্বের প্রকৃতি গ্রুপ ক্যাম্প, উপজেলা সমাবেশ, জেলা সামবেশ / মুট / ক্যাম্পুরী, আঞ্চলিক সামবেশ/ জাতীয় জাম্বুরী / ক্যাম্পুরী / অ্যাগোনরী, অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা

* **সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ**

সমাজ সেবা সংগঠন/পরিচালনা / অংশগ্র হণের বিবরণ

সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প সংগঠন / পরিচালনা / অংশগ্রহণের বিবরণ

* <u>প্রশিক্ষক হিসেবে সহায়তার বিবরণ ঃ</u>

বিগত বছরের কোর্সের সংখ্যা

বেসিক	অ্যাডভান্স	কমিশনার্স	গ্রুপ সভাপতি	সম্পাদক	জেলা/উপজেলা লিডারস	গ্রুপ স্কাউটারস	স্কীল	এনটিসি	সিএলটি
....টি	....টি	....টি	...টি	....টি	....টি	....টি	...টি	...টি	....টি

* **প্রশিক্ষক হিসেবে Performance এর বিবরণ ঃ**

* ওয়ার্কশপ/সেমিনার/কনফারেন্স ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ ও সহায়তার বিবরণ

* উল্লেখযোগ্য বিশেষ অবদানের বিবরণ

সাইটেশন ঃ

স্কাউট আন্দোলনে বয়স্ক নেতা হিসেবে তাঁর উপরোল্লিখিত কার্যক্রমসমূহে অবদানের সার-সংক্ষেপ। সাইটেশন লিখবেন কেবলমাত্র সুপারিশকারী কর্মকর্তা। কোন প্রার্থী নিজের সাইটেশন লিখতে পারবেন না।

রেকর্ড দৃষ্টে প্রার্থী তাঁর সকল পদে নিয়োগকালীন সময়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ..... অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সুপারিশ করছি।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
উপজেলা স্কাউট	উপজেলা স্কাউট	জেলা স্কাউট	জেলা স্কাউট	আঞ্চলিক স্কাউট	আঞ্চলিক স্কাউট
সম্পাদক	কমিশনার	সম্পাদক	কমিশনার	সম্পাদক	কমিশনার
তারিখ...	তারিখ...	তারিখ...	তারিখ...	তারিখ...	তারিখ...

..... অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর করা হলো।

স্বাক্ষর
সভাপতি
..... আঞ্চলিক স্কাউটস
তারিখ .....

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

জাতীয় সদর দফতর অনুমোদিত অ্যাওয়ার্ডের আবেদন / সুপরিশ

প্রস্তাবিত অ্যাওয়ার্ড

১। প্রার্থীর নাম ঃ বাংলা ঃ

ইংরেজী ঃ

২। (ক) পিতার নাম ঃ

(খ) মাতার নাম ঃ

৩। জন্ম তারিখ ঃ

৪। স্কাউট পদমর্যাদা ঃ

৫। যোগদানের তারিখ ঃ

৬। রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ

৭। ঠিকানা ঃ (ক) বর্তমান ঃ

(খ) স্থায়ী ঃ

৮। স্কাউট গ্রুপ ঃ

৯। উপজেলা স্কাউটস ঃ

১০। জেলা স্কাউটস ঃ

১১। আঞ্চলিক স্কাউটস ঃ

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা

স্কাউটার হিসাবে দায়িত্ব পালন ঃ

স্কাউট গ্রুপ/ইউনিট/ উপজেলা/জেলা	স্কাউট পদমর্যাদা	কার্যকালের মেয়াদ		মোট সময়	
		থেকে	পর্যন্ত	বছর	মাস

১। গঠন ও নিয়ম তফসিল-এক এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী অ্যাওয়ার্ডের জন্য প্রার্থীর সাইটেশন নির্ধারিত স্থানে লিখত হবে।

অ্যাওয়ার্ডের নাম ঃ

* ন্যাশনাল সার্টিফিকেট
* মেডেল অব মেরিট
* বার টু দি মেডেল অব মেরিট
* সি এন সি'স অ্যাওয়ার্ড
* রৌপ্য ইলিশ
* রৌপ্য ব্যাঘ্র
* সভাপতি অ্যাওয়ার্ড
* গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড
* প্রশংসাপত্র
* ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড
* লং সার্ভিস ডেকোরেশন
* লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড

নির্বাহী/অনির্বাহী পদমর্যাদায় দায়িত্ব পালন

স্কাউট গ্রুপ/ইউনিট/ উপজেলা/জেলা	স্কাউট পদমর্যাদা	কার্যকালের মেয়াদ		মোট সময়	
		থেকে	পর্যন্ত	বছর	মাস

পূর্বে প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ডের বিবরন (যদি থাকে) ঃ

ক্রমিক নং	অ্যাওয়ার্ডের নাম	প্রাপ্তির তারিখ
১	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট	
২	মেডেল অব মেরিট	
৩	বার টু দি মেডেল অব মেরিট	
৪	সি এন সি'স অ্যাওয়ার্ড	
৫	রৌপ্য ইলিশ	
৬	রৌপ্য ব্যাঘ্র	
৭	সভাপতি অ্যাওয়ার্ড	
৮	গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড	
৯	প্রশংসাপত্র	
১০	ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড	
১১	লং সার্ভিস ডেকোরেশন	
১২	লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড	

স্কাউট আন্দোলনের বার্ষিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন, গ্রুপ/ইউনিট পরিচালনার সাইটেশন (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)। সাইটেশন লিখবেন কেবলমাত্র সুপারিশকারী কর্মকর্তা। কোন প্রার্থী নিজের সাইটেশন নিজে লিখতে পারবেন না (সাইটেশন প্রয়োজনে পৃথক কাগজে সংযুক্ত করা যাবে।

লাইটেশন ঃ

রেকর্ড দৃষ্টে প্রার্থী তাঁর সকল পদে নিয়োগকালীন সময়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে..... অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সুপারিশ করছি।

স্বাক্ষর উপজেলা স্কাউট সম্পাদক তারিখ...	স্বাক্ষর উপজেলা স্কাউট কমিশনার তারিখ...	স্বাক্ষর জেলা স্কাউট সম্পাদক তারিখ...	স্বাক্ষর জেলা স্কাউট কমিশনার তারিখ...	স্বাক্ষর আঞ্চলিক স্কাউট সম্পাদক তারিখ...	স্বাক্ষর আঞ্চলিক স্কাউট কমিশনার তারিখ...

..... অ্যাওয়ার্ড মঞ্জুর করা হলো।

স্বাক্ষর

প্রধান জাতীয় কমিশনার

তারিখ .....